Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলি হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সৈয়দা আয়শা আছমা মিম

রোলঃ 216020464

২৩ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলি হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সৈয়দা আয়শা আছমা মিম

রোলঃ 216020464

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সৈয়দা আয়শা আছমা মিম, আইডিঃ 216020464 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আলি হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৩ মে, ২০২৪ ইং

সৈয়দা আয়শা আছমা মিম

আইডিঃ 216020464

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 7
যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা কি 7
যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতার তাৎপর্য 8
দুনিয়া বিমুখতার প্রকারভেদ 9
দুনিয়া কেবল ক্ষণস্থায়ী ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয় 10
দুনিয়া একটি পরীক্ষক্ষেত্র 12
আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার মূল্য 15
১. সত্তাগতভাবে দুনিয়ার মূল্য (قيمة الدنيا الذاتية): 16
২. সময়ের দিক থেকে দুনিয়ার মূল্য (قيمة الدنيا الزمنية): 16
দুনিয়ার জীবন সম্পর্কিত প্রান্তিকতা 18
দুনিয়া প্রীতির কুফল 20
দুনিয়ালোভীর উদাহরণ 20
দুনিয়ালোভী ইহকাল-পরকাল উভয়ই হারায় 21
দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র 23
কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতা 25
হাদীসের আলোকে দুনিয়া বিমুখতা 28
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে দুনিয়া বিমুখতা 43
নবীদের চোখে দুনিয়া বিমুখতা 63
আদম আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা 63
নূহ আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা 66
ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা 69
ইউনূস আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা 72

মুসা আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা 73
দাউদ আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা 76
সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা 77
ঈসা আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা 79
সাহাবাদের চোখে দুনিয়া বিমুখতা 83
আবু বকর সিদ্দীক রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দুনিয়া বিমুখতা 83
উমর ইবনুল খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দুনিয়া বিমুখতা 84
উসমান ইবনে আফফান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দুনিয়া বিমুখতা 85
আলী ইবনে আবু তালিব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দুনিয়া বিমুখতা 86
আয়শা সিদ্দিকা রদ্বিয়াল্লাহু আনহার দুনিয়া বিমুখতা 87
আবদুল্লাহ ইবনে উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দুনিয়া বিমুখতা 88
আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দুনিয়া বিমুখতা 89
আবু দারদা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দুনিয়া বিমুখতা 90
তাবেয়ীদের চোখে দুনিয়া বিমুখতা 91
আল হাসান আল-বাসরী রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা 91
উমার বিন আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা 95
ইমামে আজম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা 96
ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা 96
ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা 97
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা 98
ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা 102
ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা 102
ইমাম আল গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা 104
আব্দুল কাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা 106

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা 106
হযরত আব্দুস সামাদ ইবনে ওমর রহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা 107
হযরত আস সারী সাকতী রহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা 108
বর্তমান যামানার আলেমদের চোখে দুনিয়া বিমুখতা 109
দুনিয়া বিমুখতা পরীক্ষার উপায় 110
বর্তমান যামানায় দুনিয়া বিমুখতা অবলম্বনের পদ্ধতি 113
দুনিয়া বিমুখতা আত্মশুদ্ধির অন্যতম উপায় 116
পরিশিষ্ট ও কিছু নসীহা 124
প্রতিদিন মৃত্যুকে স্মরণ করুন 125
অন্ধকার কবরের কথা কল্পনা করা 125
হাশরের কথা চিন্তা করুন 126
জবাবদিহির কথা ভাবুন 126
পরকালীন শাস্তির কথা স্মরণ করা 127

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

শুরু করছি মহান আল্লাহ তায়ালার নামে যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের রিজিক দান করেন। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার ইবাদত বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমরা মনুষ্যকূল দুনিয়ার মায়া মোহ এবং লোভ লালসায় এতোটাই বিভোর হয়ে থাকি যে আমরা আমাদের রব কে ভুলে যাই এবং আমাদের প্রধান দায়িত্ব থেকে বিমুখ হয়ে পড়ি। সেজন্যই মহান আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন যারা আমাদেরকে দুনিয়া বিমুখ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তারাই আমাদের জন্য দুনিয়া বিমুখতার আদর্শ এবং জ্বলন্ত উদাহরণ। মহান আল্লাহ তায়ালা তার পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের মাধ্যমেও আমাদের দুনিয়াবিমুখ হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি শিখিয়েছেন। কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতা অবলম্বনের বিভিন্ন পদ্ধতিই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ইনশাআল্লাহ্।

যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা কি

যুহুদ আরবি শব্দ যার অর্থ দুনিয়া বিমুখতা। যুহুদ বলতে বুঝায়: ‘‘জীবন ধারণের জন্য যা কিছু নিতান্ত প্রয়োজন, তা বাদে বাকি সবকিছু ত্যাগ করা; যদিও তা হালাল হয়।’’ যুহুদ’ মানে হচ্ছে- হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন সেটা থেকেও বেঁচে থাকা। বিলাসিতা প্রকাশ ও অতিমাত্রায় দুনিয়া উপভোগ থেকে দূরে থাকা। পরকালের জন্য উত্তম সম্বল গ্রহণ করা। যুহুদ’ মানে এই নয় যে- তালি দেয়া কাপড় পরা, মানুষকে এড়িয়ে চলা, সমাজ থেকে দূরে থাকা, প্রতিদিন রোজা রাখা। ইসলাম আমাদেরকে যুহুদ অবলম্বনের এসব পদ্ধতি শেখায় না। বরং জীবন ধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ রেখে বাকিগুলো ত্যাগ করাকেই যুহুদ বলে।

আল্লাহ রব্বুল আল আমীন পবিত্র কোরআনুল কারীমে বলেন,

ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا مَتَـٰعٌ
٢٦

"আর তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট অথচ পার্থিব জীবন আখেরাতের তুলনায় ক্ষনস্থায়ী ভোগ মাত্র।" (সূরা রাদ:আয়াত ২৬)

সূরা আ'লার ১৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ١٧

"বরং তারা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, অথচ আখেরাতের জীবনটা হল স্থায়ী।" (সূরা আ'লা: আয়াত ১৭)

যার বাস্তব প্রতিফলন আমরা বর্তমান সমাজে দেখতে পাচ্ছি, প্রায় সকল মানুষই দুনিয়াকে নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে পড়ছে অথচ এটা হচ্ছে খুবই সংক্ষিপ্ত।

সূরা ত্বহার ১৩১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ١٣١

"আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জগতের ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সে সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, আপনার পালনকর্তার দেওয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।" (সুরা ত্বহা: আয়াত ১৩১)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে যুহুদ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল। আর তা হলো দুনিয়াকে নয়; আখেরাতকে নিয়ে ব্যাস্ত হওয়া।

যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতার তাৎপর্য

যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা একটি অনন্য মানবীয় গুণ। এর অর্থ এই নয় যে দুনিয়া ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া। বরং দুনিয়া বিমুখতার মাধ্যমে মানুষ জীবন ধারণের জন্য যেটুকু রিযিক প্রয়োজন, শুধু সেই রিজিকের সন্ধান করবে এবং বাকি সময় সে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ইবাদত করবে। দুনিয়া বিমুখতার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন

করে। সে দুনিয়ার মানুষের মুখাপেক্ষিতা বাদ দিয়ে কেবল এক আল্লাহর দিকে রুজু করে। এক আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়। কোনো ব্যক্তি যুহুদ অবলম্বন করতে পারলে দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ভয় তার মধ্যে কাজ করে না। সে কোনো জালিম বা জুলুমকে ভয় পায় না। সে এক মাত্র আল্লাহর হুকুমের পাবন্দী করে এবং আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে। এতে করে সে বান্দা আল্লাহর রহমত লাভ করে এবং তার আখিরাতের জীবন সুখকর হবে বলে আশা করা যায়। একজন মানুষ দুনিয়া বিমুখতা অর্জন করতে পারলে তার মধ্যে দুনিয়ার রিজিকের সন্ধানের কোনো ভয় থাকে না। সে জানে যে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, সে আল্লাহই তাকে রিযিক দিবেন। তাকে সমস্ত বিপদ-আপদে উদ্ধার করবেন। এতে করে একজন ব্যক্তির তাকওয়ার স্তর উন্নত হয়। তাছাড়া একজন যুহুদ অবলম্বনকারী ব্যক্তি বিপদে আপদে সর্বদা আল্লাহর উপর আস্থা রেখে ধৈর্য্য ধারণ করে। এতে করে একজন ব্যক্তির ধৈর্য্যশীল হওয়ার পথ সুগম হয়। অর্থাৎ দুনিয়া বিমুখতা একজন মানুষকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার সমস্ত পথকে প্রশস্ত করে দেয় এবং সে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্য বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর একজন মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্যই হলো সে আমল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে। সেজন্যই নবী রাসূলগণ আমাদের সর্বদা দুনিয়া বিমুখ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। দুনিয়াকে ঠিক ততটুকুই কাজে লাগাবো, যতটুকু না হলে দুনিয়ায় টিকে থাকা মুশকিল। এভাবেই দুনিয়া বিমুখতা একজন ব্যক্তিকে মুত্তাকী, পরহেজগার, তাকওয়াবান, সলেহীন বান্দাতে পরিণত করে।

দুনিয়া বিমুখতার প্রকারভেদ

দুনিয়া বিমুখতা কয়েক প্রকার। যেমন:

১. হারাম কাজে লিপ্ত না হওয়ার যুহুদ। আর এটি করা ফরযে আইন।

২. দ্বিধা-সংশয়যুক্ত কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা। দ্বিধা-সংশয়ের স্তরভেদে এর যুহুদেরও স্তর রয়েছে। দ্বিধা-সংশয় শক্তিশালী হলে তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব, আর দ্বিধা-সংশয় কম হলে তা থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব।

৩. আরেক প্রকার যুহুদ হলো অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা। যেমন, অনর্থক কথাবার্তা, দৃষ্টি, প্রশ্ন, সাক্ষাৎ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।

৪. আরেক ধরণের যুহুদ হলো মানুষের কাছে কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা।

৫. নফসের ব্যাপারে যুহুদ, তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে নফসের ওপর যে কোনো কাজকে সহজ মনে করা।

সবচেয়ে উত্তম যুহুদ হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে কোনো কিছু চাওয়া ও তোমার প্রয়োজন বলা থেকে বিরত থাকা।
সর্বোত্তম যুহুদ হলো যুহুদকে গোপন রাখা, আর সর্বাধিক কঠিন যুহুদ হলো ভাগ্যের ব্যাপারে যুহুদ।

যুহুদ ও ওরা'আর মধ্যে পার্থক্য হলো, আখিরাতে যে সব কাজ উপকারে আসবে না সেসব কাজ ত্যাগ করাকে যুহুদ বলে। আর আখিরাতে যেসব কাজের ক্ষতির আশঙ্কা করা হয় সেসব কাজ ত্যাগ করাকে ওরা'আ বলে। যেসব অন্তর শাহওয়াত তথা প্রবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত তাতে যুহুদ ও ওরা'আ সঠিকভাবে কাজ করে না।

দুনিয়া কেবল ক্ষণস্থায়ী ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়

দুনিয়া হল আখেরাতের শস্য ক্ষেত্র। আল্লাহ আমাদেরকে তার ইবাদত করার জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে এই দুনিয়া খেল তামাশার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমরা দুনিয়ার নেশায় বুদ হয়ে আখিরাতকে ভুলে যাই। দুনিয়াতে আমাদের কাজ হলো আল্লাহর দেওয়া বিধি বিধান মেনে চলা, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবন যাপন করা এবং আখেরাতের পাথেয় গোছানো। কিন্তু আমরা আমাদের জীবন, পরিবার, রিযিক এসব নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত থাকি যে আমরা শুধু আমাদের এই স্বল্প সময়ের জীবনকে কিভাবে সুন্দর এবং সাবলীল করা যায় সেই বিষয়ে মেহনত করি। কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে কাজে লাগিয়ে চিরস্থায়ী আখিরাতের বন্দোবস্ত করা। আখিরাতের জীবন অনন্তকালের। সে জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। আখিরাতের জীবনকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় বানানোর জন্য আমাদেরকে দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে হবে। আমরা আখিরাতের চিন্তা করলে আল্লাহ্ আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাত দুটোই দিবেন। কিন্তু মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান দুনিয়ার জীবনকে মানুষের নিকট চাকচিক্যময় বানিয়ে রেখেছে। মানুষ বর্তমানকে পেয়ে অদূর ভবিষ্যতকে ভুলে গিয়েছে। শয়তান মানুষের নিকট দুনিয়াকে এতটাই সুশোভিত করে রেখেছে যাতে মানুষ দুনিয়ার মোহ থেকে বের হয়ে উপলব্ধি করতে পারছে না যে এই মোহ ক্ষণিকের। এই মোহ আমাদের স্বল্প সময়ের জীবনের। এই মোহ আমাদের আখিরাতকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। দুনিয়ার জীবনের এই ধোঁকার জন্যই মহান আল্লাহ রব্বুল আল আমীন কুরআনে কারীমে এরশাদ করেন,

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّار الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون

অর্থ: 'আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয় আখেরাতের নিবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত' (সূরা আল-'আনকাবূত: আয়াত ৬৪)।

ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ দুনিয়া সম্পর্কে আমাদের খুব সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন:

"একটা মানুষ গভীর জংগল ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল পেছন থেকে একটা সিংহ তার দিকে তেড়ে আসছে। তাড়া খেয়ে লোকটা ভয়ে দৌড় দেয়া শুরু করল এবং সামনে একটা কূয়া পেয়ে জীবন বাঁচাতে সেটায় ঝাঁপ দিলো। কূয়ার ভিতর পড়ে যেতে যেতে সে কোন রকমে একটা দড়ি ধরে রক্ষা পেল, গাছের শিকড় কূয়ার গায়ে বেড়ে উঠে এই দড়ির মত হয়েছে। দড়িটা ধরতে পেরে লোকটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, যাক! এ যাত্রা বোধ হয় বাঁচা গেল। কিন্তু যখন মাথা উঁচু করে সে কূয়ার মুখটার দিকে নজর দিল, সে দেখতে পেল সিংহটা কূয়ার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, আর ঘাড় ঢুকিয়ে কূয়ার ভিতর উঁকি মারছে। সিংহের গর্জন শুনে লোকটা বুঝতে পারল সিংহটা তাকে খাওয়ার জন্য কতটা ব্যগ্র হয়ে আছে।

উপরের দিকে কোন আশা নাই দেখে লোকটা নিচের দিকে তাকালো –আর দেখতে পেল একটা বিষাক্ত কালকেউটে তার ক্ষুধার্ত মুখটা হাঁ করে লোকটার পতনের জন্যই প্রহর গুনছে। লোকটার শিরদাঁড়া শীতল হয়ে গেল, আর সে ভয়ে দড়িটাকে আরো শক্ত করে ধরলো। একটু পরেই কুট কুট শব্দ শুনে লোকটা চমকে উঠল, তাকিয়ে দেখল তার দড়িটা যেখান থেকে ঝুলছে সেখানে দুইটা ইঁদুর, একটা সাদা আরেকটা কালো, তাদের দাঁত দিয়ে কামড়ে দড়িটা কেটে ফেলছে।

উপরে সিংহ, নিচে কালকেউটে, একমাত্র ভরসা দড়ি আর সেটাও কেটে ফেলছে ইঁদুর – ঠিক এই সময়েই লোকটার চোখে পড়ল যে তার হাতের কাছেই একটা মধুর চাক। লোকটা হাত বাড়িয়ে তার আঙ্গুল এর ডগায় করে মধু নিল, তারপর আঙ্গুলটা মুখে নিয়ে চুষতে লাগল। এত্ত সুস্বাদু আর এত্ত মিষ্টি! মুহূর্তের জন্য খাঁটি মধুর মিষ্টি স্বাদ তাকে ভুলিয়ে দিল তার বাস্তবতা – সিংহ, সাপ, ইঁদুর, এমনকী প্রায় ছিঁড়ে যাওয়া দড়ির কথা।

ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সিংহটা হচ্ছে মৃত্যু যা প্রত্যেকটা মানুষকে প্রতি মুহূর্তে তাড়া করছে; কালকেউটা সাপটা হলো কবর, যার মুখে পড়া থেকে কোন মানুষই বাঁচবে না, সে যদি ভালো মানুষ হয় তার কবরটা হবে বেহেশতের বাগান, আর সে যদি মন্দ মানুষ হয় তবে তার কবরটা হবে জাহান্নামের ভয়ংকর খাদ; দড়িটা হচ্ছে মানুষের জীবন; কালো ইঁদুরটা হলো রাত, সাদা ইঁদুরটা দিন, যারা প্রতি মুহূর্ত কেটে কেটে ছোট করছে আমাদের জীবনকে; মধুর চাকটাই হলো দুনিয়া, মানুষ দুনিয়ার কয়েক মুহূর্তের মিষ্টি স্বাদের ছলনায় ভুলে যায় তার মৃত্যুকে,

ভুলে যায় তার প্রকৃত ঠিকানা কবরকে। সে ভুলে যায় এমন এক দিন আসবে যেদিন কৃতকর্ম নিয়ে তাকে দাঁড়াতে হবে তার সৃষ্টিকর্তার সামনে। এভাবেই দুনিয়া আমাদের সাথে ছলনা করে চলেছে।”

দুনিয়া একটি পরীক্ষক্ষেত্র

নশ্বর দুনিয়া হলো পরীক্ষা কেন্দ্র। এখানকার পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হতে পারবে তার জন্যই অপেক্ষা করছে, পরকালীন অনন্ত জীবনের চূড়ান্ত সফলতা। আল কোরআনে মহান আল্লাহ পাক এই বিশেষত্বটি অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

(ক)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧

অর্থ: ‘আমি পৃথিবীর সবকিছু মানুষের জন্য চাকচিক্যময় করে দিয়েছি, যাতে নারী-পুরুষদের পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজে উত্তম।’ (সূরা কাহফ: আয়াত ৭)

(খ)

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ٢

অর্থ: 'তিনিই সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোত্তম! তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।' (সূরা মূলক: আয়াত ২)

(গ)
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٣٣

অর্থ: 'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিনকে, যে দিন পিতা পুত্রের কোনো কাজে আসবে না এবং পুত্র ও পিতার কোনো উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহপাকের প্রতিশ্রুতি সত্য। তাই দুনিয়ার এই জীবন যেন তোমাদের ধোঁকায় ফেলে না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকাবাজ শয়তান ও যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে'। (সূরা লুকমান: আয়াত ৩৩)

(ঘ)
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٥

অর্থ: 'হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহপাকের প্রতিশ্রুতি সত্য। কাজেই পার্থিব জীবন যেন তোমাদের ধোঁকায় ফেলে না দেয় এবং সেই প্রতারক শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না করে।' (সূরা ফাতির: আয়াত ৫)।

(ঙ)
وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ ١٥٥

অর্থ: 'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন সম্পদ ও জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা; এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে, সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের'। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৫৪)।

উল্লিখিত পাঁচটি আয়াতে দুনিয়া নামক পরীক্ষা কেন্দ্রের স্বরূপ, এখানকার কর্তব্য কর্ম, জীবন-মরণের নাগর দোলা, পরকালীন হিসাব-নিকাশের ভয়াবহতা, ও কোনোক্রমেই শয়তান ও পার্থিব জীবনের প্রতারণার ফাঁদে পা না দেয়ার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, এই পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষার বস্তুগুলো সম্পর্কেও আল্লাহপাক মানুষকে অবহিত করেছেন। পার্থিব জগতে মহান আল্লাহপাক ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করেন মানুষকে পরীক্ষার জন্য। এতদ সম্পর্কে কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

(ক)

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨

অর্থ: 'আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা ও বিপর্যয়ের বস্তু। অবশ্য আল্লাহর কাছেই রয়েছে বড় ধরনের প্রতিদান'। (সূরা আনফাল: আয়াত ২৮)।

(খ)

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥

অর্থ: 'বস্তুত, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা স্বরূপ। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে মহাপুরস্কার।' (সূরা তাগাবুন: আয়াত ১৫)।

বর্তমান সমাজের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দুনিয়ার জীবনের খেল-তামাশা ও প্রাচুর্যের লোভে পড়ে পরকালীন মহা পুরস্কারের কথা বেমালুম ভুলে যাচ্ছে। অথচ তারা জানেনা বা চিন্তা করে দেখে না যে, পরকালের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী। এই দিক নির্দেশনা আল্লাহপাক আল কোরআনে খোলাখুলি প্রদান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

(ক)

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَـٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ
أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَـٰمًا ۖ وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ
ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغُرُورِ ٢٠

অর্থ: 'তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক গর্ব অহঙ্কার এবং ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন এক পশলা বৃষ্টির অবস্থা, যার ফলে উৎপাদিত সবুজ ফসল কাফেরদের চমৎকৃত করে। এর পর তা' শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর তা' খরকুটা হয়ে যায়। তেমনি দুনিয়ার

চাকচিক্যের পরিবর্তে আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষ; পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়'। (সূরা হাদীদ: আয়াত ২০)।

(খ)

إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَٰلَكُمْ ٣٦

অর্থ: 'পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, আল্লাহপাক তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান প্রদান করবেন। আর তিনি তোমাদের কাছে ধন সম্পদ কামনা করেন না'। (সূরা মোহাম্মাদ: আয়াত ৩৬)।

(গ)

وَمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٦٤

অর্থ: 'এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। পরকালের গৃহেই রয়েছে প্রকৃত জীবন। যদি তারা একথা জানত?' (সূরা আনকাবুত: আয়াত ৬৪)।

মোট কথা, এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। একদিন এ জগতের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই মানুষের উচিত আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর বিধানকে ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এছাড়া পরকালীন জীবনে সফলতার আশা করা বৃথা।

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার মূল্য

পাহাড়ের সাথে ক্ষুদ্র বস্তু এবং সমুদ্রের সাথে এক বিন্দু পানির সম্পর্ক যেমন, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার সম্পর্ক তেমনই। দুনিয়া ধ্বংসশীল আর আখেরাত চিরস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতের মূল্য স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলোঃ

১. সত্তাগতভাবে দুনিয়ার মূল্য (قيمة الدنيا الذاتية**):**

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

অর্থ: 'আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয় আখেরাতের নিবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত' (সূরা আল-'আনকাবূত: আয়াত ৬৪)।

২. সময়ের দিক থেকে দুনিয়ার মূল্য (قيمة الدنيا الزمنية:**):**

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

অর্থ: 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর? তবে কি তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখেরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য' (সূরা আত-তাওবা: আয়াত ৩৮)।

৩. পরিমাপ গত দিক থেকে দুনিয়ার মূল্য (قيمة الدنيا بالكيل:**):**

عَنِ المُسْتَوْرِد أَخَا بَنِي فِهْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ -وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ- فِي اليَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ؟. أخرجه مسلم برق

অর্থ: বানূ ফিহরের ভাই মুসতাওরিদ হতে বর্ণিত তিনি বলেন:
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহর শপথ! ইহকাল-পরকালের তুলনা অতটুকুই, যেমন তোমাদের কেউ তার এ আঙ্গুলটি সমুদ্রে পানিতে ভিজিয়ে দেখল যে, কতটুকু

পরিমাণ এতে পানি লেগেছে। বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া এ সময় শাহাদাত আঙ্গুলের দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন'(সহীহ মুসলিম: ২৮৫৮)।

৪. অর্থ সম্পদের দিক থেকে দুনিয়ার মূল্য (قيمة الدنيا بالدراهم**):**

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ العَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟» فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيّاً كَانَ عَيْباً فِيهِ لأَنَّهُ أَسَكُّ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ: «فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ». أخرجه مسلم برقم

অর্থ: জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিয়া অঞ্চল থেকে মদীনায় আসার পথে এক বাজার দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উভয় পাশে বেশ লোকজন ছিল। অতঃপর তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তার কাছে গিয়ে এর কান ধরে বললেন, 'তোমাদের কেউ কি এক দিরহাম দিয়ে এটা ক্রয় করতে আগ্রহী'। তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, কোন কিছুর বদৌলতে আমরা এটা নিতে আগ্রহী নই এবং এটি নিয়ে আমরা কি করব? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'বিনা পয়সায় তোমরা কি সেটা নিতে আগ্রহী?' তারা বললেন, এ যদি জীবিত হত, তবুও তো এটা ক্রটিযুক্ত। কেননা এর কান ছোট। আর এখন সেটা তো মৃত, আমরা কিভাবে তা গ্রহণ করব? অতঃপর তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! এটা তোমাদের কাছে যতটা নগণ্য, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর তুলনায় আরও বেশী নগণ্য' (সহীহ মুসলিম:২৯৫৭)।

৫. আয়তনের দিক থেকে দুনিয়ার মূল্য (قيمة الدنيا بالمساحة**):**

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَوْضِعُسَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم , واللفظ له، ومسلم برقم

অর্থ: সাহল ইবনু সা'দ আস্-সা'ঈদী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতে চাবুক পরিমাণ সামান্য জায়গাও দুনিয়া এবং এর

মধ্যে যা কিছু আছে, তার থেকে উত্তম' (সহীহ বুখারী:৩২৫০, সহীহ মুসলিম: **১৮৮১**, হাদীসের শব্দ ইমাম বুখারী কর্তৃক চয়নকৃত)।

৬. উপভোগের দিক থেকে দুনিয়ার মূল্য:(قيمة الدنيا المتعية**)**

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

অর্থ: 'তুমি বল, দুনিয়ার সুখ সামান্য। আর যে তাকওয়া অবলম্বন করে, তার জন্য আখেরাত উত্তম এবং তোমাদের প্রতি সূতা পরিমাণ যুলমও করা হবে না' (সূরা আন-নিসা: আয়াত ৭৭)।

৭. ব্যবসায়িকভাবে দুনিয়ার মূল্য: (قيمة الدنيا التجارية**):**

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

অর্থ: 'যারা কুফরী করেছে, নগরসমূহে তাদের বিচরণ তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। (এগুলি) অল্প ভোগ্যসামগ্রী। এরপর তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম আর তা কতইনা মন্দ বিছানা'(সূরা আলে ইমরান: আয়াত **১৯৬-১৯৭**)।

দুনিয়ার জীবন সম্পর্কিত প্রান্তিকতা

দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে আমাদের অনেকের প্রান্তিকতা রয়েছে। কেউ আখিরাতের চিন্তা করে পৃথিবীর অবস্থানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও পরিবার-পরিজনদের জীবিকার ব্যবস্থাকে গুরুত্বহীন ভাবে। আবার কেউ আখিরাতের জীবনকে উপেক্ষা করে দুনিয়ার অবস্থানকেই মনে করে আসল। তাই দুনিয়াতে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের নানা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। অথচ দুনিয়ার ব্যাপারে সঠিক অবস্থান কী হবে তা বিস্তারিত কোরআন-হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। দুনিয়ার ব্যাপারে বিশিষ্ট এক সাহাবির ন্যায়সংগত একটি মন্তব্য এখানে তুলে ধরা হলো।

তখন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.)-এর শাসন চলছিল।
জাবের নামে এক ব্যক্তি সংকটে পড়ে এক রাতে মদিনায় পৌঁছেন। তিনি নিজেই বলেন, 'সংকট সমাধানের জন্য সকাল সকাল আমি উমর (রা.)-এর দরবারে গেলাম। আমি বাকপটুতা ও যুক্তি-তর্কে বেশ পারদর্শী ছিলাম। আলোচনার শুরুতেই আমি দুনিয়াকে হেয় ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাবে উপস্থাপন করলাম।
এক পর্যায়ে দুনিয়ার জীবনযাপনের সমালোচনা করে বিষয়টিকে এমন নিচু পর্যায়ে নিয়ে গেলাম যে তা আর কোনো কিছুর সমতুল্য রইল না।
বৈঠকে উমর (রা.)-এর পাশে শুভ্র আকৃতির এক ব্যক্তি বসা ছিলেন। আমার আলোচনা শেষে তিনি বলে উঠলেন,

'দুনিয়ার ব্যাপারে তোমার সমালোচনা ছাড়া বাকি সব কথাবার্তাই ভারসাম্যপূর্ণ ছিল। আচ্ছা, তুমি কি জানো দুনিয়া কী? মূলত দুনিয়া আখিরাতে পৌঁছার সহজ রাস্তা এবং এই দুনিয়া হচ্ছে আমাদের সেসব আমল ও কাজকর্মের ক্ষেত্র, যার প্রতিদান আমরা আখিরাতে পাব।'

এ কথা শোনার পর জাবের বলেন, এভাবে দুনিয়ার বাস্তবতা ও স্বরূপ সম্পর্কে এমন এক ব্যক্তি বলা শুরু করলেন, যিনি দুনিয়া সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিকতর ইলম ও জ্ঞান রাখেন। আমি উমর (রা.)-এর কাছে এই ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন, তিনি হলেন মুসলমানদের সরদার উবাই ইবনে কাব (রা.)। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ৪৭৬)

আর উবাই ইবনে কাব (রা.) সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"হে উবাই, আল্লাহ তোমাকে 'লামইয়া কুনিল্লাজিনা কাফারু মিন আহলিল কিতাব।' অর্থাৎ সুরা বাইয়িনাহ পড়ে শোনানোর জন্য আমাকে আদেশ করেছেন।"
তখন উবাই ইবনে কাব (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কি আমার নাম বলেছেন? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি (আনন্দে) কেঁদে ফেললেন। (বুখারি, হাদিস : ৩৮০৯)

তাই শুধু দুনিয়ার সমালোচনা না করে এর বাস্তবতা বুঝে আখিরাতের সুখ-সমৃদ্ধির জীবন গড়ার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

দুনিয়া প্রীতির কুফল

দুনিয়াপ্রীতি মানুষের বড় শত্রু। যারা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে, মহান আল্লাহ তাদের মন থেকে প্রশান্তি তুলে নেবেন। তাদের জীবন থেকে বরকত তুলে নেবেন। ফলে সে দুনিয়া ও আখিরাত দুটিই হারাবে।

আবান বিন উসমান থেকে বর্ণিত, জায়দ বিন সাবিত (রা.) দুপুরে মারওয়ানের কাছ থেকে বের হয়ে এলে আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার জন্য এ সময় তিনি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আমাদের শ্রুত কতক হাদিস শোনার জন্য মারওয়ান আমাদের ডেকেছেন।

আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, পার্থিব চিন্তা যাকে মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন, দারিদ্র্য তার নিত্যসঙ্গী হবে এবং পার্থিব স্বার্থ ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার তকদিরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখিরাত, আল্লাহ তার সব কিছু সুষ্ঠু করে দেবেন, তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবেন এবং দুনিয়া স্বয়ং তার সামনে এসে হাজির হবে। (ইবনে মাজাহ: হাদিস ৪১০৫)

নবীজির এই হাদিসে উম্মতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রয়েছে। কাজকর্মে অস্থিরতা, দারিদ্র্য মানুষের নিত্যসঙ্গী। মানসিক প্রশান্তির জন্য মানুষ কত কিছু করে, কিন্তু শান্তি কিছুতেই ধরা দেয় না। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় নবীজি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাতলে দিয়েছেন।

দুনিয়ালোভীর উদাহরণ

দুনিয়াদারের অবস্থা হলো অতিথিসম! যেন তার জন্য দস্তরখানা বিছানো হলো। এদিকে অতিথিপরায়ণ ব্যক্তির অভ্যাস হলো স্বীয় অতিথিবৃন্দের সামনে ঘর সাজানো, আগ্রহের সাথে অতিথিকে স্বাগত জানানো, এক দল সৈন্য বা গোত্রকে খাওয়ানোর পর আরেক দল সৈন্য বা গোত্রকে খাবারের প্রতি আহবান করা, তাদের সামনে ধূপসম্বলিত জহরতপূর্ণ সোনার পাত্র উপস্থাপন করা এবং ধূপ জ্বালানোর জন্য রূপার অংগার ধানিকা দান করা যেন অতিথিবৃন্দ তা থেকে সুগন্ধি লাভ করতে পারে। অতঃপর রীতি অনুযায়ী স্বর্ণ-রূপার পাত্র তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে হয় যাতে পরবর্তী অতিথিবৃন্দকে তা দ্বারা আপ্যায়ন করতে পারে। এমতাবস্থায় আতিথেয়তার নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এগুলো ব্যবহার করতঃ সুগন্ধি লাভ

করবে এবং বিদায়ের প্রাক্কালে পাত্রসমূহ মালিকের নিকট রেখে চলে যাবে এবং এর প্রতি কোন রকম লোভ-লালসা করবে না এবং তাদের হৃদয়ে এগুলোর প্রতি সামান্যতম চাহিদাও থাকবে না। বরং সে পরিবেশক ও মেযবানকে কৃতজ্ঞতা জানাবে। কিন্তু এই সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি তথা দুনিয়া লোভী ধারণা করবে যে, এই পাত্রগুলোও তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে সে বিদায়ের প্রাক্কালে পাত্রগুলো সাথে করে নিয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু সে এগুলো নিয়ে যেতে পারবে না। কারণ মালিক কর্তৃক তা ফেরত চাওয়া হবে। অতএব সে ভগ্ন প্রাণ ও মনমরা হয়ে পড়বে এবং নিজের কৃত ভুল কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হবে। বলাবাহুল্য দুনিয়া হচ্ছে পথিকের রাস্তা এবং অতিথিশালার মত। এখান থেকে মানুষ যেন শুধুমাত্র খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। অতিথিশালা ও মেযবানের পাত্রের প্রতি কোন লোভ না করে।

দুনিয়ালোভী ইহকাল-পরকাল উভয়ই হারায়

দুনিয়াদার এবং আখেরাতের কথা ভুলে গিয়ে শুধু দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত ব্যক্তি ও দুনিয়াকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে পরকালকে হেয়প্রতিপন্নকারী ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টান্ত হলো ঐ দলের মত যারা নৌকাযোগে সমুদ্র ভ্রমনে বের হলো। অতঃপর মলমূত্র ত্যাগ করতঃ তা থেকে পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্যে কোন এক দ্বীপে অবতরণ করল। জলযান হতে অবতরণ কালে মাঝি তাদেরকে অন্য কোন কাজে লিপ্ত না হয়ে শুধু প্রয়োজনীয় কাজ সেরে পবিত্রতা লাভ করতঃ সালাত আদায়ের পর যথাসময়ে নৌকায় ফিরে আসার আহবান জানাল। সাথে সাথে এ বলে সতর্ক করে দিল যে, দেরী করলে নৌকা ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু তারা দ্বীপের মধ্যস্থলে গিয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ছিল তারা বেশী দেরী না করে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে পবিত্রতা অর্জন করতঃ সালাত আদায় করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসল এবং জলযান খালি পেয়ে ইচ্ছামত আরামদায়ক ও উপযুক্ত উঁচু আসনে জায়গা করে নিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একদল এমন ছিল যারা দ্বীপের মধ্যবর্তী অপূর্ব দৃশ্যাবলী অবলোকন করার জন্য বেড়াতে লাগল। সেখানকার ফল-ফুল দেখতে লাগল, সুশোভিত বৃক্ষরাজির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল, পাখীদের কল-কাকলী ও সংগীত শুনতে লাগল এবং রং-বেরঙের পাথরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। অতঃপর যখন জলযানের দিকে ফিরে আসল তখন আর তারা কোনরকম প্রশস্ত জায়গা পেল না। অগত্যা তাদেরকে সংকীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় আসন গ্রহণ করতে হলো। তাদের মধ্যে আরেক দল ছিল তারা শুধু দ্বীপের মধ্যে ভ্রমণ করল না। বরং সেখান হতে কিছু রঙিন পাথরও কুড়িয়ে নিয়ে আসল এবং তাদের ভাগ্যে এমন সংকীর্ণ জায়গা জুটল যে কোন রকমে শুধু নিজেরা বসতে

পারল এবং পাথরের বোঝা স্ব স্ব কাঁধের উপরেই রাখতে হল। দুই একদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন পাথরের টুকরাগুলো কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল এবং দুর্গন্ধময় হয়ে দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল তখন জায়গার সংকীর্ণতার জন্য না নিচে নামিয়ে রাখতে পারল আর না ফেলে দিতে পারল। অতএব স্ব স্ব কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং পাথরের বোঝা বহন করার জন্য লজ্জিত হওয়া ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর থাকল না। তাদের মধ্যে অপর একটি দল ছিল যারা দ্বীপের আশ্চর্যজনক দৃশ্যাবলী দেখে এমনভাবে বিমোহিত হয়ে পড়ল যে জলযানে ফিরে আসার কথা পর্যন্ত একেবারে ভুলে গেল। এমতাবস্থায় নৌকা ছেড়ে চলে গেল। ফলে তারা তাদের সাথীদের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং তাদের পিছু ডাক আর কারো কর্ণগোচর হল না। অবশেষে দ্বীপের হিংস্র জন্তুসমূহের আহারে পরিণত হয়ে তারা প্রাণ হারাল।

বলা বাহুল্য তাদের মধ্যে প্রথম দলটি হলো মুমিন-সংযমী ও পরহেযগার ব্যক্তিবর্গের এবং শেষের ধ্বংসপ্রাপ্ত দলটি হল কাফির ও মুশরিকদের; যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভুলে গিয়েছিল এবং দুনিয়ার প্রতি সর্বাত্মকভাবে নিজেদের সমর্পণ করেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,
'এটা এজন্য যে তারা দুনিয়ার স্বার্থকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে' (সুরা নাহল: আয়াত ১০৭)।

এখন বাকী থাকল মধ্যবর্তী দু'টি দল- এরা সকলেই পাপী। তবে তারা তাদের মূল ঈমান ঠিক রেখেছে। কিন্তু দুনিয়া পূজা হতে তারা হস্ত সংবরণ করেনি। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ভোগ করেছে এবং বাকী সংখ্যক দরিদ্রতার জন্য ভোগ করতে পারেনি। এমতাবস্থায় তাদের উপর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার বোঝা ভারী হয়ে যাওয়ায় তারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। এর ফলে তাদের পাপের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

এই হলো দুনিয়ার মোহে পড়া মানুষদের উদাহরণ যারা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ই হারায়।

দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র

মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আখেরাত বা পরকাল। দুনিয়া হচ্ছে পরকালের সঞ্চয় জমানোর স্থান। এ স্থানে মানুষ সুনির্দিষ্ট সময় অবস্থান করে উত্তম আমল ও আখলাকের মাধ্যমে চিরস্থায়ী জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করে।
দুনিয়া মহব্বত ততটুকু করতে হবে; যতটুকু করলে পরকালের পাথেয় সংগ্রহে যথেষ্ট হবে। কারণ দুনিয়া হলো মানুষের প্রয়োজন পূরণের স্থান। আর রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোষণায় তা হলো পরকালের আবাদ ভূমি। তিনি বলেছেন-

‘দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র।’

আখেরাতের সম্বল সংগ্রহে মানুষকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে একটা সময় ফ্রেম দিয়ে দিয়েছেন। কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন। ভাল-মন্দ সংমিশ্রণ করে বিবেক বা জ্ঞানের পরীক্ষায় ফেলেছেন। দুনিয়ার কাজ-কারবার, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, ধন-সম্পদ, রং-তামাশা ও সংসার দিয়েছেন।
আবার এ জীবন-সংসারকে সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য বিধান দিয়েছেন। অন্তরে দুনিয়ার প্রেম-মহব্বত খুব বেশি দিয়েছেন। এর সবই মানুষের জন্য পরীক্ষাগার।

দুনিয়ার এ পরীক্ষাগারে মানুষের জীবনাচারই প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়; বরং মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল আখেরাত বা পরকাল। যেখানে জীবনের শুরু আছে শেষ নেই। তাই দুনিয়ার এ নির্ধারিত ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পড়ে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ থেকে উদাসীন হওয়া যাবে না।

দুনিয়ার জীবনের প্রেম-মোহ যেন মানুষকে গাফেল করে না ফেলে এ জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে পাকে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্কবার্তা তুলে ধরেছেন-

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ
أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ
ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ٢٠

অর্থ: “তোমরা জেনে রেখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্বপ্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়।

এর উপমা হলো ‘বৃষ্টি’, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য ভাণ্ডার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।” (সুরা হাদিদ : আয়াত ২০)

আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রকৃত বন্ধু ও অভিভাবক। তিনিই মানুষকে অতি ভালবেসে সৃষ্টি করেছেন। যে কারণে আল্লাহ দুনিয়ার এ পরীক্ষাগারে কোনো মানুষকেই রিজিক, আলো-বাতাসসহ তাঁর প্রদত্ত কোনো নেয়ামত থেকেই বঞ্চিত করেননি। ভাল-মন্দের চূড়ান্ত ফয়সালা যা হওয়ার; তা হবে পরকালে।

সুতরাং কুরআনের সতর্কবার্তার পর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্কবার্তাও মানুষের সঠিক পথে চলার পাথেয়। তিনি বলেছেন-

‘সাবধান! দুনিয়া অভিশপ্ত তবে আল্লাহর স্মরণ (বিধি-বিধান পালন) তাঁর প্রিয় আমল। আর আলেম ও মুতাআল্লিম (জ্ঞানী ও জ্ঞান অন্বেষণকারী) ব্যতিত পৃথিবীতে যতকিছু আছে সবই অভিশপ্ত।’ (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, মিশকাত)

স্মরণযোগ্য কথা হলো দুনিয়া ও পরকাল পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থানের জায়গা। যার একটিকে প্রাধান্য দিতে গেলে অন্যটি মারাত্মকভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হবে। তাই দুনিয়াকে পরকালের পাথেয় সংগ্রহের স্থান মনে করে সঠিক পথে চলতে হবে।
দুনিয়াকে আমলের স্থান হিসেবে মর্যাদা দিয়ে আল্লাহর বিধানের হক আদায় করতে হবে। আর পরকালকে চূড়ান্ত জীবনকাল মনে করে দুনিয়ার নেয়ামতগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। তবেই আসবে সফলতা। তবেই সার্থক হবে প্রিয়নবির ঘোষণা, ‘দুনিয়ার পরকালের শস্যক্ষেত্র।’

তাই সঠিক পথে চলার জন্য প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অমীয় বাণীকে অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেছেন-

‘যে ব্যক্তি দুনিয়াকে মহব্বত করল সে তার পরকালকে ক্ষতিগ্রস্ত করল। আর যে ব্যক্তি পরকালকে মহব্বত করল সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করল। সুতরাং তোমরা অস্থায়ী বস্তুর ওপর চিরস্থায়ী বস্তুকে প্রাধান্য দাও।’ (মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকি, মিশকাত)

মানুষকে পরকালের পাথেয় সংগ্রহের নসিহত প্রদান করে অন্য হাদিসে তিনি বলেছেন-

‘দুনিয়া পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে। আর পরকাল সামনে চলে আসছে। (মানুষের অন্তরে) এ দু’টির প্রতিটিরই রয়েছে (প্রবল) আসক্তি। সুতরাং তোমরা পরকালের প্রতি আসক্ত হও। দুনিয়ায় আসক্ত হইও না। কারণ এখন (দুনিয়া) আমলের সময়; কিন্তু (কোনো) হিসাব নেই। আর আগামীকাল (পরকাল) হবে হিসাবের; সেখানে আমল করার (কোনো) সুযোগ নেই।’ (বুখারি)

কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতা

পবিত্র কোরআন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মানবজাতির সামনে পৃথিবীর স্বরূপ তুলে ধরেছে। পৃথিবীর দৃশ্যমান চিত্রের অন্তরালে যে চিত্রগুলো আছে সেগুলো বর্ণনা করেছে। যেন মানুষ পার্থিব জীবনে নিমজ্জিত না থাকে, তারা পৃথিবীর রূপ-সৌন্দর্যে প্রতারিত না হয়, পৃথিবীর মোহে আটকা না পরে; সর্বোপরি পার্থিব জীবনকেই একমাত্র জীবন ভেবে না বসে। কোরআন মানুষকে বারবার সতর্ক করেছে যে পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুকের মতোই।

পৃথিবী হলো শস্যের শুকনা খোসার মতো, যা বৃষ্টির পানি পেলে সজীব হয়; কিন্তু আবারও তা শুকিয়ে যায়। চাকচিক্যময় এই পৃথিবীর স্থায়িত্বও খুব সামান্য। সুতরাং মানুষের উচিত হবে না প্রতারক পৃথিবীর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পরকালীন জীবনের উপার্জন থেকে বিমুখ হয়ে থাকা।

কোরআনের আলোকে দুনিয়ার গুরুত্ব বোঝাতে কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করা হলো:

১. মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে : মানুষ পার্থিব জীবনে নিজেকে স্বাধীন ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। অথচ পৃথিবীর কোনো কিছুতেই তার নিয়ন্ত্রণ নেই। নিয়ন্ত্রণ কেবল মহান আল্লাহর। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন,

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَاۤ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَاۤ ۙ اَتٰىهَاۤ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢٤

অর্থ: 'বস্তুত পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এরূপ : যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীব-জন্তু আহার করে থাকে।

অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়। তার অধিকারীরা মনে করে তা তাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিনে বা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দিই, যেন গতকালও তার অস্তিত্ব ছিল না। এভাবেই আমি নিদর্শনাবলি বিশদভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।' (সুরা ইউনুস: আয়াত ২৪)

২. ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী : মানুষের পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী, যা দ্রুত ফুরিয়ে যায়। বিপরীতে পরকালীন জীবন অনন্ত ও স্থায়ী।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا ٤٥

অর্থ: 'তাদের কাছে পেশ করো উপমা পার্থিব জীবনের; তা পানির মতো, যা আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে। যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়। অতঃপর তা শুকিয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।' (সুরা কাহফ: আয়াত ৪৫)

৩. ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র : স্থায়িত্ব, পরিণাম ও মূল্যের বিবেচনায় পৃথিবী ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র, বেলা ফুরানোর পর যার কথা কেউ মনে রাখে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًاؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ٢٠

অর্থ: 'তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। তার উপমা বৃষ্টি, যদ্দ্বারা উৎপন্ন শস্যসম্ভার কৃষকদের চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।' (সুরা হাদিদ: আয়াত ২০)

৪. জীবন-জীবিকা আল্লাহ নির্ধারণ করেন : পৃথিবীতে মানুষের জীবন-জীবিকার সীমারেখা মহান আল্লাহ নির্ধারণ করেন। মানুষ কখনোই সে সীমার বাইরে যেতে পারে না।

ইরশাদ হয়েছে,

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ٢٦

অর্থ: 'আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। কিন্তু তারা পার্থিব জীবনে উল্লসিত, অথচ দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র।' (সুরা রা'দ: আয়াত ২৬)

৫. পার্থিব জীবন পরীক্ষাস্বরূপ : আল্লাহ পার্থিব জীবনকে মুমিনের জন্য পরীক্ষার জায়গা বানিয়েছেন। তিনি তাদের ভোগ-বিলাস, বিপদ ও সম্পদহানির মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ

অর্থ: ‘আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্য্যশীলদের সুসংবাদ দাও।’(সূরা বাকারাহ্: আয়াত ১৫৫)

উপরোক্ত আয়াত সমুহ থেকে বুঝা যায় আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়ার মূল্য একটি তুচ্ছ মাছির পাখার থেকেও কম। তাই আমাদেরকে দুনিয়া বিমুখ হয়ে আখেরাতের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে এবং দুনিয়াকে শস্যক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে আখেরাতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। কুরআনুল কারিমে দুনিয়ার বিভিন্ন উদাহরণ এবং তুলনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই বিষয়টি বুঝিয়েছেন যে দুনিয়া তুচ্ছ এবং ধোকার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।

হাদীসের আলোকে দুনিয়া বিমুখতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দুনিয়া বিমুখতার শিক্ষা দিয়েছেন। দুনিয়া বিমুখতার ব্যাপারে নবীজীর বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করা হলো:

১.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ " .

অর্থ: কুতায়বা ইবনু সাঈদ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাত (স্বরূপ)। (সহীহ মুসলিম: ৭১৪৯)

২.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْىٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ " أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ " . فَقَالُوا مَا

نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَىْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ " أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ " . قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لأَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ " فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ "

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামা ইবনু কা’নাব (রহঃ) ... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীয়া (অঞ্চল) হতে মদীনায় আসার পথে এক বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উভয় পার্শ্বে বেশ লোকজন ছিল। যেতে যেতে তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট পৌছলেন। অতঃপর তিনি এর কান ধরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এটা নিতে আগ্রহী হবে। তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা উহা নিতে আগ্রহী নই এবং এটি নিয়ে আমরা কি করব? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ (বিনা পয়সায়) তোমরা কি উহা নিতে আগ্রহী? তারা বললেন, এ যদি জীবিত থাকতো, তবুও তো এটা দোষী। কেননা এর কান হচ্ছে ক্ষুদ্র ,ক্ষুদ্র। আর এখন তো তা মৃত, কিভাবে আমরা তা গ্রহণ করব? এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এ তোমাদের নিকট যতটা তুচ্ছ, আল্লাহর নিকট দুনিয়া এর চেয়েও অধিক তুচ্ছ। (সহীহ মুসলিম: ৭১৫০)

৩.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - يَعْنِيَانِ الثَّقَفِيَّ - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ فَلَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ هَذَا السَّكَكُ بِهِ عَيْبًا .

অর্থ: মুহাম্মদ ইবনু মুসান্না আনাযী ও ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আর’আরা সামী (রহঃ) ... জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সাকাফীর হাদীসের মধ্যে আছে যে, এটি যদি জীবিতও হত, তবুও ক্ষুদ্র কান একটি দোষনীয় ব্যাপার। (সহীহ মুসলিম:৭১৫১)

৪.

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْرَأُ (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ " يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي - قَالَ - وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ"

অর্থ: হাদ্দাব ইবনু খালিদ (রহঃ) ... মুতাররিফ (রহঃ) এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম। তখন তিনি أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করছিলেন। তিনি বলেন, আদম সন্তানগণ বলে, আমার মাল আমার মাল। বস্তুতঃ হে আদম সন্তান! তোমার মাল তো তা-ই যা তুমি খেয়েছো ও শেষ করে দিয়েছ, অথবা পরিধান করেছ ও পুরাতন করে ফেলেছ অথবা দান করেছ ও কার্যকর (সঞ্চয়) করেছ। (সহীহ মুসলিম:৭১৫২)

৫.

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ" .

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

অর্থ: সুওয়ায়দ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বান্দাগণ বলে, আমার মাল আমার মাল। অথচ তিনটি হল তার মাল, যা সে ভক্ষণ করল এবং শেষ করে দিল। অথবা যা সে পরিধান করল এবং পুরাতন করে দিল। কিংবা যা সে দান করল এবং সঞ্চয় করল। এ ছাড়া বাকীগুলো শেষ হয়ে যাবে এবং মানুষের জন্য রেখে যেতে হবে।

আবূ বকর ইবনু ইসহাক (রহঃ) ... আলা ইবনু আবদুর রহমান (রহঃ) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (সহীহ মুসলিম:৭১৫৪)

৬.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ ".

অর্থ: ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ও যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ... আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির সঙ্গীরূপে তার সাথে যায়। দুটি তো ফিরে আসে এবং একটি (তার সঙ্গে) থেকে যায়। সঙ্গে গমন করে আত্নীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ এবং তার আমল। তার জাতি-গোষ্ঠী ও মাল-দৌলত ফিরে আসে আর থেকে যায় শুধু আমল। (সহীহ মুসলিম:৭১৫৫)

৭.

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيَّ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَآهُمْ ثُمَّ قَالَ " أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَىْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ " . فَقَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ . وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ " .

অর্থ: হারামালা ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) ... মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাঃ) সুত্রে বনূ আমের ইবনু লুওয়াই এর চুক্তিবদ্ধ মিত্র আমর ইবনু আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) কে বাহরাইনে জিযিয়া আদায় করতে পাঠিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহরাইনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এবং তাদের জন্য আলা ইবনু হাযরামী (রাঃ) কে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর আবূ উবায়দা (রাঃ) বাহরাইন থেকে মাল নিয়ে এলে, আনসার সাহাবীগণ তার আগমন খবর শুনলো, এরপর তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করলো।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতান্তে মুখ ফিরিয়ে বসলে তারা তাঁর নিকট হাযির হলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, আমার মনে হচ্ছে আবূ উবায়দা বাহরাইন থেকে কিছু নিয়ে এসেছে, এ খবর তোমরা শুনেছ? তারা বললেন, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসুলুল্লাহ! তিনি বললেনঃ তাহলে তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং তা তোমাদেরকে খুশী করবে আশা রাখি। আল্লাহর কসম! তোমাদের উপর দারিদ্র্য আসবে এ ভয় আমি করিনা। আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি যে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববতীদের উপর দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল, তেমনিভাবে তোমাদের উপরও দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে যাবে। অতঃপর তোমরা তেমনি প্রতিযোগিতা করবে যেমন করে তারা প্রতিযোগিতা করেছে। অবশেষে তোমাদেরকেও ধ্বংস করে দিবে যেমনিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। (সহীহ মুসলিম:৭১৫৬)

৮.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ، يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ " .

অর্থ: ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ও কুতায়বা ইবনু সাঈদ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যদি মাল ও আকৃতির দিক থেকে তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি করে তবে সে যেন সঙ্গে সঙ্গে তার তুলনায় নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের প্রতি লক্ষ্য করে, যাদের উপর তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। (সহীহ মুসলিম:৭১৫৯)

৯.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ " . قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ " عَلَيْكُمْ " .

অর্থ: যুবায়র ইবনু হারব (অন্য সনদে) আবূ কুরায়ব (অন্য সনদে) আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের তুলনায় নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি নযর কর। তবে তোমাদের তুলনায় উপরের স্তরের লোকদের প্রতি নযর করো না। কেননা আল্লাহর নিয়ামতকে তুচ্ছ না ভাবার এটাই উত্তম পন্থা। আবূ মুআবিয়ার বর্ণনায় عَلَيْكُمْ (শব্দটি অতিরিক্ত) বলেছেন। (সহীহ মুসলিম:৭১৬১)

১০.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، - وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ - قَالَ عَبَّاسٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ، إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا - أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي إِبِلِهِ فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ أَنَزَلْتَ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ " .

অর্থ: ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ও আব্বাস ইবনু আবদুল আযীম (রহঃ) ... আমের ইবনু সা’দ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা’দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) তার উটপালের মাঝে ছিলেন, এমতাবস্থায় তার পুত্র উমার আসল। সা’দ (রাঃ) তাকে দেখামাত্রই পাঠ করলেন أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ অর্থাৎ এই আরোহী ব্যক্তির অকল্যাণ হতে আমি পানাহ চাই। এরপর সে তার সাওয়ারী হতে অবতরণ করল এবং বলল আপনি লোকদেরকে ছেড়ে দিয়ে উট এবং বকরীর মাঝে এসে গেছেন কি? অথচ রাজত্ব নিয়ে লোকেরা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত। একথা শুনে সা’দ (রাঃ) তার বক্ষে আঘাত করে বললেন, চুপ থাক। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুত্তাকী (আল্লাহ্‌ভীরু), স্বাবলম্বী লোকালয় হতে নির্জনে বাসকারী বান্দাকে আল্লাহ তা’আলা পছন্দ করেন। (সহীহ মুসলিম:৭১৬৩)

১১.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ

لاَ زَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا وَوَاللَّهِ لَتُمْلأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلاَّ تَنَاسَخَتْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا فَسَتَخْبُرُونَ وَتُجَرِّبُونَ الأُمَرَاءَ بَعْدَنَا .

অর্থ: শায়বান ইবনু ফররুখ (রহঃ) ... খালিদ ইবনু উমায়র আদাবী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকবা ইবনু গাযওয়ান (রাঃ) একদা আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন এবং প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুনকীর্তন করে বললেন, আম্মা বাদ! দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবার সংবাদ দিয়েছে। দুনিয়ার সামান্য কিছু বাকী রয়েছে, যেমন খানার পর বরতনে কিছু খাদ্য উচ্ছিষ্ট থাকে, যা ভক্ষণকারী রেখে দেয়। একদিন এ দুনিয়া ছেড়ে তোমরা অবিনশ্বর জগতের দিকে রওয়ানা করবে। সুতরাং তোমরা ভবিষ্যতের জন্য কিছু নেকী নিয়ে রওয়ানা করো। কেননা আমাকে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের এক কোণে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হবে, অতঃপর তা সত্তর বছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে যেতে থাকবে, তথাপিও উহা তার তলদেশে পৌছতে পারবে না। আল্লাহর শপথ! জাহান্নাম পূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা কি এতে বিস্ময় বোধ করছো? এবং আমার নিকট এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দুই পাল্লার মাঝে চল্লিশ বছরের সফরের পথ।

অচিরেই একদিন এমন আসবে, যখন উহা মানুষের ভীড়ে পরিপূর্ণ থাকবে। আমি আমার প্রতি লক্ষ্য করেছি যে, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথী সাত ব্যক্তির সপ্তম জন ছিলাম। তখন আমাদের নিকট গাছের পাতা ব্যতীত আর কোন খাদ্যই ছিল না। ফলে আমাদের চোয়ালে ঘা হয়ে গেল। এ সময় আমি একটি চাঁদর পেয়েছিলাম। অতঃপর আমার ও সা'দ ইবনু মালিকের জন্য আমি তাকে দু'টুকরা করে নেই। এক টুকরা দিয়ে আমি লুঙ্গি বানিয়েছি এবং অপর টুকরা দিয়ে লুঙ্গি বানিয়েছে সা'দ ইবনু মালিক (রাঃ)।

আজ আমাদের সকলেই কোন না কোন শহরের আমীর। অতঃপর তিনি বলেন, আমি আমার নিকট বড় এবং আল্লাহর নিকট ছোট হওয়া থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। সমস্ত পয়গাম্বরের নবুওয়াতই এক পর্যায়ে নির্বাপিত হয়ে পড়েছে। অবশেষে উহা বাদশাহীর রূপ পরিগ্রহ

করেছে। আমাদের পর আগমনকারী আমীর-উমারাদের সংবাদ তোমরা অচিরেই পাবে এবং তাদেরকে যাচাই করতে পারবে।(সহীহ মুসলিম:৭১৬৬)

১২.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا " .

অর্থ: যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনকে নুন্যতম প্রয়োজন অনুপাতে জীবিকা দান করো। (সহীহ মুসলিম:৭১৭১)

১৩.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ .

অর্থ: যুহায়র ইবনু হারব ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিজন মদীনায় আসার পর লাগাতার তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি। আর এ অবস্থায় তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল। (সহীহ মুসলিম: ৭১৭৪)

১৪.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرٍّ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ .

অর্থ: আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারাবাহিক তিন

দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি, এ অবস্থায়ই তিনি তাঁর পথে চলে যান। (সহীহ মুসলিম:৭১৭৫)

১৫.

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يَقُوْلُ وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْاَخِرَةِ اِلَّا مِثْلَ مَايَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِع.

অর্থ: মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি আল্লাহর কসম! পরকালের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হ'ল যেমন তোমাদের কেউ সাগরের মধ্যে নিজের একটি আঙ্গুল ডুবানোর পর লক্ষ্য করে দেখুক আঙ্গুল কি পরিমাণ পানি নিয়ে আসল। (মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৬)

অত্র হাদীসে বুঝানো হয়েছে আঙ্গুলের পানি এবং সাগরের পানি কম-বেশ হওয়ার ব্যাপারে তুলনা যেমন, ইহকাল ও জান্নাতের তুলনা তেমন।

১৬.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يَجْزِى بِهَا.

অর্থ: আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কোন মুমিনের নেক কাজকে নষ্ট করেন না, দুনিয়াতেও তার বিনিময় প্রদান করেন আবার আখেরাতেও তার প্রতিদান দেন। আর কাফের আল্লাহর জন্য যেই সব ভাল কাজ করে দুনিয়াতে সে তার বিনিময় ভোগ করে, অবশেষে যখন সে আখেরাতে পৌছবে, তখন তার (আমলনামায়) কোন ভাল কাজ থাকবে না যার প্রতিদান সে পেতে পারে। (মুসলিম, মিশকাত: হা/৫১৫৯)

১৭.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ-

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামকে কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে বিপদ-মুসিবত দ্বারা।' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত: হা/৫১৬০)।

১৮.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

অর্থ: আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'টাকা-পয়সার পূজারীরা ধ্বংস হোক। পোষাক বিলাসী ধ্বংস হোক। তাকে দিতে পারলে খুশী হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়। (বুখারী, মিশকাত: হা/৫১৬১)

১৯.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم: فَوَاللهِ لَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُم.

অর্থ: আমর ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে দরিদ্রতার ভয় করি না; কিন্তু আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে যেমন প্রশস্ত করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। আর তোমরা তা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা করবে যেরূপ তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। ফলে তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যেরূপ তাদেরকে ধ্বংস করেছিল (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৩)।

২০.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّر-َ

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের মাল অপেক্ষা আপন উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে অধিক ভালবাসে? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই; বরং ওয়ারিছদের সম্পদ অপেক্ষা নিজের নিজের সম্পদকেই বেশী ভালবাসে। তিনি বললেন, যে (আল্লাহর পথে খরচ করে) যা অগ্রিম পাঠায় সেটিই তার সম্পদ। আর যা সে পিছনে রেখে যায় সেটা তার ওয়ারিছের সম্পদ’ (বুখারী, মিশকাত: হা/৫১৬৮)।

২১.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدُّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَك-َ

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার অন্তরকে অভাব-মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দিব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে (দুনিয়ার) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব মিটাবো না’ (আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত: হা/৫১৭২)।

২২.

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: " اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِك." َ

অর্থ: আমর ইবনে মায়নূন আওদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে নসীহতস্বরূপ বললেন, পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি কাজ করাকে বিরাট সম্পদ মনে করো।

(১) তোমার বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে।

(২) রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্বাস্থ্যকে।

(৩) দরিদ্রতার পূর্বে অভাবমুক্ত থাকাকে।

(৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে। এবং

(৫) মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে। (তিরমিযী, মিশকাত: হা/৫১৭৪)

২৩.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله لَوْكَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحُ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شُرْبَةً.

অর্থ: সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে মাছির একটি পাখার সমমূল্য হতো, তা'হলে তিনি কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না। (আহমাদ, মিশকাত: হা/৫১৭৭)

২৪.

عَن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَسَدِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ. فَقَالَ: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি (খালি) চাটাইয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন, তা হতে উঠলে তাঁর দেহ মোবারকে চাটাইয়ের দাগ পড়েছিল। তখন ইবনে মাসউদ আরয করলেন, হে রাসূলুল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন তবে আমরা আপনার জন্য একখানা বিছানা তৈরি করে বিছিয়ে দিতাম। তিনি বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? বস্ততঃ আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হল একজন ঐ আরোহীর ন্যায়, যে একটি গাছের নীচে ছায়ায় কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়, অতঃপর বৃক্ষটিকে ছেড়ে চলে যায়। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত: হা/৫১৮৮)

২৫.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ لَا يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ." ◌َ

অর্থ: আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার রব্ব মক্কার বাতহা (প্রশস্ত উপত্যকা) আমার জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেওয়ার বিষয় আমার নিকট পেশ করলেন, তখন আমি বললাম, না, হে আমার প্রভু! বরং আমি একদিন পরিতৃপ্ত এবং আরেক দিন অভুক্ত থাকতে চাই। যাতে আমি যখন অভুক্ত থাকি তখন তোমার কাছে সকাতরে বিনয় প্রকাশ করব এবং তোমাকে স্মরণ করব। আর যখন পরিতৃপ্ত হব তখন তোমার প্রশংসা করব এবং তোমার শোকর আদায় করব। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত: হা/৫১৯০)

২৬.

عَن مقدامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ طَعَامٌ وَثُلُثٌ شَرَابٌ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ. ◌ِ

অর্থ: মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি তার উদর অপেক্ষা মন্দ কোন পাত্রকে ভর্তি করেনি। আদম সন্তানের জন্য এই পরিমাণ কয়েক লোকমাই যথেষ্ট যা দ্বারা সে নিজের কোমরকে সোজা রাখতে পারে (ও আল্লাহর ইবাদত করতে পারে)। যদি এর অধিক খাওয়ার প্রয়োজন মনে করে তবে এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, আরেক তৃতীয়াংশ পানীয় এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত: হা/৫১৯২)

২৭.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِم." ؟َ

অর্থ: ইবনে মাসঊদ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পদদ্বয় একটুও নড়তে পারবে না যে পর্যন্ত না তার নিকট হতে পাঁচটি বিষয়ের উত্তর চাওয়া হবে। যথা:

(১) তার বয়স সম্পর্কে-সে তা কি কাজে ব্যয় করেছে?

(২) তার যৌবন সম্পর্কে- সে তা কি কাজে ক্ষয় করেছে?

(৩) তার মাল-সম্পদ সম্পর্কে-সে তা কোথা থেকে উপার্জন করেছে?

(৪) আর তা কোথায় ব্যয় করেছে?

(৫) এবং যেই ইলম হাসিল করেছিল তা অনুযায়ী কি আমল করেছে? (তিরমিযী, মিশকাত: হা/৫১৯৭)।

২৮.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل.َ

অর্থ: আলী (রাঃ) বলেন, দুনিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে, আর আখেরাত সম্মুখে আসছে। আর তাদের প্রত্যেকটির সন্তানাদি রয়েছে। তবে তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা, আজ আমলের সময়, এখানে কোন হিসাব নেই। আর আগামীকাল হিসাব-নিকাশ হবে, সেখানে কোন আমল নেই। (বুখারী, মিশকাত: হা/৫২১৫)

২৯.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالরِ :َكُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَا . قَالُوا: صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالরِ :َهُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَد.ঋَ

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসিত করা হল, মানুষের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বললেন, প্রত্যেক নিষ্কলুষ অন্তঃকরণ সত্যভাষী। সাহাবাগণ আরয করলেন, 'সুদূকুল নিসান' তো আমরা বুঝি, তবে 'মাখমূমুল কাল্ব' কি? তিনি বললেন, নির্মল ও পবিত্র অন্তঃকরণ, যা পাপ করেনি, যুলুম করেনি ও যা হিংসা-বিদ্বেষ হতে মুক্ত। (ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত: হা/৫২২১)

৩০.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ.ِ

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমার মধ্যে চারটি বস্তু বিদ্যমান থাকে, তখন দুনিয়ার যা কিছুই তোমার থেকে চলে যাক না কেন, তাতে তোমার কোন ক্ষতি নাই। আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, উত্তম চরিত্র হওয়া এবং খানা-পিনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। (আহমাদ, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত: হা/৫২২২)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা দুনিয়া বিমুখতার জ্বলন্ত উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রতিটি হাদীসের মূল উদ্দেশ্যই আমাদেরকে দুনিয়ার তুচ্ছতা সম্পর্কে জানানো। দুনিয়ায় ভোগ বিলাসিতা, আনন্দে জীবনাতিপাত করলে সেটি হবে বোকামি। কেননা দুনিয়ার সুখ ক্ষণিকের। আর আখিরাতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিলে আমরা চিরস্থায়ী সুখের জান্নাত লাভ করতে পারব ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে দুনিয়া বিমুখতা

আল্লাহ তাআলা বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ধরাপৃষ্ঠে প্রেরণ করেন দুনিয়ামুখী মানবজাতিকে আখেরাতমুখী করে গড়ে তোলার জন্য। পথভোলা মানব সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করে আল্লাহমুখী করার জন্য। তাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে ইহলৌকিক উন্নতি, অগ্রগতি, স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি অর্জন করার কোন চিন্তা ছিল না। তিনি সব সময় পরকাল নিয়ে ভাবতেন। তার উম্মত কীভাবে পরকালে পরিত্রাণ পাবে ও দোযখ হতে বেঁচে যাবে সেই চিন্তায় ব্যস্ত থাকতেন। তিনি ইচ্ছা করলে পার্থিব সহায়-সম্পত্তি অর্জন করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনকুবের হতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেই পথে হাঁটেন নি। তার চাচা আবু তালিব কাফেরদের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হতে বিরত থাকার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে বললে তিনি উত্তর দেন, “শ্রদ্ধেয় চাচাজান! আল্লাহর কসম! তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র এনে রেখে দেয় ও দাবি জানায় আমি আল্লাহর কালিমা মানুষের কাছে পৌঁছানো থেকে বিরত থাকি, তবুও আমি কিছুতেই এর জন্য প্রস্তুত হবো না। এমনকি হয়ত আল্লাহর সত্য দ্বীন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে নয়তো এই কাজে আমার প্রাণ উৎসর্গ করব।” (সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া)।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার-প্রসার শুরু করলে কাফেররা তাদের দ্বীন ক্রমেই সংকুচিত হতে দেখে প্রমাদ গুণে। তারা বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতি অভিযান ও তার দ্বীনের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের পক্ষ থেকে লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়ার জন্য উতবা বিন রবিয়াকে প্রেরণ করে। সে এসে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে, “ভাতিজা! বংশ মর্যাদার বিবেচনায় তুমি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। এরপরও তুমি নিজ গোত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো। তাদের ও তাদের উপাস্যদের মন্দ বলেছো। তাদের ও তাদের বাপ দাদাদের মূর্খ সাব্যস্ত করেছো। আজ তুমি মনের কথা বলো। এসব কিছুর মাধ্যমে তোমার অভিপ্রায় কী? তোমার উদ্দেশ্য যদি হয় সম্পদ অর্জন, তাহলে শুনো! আমরা তোমাকে এতটা সম্পদ দিতে প্রস্তুত আছি যার মাধ্যমে তুমি মক্কার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হবে। তুমি নেতা হতে চাইলে আমরা তোমাকে

পুরো কুরাইশের নেতা মেনে নেব। তোমার নির্দেশ ব্যতীত গাছের পাতাও নড়বে না। তুমি বাদশাহ হতে চাইলে আমরা তোমাকে বাদশাহ বানিয়ে দেবো।” (সীরাতে মুগলতাঈ)

কিন্তু আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব লোভনীয় প্রস্তাব অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান করে নিজের দায়িত্ব পালনে অটল থাকেন ও দুনিয়াবিমুখ জীবন বেছে নেন।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করলে পরিবার-পরিজন নিয়ে আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন যাপন করতে পারতেন। সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করতে পারতেন। স্ত্রী-সন্তানদের জীবনমান উন্নত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেদিকে না গিয়ে অভাব-অনটন ও অল্পেতুষ্টির জীবন বেছে নিয়েছিলেন। একবার উম্মাহাতুল মু’মিনীন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পার্থিব সুযোগ, সুবিধা ও ভোগ-সামগ্রী চাইলে তিনি রুষ্ট হন। এ সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের প্রতি এই প্রস্তাবনা অবতীর্ণ হয়,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٢٨ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَـٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ٢٩

অর্থ: “হে নবি! আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আসো! আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দিই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তার রাসুল ও পরকাল কামনা কর, তাহলে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।” (সুরা আহযাব: আয়াত ২৮-২৯)

এই প্রস্তাব শুনে নবী পত্নীদের সকলেই আল্লাহ, তার রাসুল ও পরকালকে ইহকালীন ভোগ-বিলাসের উপর প্রাধান্য দেন।

পৃথিবীর রাজা-বাদশাহগণ আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে। আর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইহ ও পরজগতের বাদশাহ। এ হিসাবে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন বেছে নেওয়ার অবারিত সুযোগ তার ছিল। কিন্তু তিনি পরকালকে ইহকালের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুনিয়াবিমুখ জীবনের একটি প্রামাণ্য চিত্র নিম্নোক্ত হাদিসে অঙ্কিত হয়েছে।

হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি তখন খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শোয়া ছিলেন। আমি বসে পড়লাম। তার পরিধানে ছিলো একটি লুঙ্গি। এছাড়া আর কোন বস্ত্র তার পরিধানে ছিলো না। তার পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিলো। আমি দেখলাম যে তার ঘরের এক কোণে ছিলো প্রায় এক সা গম, বাবলা গাছের কিছু পাতা এবং ঝুলন্ত একটি পানির মশক। এ অবস্থা দেখে আমার দু'চোখে অশ্রু প্রবাহিত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কাঁদছো কেন?" আমি বললাম, "হে আল্লাহর নবি! আমি কেন কাদবো না? এই চাটাই আপনার পাঁজরে দাগ কেটে দিয়েছে! আর এই হচ্ছে আপনার ধনভাণ্ডার! এতে যা আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। অথচ পারস্যরাজ ও রোমসম্রাট বিরাট বিরাট উদ্যান ও ঝরনা সমৃদ্ধ অট্টালিকায় বিলাস-ব্যসনে জীবন-যাপন করছে। আর আপনি হলেন আল্লাহর নবি ও তার মনোনীত প্রিয় বান্দা। অথচ আপনার ধনভাণ্ডারের অবস্থা এই।" তিনি বলেন, "হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে পরকালের স্থায়ী সুখ-শান্তি এবং ওদের জন্য রয়েছে ইহকালের ভোগবিলাস?" আমি বললাম, হ্যাঁ। (সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস ৪১৫৩)

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। পথিক পথ চলার সময় যেমন খুব বেশি অর্থ-সম্পদ নিজের সঙ্গে রাখে না, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পথচারীর মতো দুনিয়াবিমুখ জীবন বেছে নিয়েছিলেন। তার অভাব অনটনের জীবন চিত্রায়িত করে হযরত আবদুল্লাহ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সময় খেজুর পাতার মাদুরে শুয়েছিলেন। তিনি ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে দাঁড়ালে দেখা গেল তাঁর গায়ে মাদুরের দাগ পড়ে গেছে। আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল! আমরা আপনার জন্য যদি একটি নরম বিছানার (তোষক) ব্যবস্থা করতাম।" তিনি বললেন, "দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? দুনিয়াতে আমি এমন একজন পথচারী মুসাফির ছাড়া আর কিছুই নই, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল, তারপর তা ছেড়ে দিয়ে গন্তব্যের দিকে চলে গেল।" (সুনানে তিরমিজি: হাদিস ২৩৭৭)

আহার-বিহার ও বিলাস-ব্যসনের চিন্তা সবাই করে। কিন্তু মহানবি সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একদম ব্যতিক্রম। তিনি শৌখিনতাপূর্ণ আহার-বিহারের চিন্তা কখনো করেন নি। সারাটি জীবন এমন দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনে অতিবাহিত করেছেন যে, পরিবার-পরিজনকে নিয়ে কখনো দুইবার পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করেন নি। হজরত আয়শা রা.

বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন অথচ দু'বেলা তিনি রুটি ও যাইতুন দ্বারা কখনো পূর্ণতৃপ্ত হন নি। (সহিহ মুসলিম: হাদিস ৭৩৪৩)

অন্য আরেকটি হাদিসে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবার পরিজনের অর্ধাহার ও অনাহারে দিনাতিপাত করার চিত্র ফুটে উঠেছে। আম্মাজান হজরত আয়েশা রা. বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবার-পরিজন দু' দিন পূর্ণতৃপ্ত হয়ে গমের রুটি খাননি। দু'দিনের একদিন তিনি খুরমা খেয়েই অতিবাহিত করতেন। (সহিহ মুসলিম: হাদিস ৭৩৩৮)

উভয় জাহানের বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবার-পরিজনের লোকদের জীবন এমনভাবে অতিবাহিত হতো যে তাদের চুলায় মাসের পর মাস আগুন জ্বালাবার সুযোগ হতো না। খেয়ে না খেয়ে তাদেরকে দিন গুজরান করতে হতো। হযরত আয়শা রা. একবার উরওয়া রা.-কে বললেন, "হে বোনের পুত্র! আমরা দু'মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহর রাসুলের ঘরগুলোতে আগুন জ্বলত না।" আমি বললাম, "আপনারা কীভাবে দিনাতিপাত করতেন?" তিনি বললেন, "কালো দুটি বস্তু তথা খেজুর ও পানি দ্বারা। অবশ্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু আনসার প্রতিবেশীর কতকগুলো দুধেল প্রাণী ছিল। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তা দিত। আর আমরা তাই পান করতাম।" (সহিহ বুখারি: হাদিস ৬৪৫৯)

এছাড়া আরো কিছু হাদিস থেকে নবীজীর জীবনের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন:

১.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

অর্থ: মুহাম্মদ ইবনু মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবনু বাশশার (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ধারাবাহিক দুই দিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার যবের রুটি তৃপ্ত হয়ে আহার করেননি। এ অবস্থায়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকাল হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম:৭১৭৬)।

২.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ بُرٍّ فَوْقَ ثَلاَثٍ .

অর্থ: আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার তিন দিনের অধিক গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি। (সহীহ মুসলিম:৭১৭৭)

৩.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ثَلاَثًا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ .

অর্থ: আবূ বকর ইবনু শায়বা (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাগাতার তিন দিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি। এ অবস্থায়ই তিনি তাঁর পথে চলে যান। (সহীহ মুসলিম:৭১৭৮)

৪.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ إِلاَّ وَأَحَدُهُمَا تَمْرٌ .

অর্থ: আবূ কুরায়ব (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার দুই দিন পরিতৃপ্ত হয়ে গমের রুটি ভক্ষণ করেননি। দু'দিনের এক দিন তিনি (আহার করতেন)। (সহীহ মুসলিম:৭১৭৯)

৫.

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ حَدَّثَنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ التَّمْرُ وَالْمَاءُ .

অর্থ: আমর নাকিদ (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার মাস-পূর্ণ এমনভাবে কাটাতাম যে, আমরা আগুনও জ্বালাতাম না। (আমরা) শুধু খুরমা ও পানি খেয়েই কাটিয়ে দিতাম। (সহীহ মুসলিম:৭১৮০)

৬.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَىْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَىَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ .

অর্থ: আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনু আলা ইবনু কুরায়ব (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন, তখন আমার পাত্রে সামান্য কিছু যব ব্যতীত কোন কলিজাধারী (প্রাণী) খেতে পারে এমন কিছুই আমার তাকে ছিল না। আমি তা থেকেই খেতাম। এভাবে অনেক দিন চলে গেলে আমি তা ওজন দিলাম। ফলে উহা শেষ হয়ে গেল। (সহীহ মুসলিম:৭১৮২)

৭.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ، رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ وَاللَّهِ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَارٌ - قَالَ - قُلْتُ يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ قَالَتِ الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَاهُ.

অর্থ: ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "হে আমার বোনের ছেলে! আমরা (নতুন) চাঁদ দেখতাম এরপর পুনরায় নতুন চাঁদ দেখতাম, এরপর নতুন চাঁদ (দেখতাম) অর্থাৎ দু'মাসে তিনটি চাঁদ দেখতাম। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে আগুন জ্বলত না।" তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে খালা! আপনারা কিভাবে দিনাতিপাত করতেন?" তিনি বললেনঃ দুটো কালো জিনিস, খুরমা ও পানি (দ্বারা)। তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কতিপয় আনসারী প্রতিবেশী ছিল। তাদের ছিল কিছু দুগ্ধবতী উটনী ও বকরী। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য সেগুলো দোহন করে এর দুধ তার নিকট পাঠাতেন এবং আমরা তাই পান করতাম। (সহীহ মুসলিম:৭১৮৩)

৮.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ .

অর্থ: আবূ তাহির (অন্য সনদে) হারুন ইবনু সাঈদ (রহঃ) ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গিয়েছেন অথচ দুবেলা তিনি রুটি ও যায়তুন দ্বারা কখনো পরিতৃপ্ত হননি। (সহীহ মুসলিম: ৭১৮৪)

৯.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ - عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّادٍ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ - مَا أَشْبَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا .

অর্থ: মুহাম্মদ ইবনু আব্বাদ ও ইবনু আবূ উমার (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। বর্ণনাকারী ইবনু আব্বাদ (রহঃ) বলেন, (আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন,) ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ। এক নাগাড়ে তিন দিন গমের রুটি দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবার-পরিজনকে পরিতৃপ্ত করেননি। এ অবস্থায়ই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। (সহীহ মুসলিম:৭১৮৮)

১০.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ مِرَارًا يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا .

অর্থ: মুহাম্মদ ইবনু হাতিম (রহঃ) ... আবূ হাযিম (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রাঃ) কে তার আঙ্গুল দ্বারা কয়েকবার ইশারা করে বলতে শুনেছি যে, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ! লাগাতার তিন দিন পর্যন্ত আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার গমের রুটি দ্বারা কখনো পরিতৃপ্ত হননি। এমতাবস্থায় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। (সহীহ মুসলিম:৭১৮৯)

১১.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ . وَقُتَيْبَةُ لَمْ يَذْكُرْ بِهِ .

অর্থ: কুতায়বা ইবনু সাঈদ ও আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা (রহঃ) ... নুমান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা কি সুখ-সাচ্ছন্দ্যে পানাহার করছো না? অথচ আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি যে, পেট ভরার জন্য নিম্নমানের খেজুরও তিনি পাননি। বর্ণনাকারী কুতায়বা بِهِ শব্দটি উল্লেখ করেননি। (সহীহ মুসলিম:৭১৯০)

১২.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يَخْطُبُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ دَقَلاً يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ .

অর্থ: মুহাম্মাদ ইবনু মুসান্না ও ইবনু বাশশার (রহঃ) ... সিমাক ইবনু হারব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নুমান (রহঃ) কে বক্তৃতারত অবস্থায় আমি বলতে শুনেছি যে, উমর (রাঃ) বলেছেন, মানুষ কি পরিমাণ দুনিয়া কামাই করেছে! অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমি দেখেছি যে, তিনি ক্ষুধার তাড়নায় সারা দিন অস্থির থাকতেন। পেট ভরার মত নিম্নমানের একটি খেজুরও তিনি (খেতে) পাননি। (সহীহ মুসলিম:৭১৯২)

১৩.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَأَلَهُ، رَجُلٌ فَقَالَ أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ . قَالَ أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْتَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ قَالَ فَإِنَّ لِي خَادِمًا قَالَ فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَجَاءَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّا وَاللَّهِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَىْءٍ لاَ نَفَقَةٍ وَلاَ دَابَّةٍ وَلاَ مَتَاعٍ . فَقَالَ لَهُمْ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا " . قَالُوا فَإِنَّا نَصْبِرُ لاَ نَسْأَلُ شَيْئًا .

অর্থ: আবূ তাহির আহমদ ইবনু আমর ইবনু সারহ (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল যে, আমরা কি মুহাজির ফকীরদের অন্তর্ভুক্ত নই? আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে বললেন, তোমার কি স্ত্রী নেই, যার নিকট তুমি গিয়ে থাক? জবাবে সে বলল, হ্যাঁ আছে। অতঃপর তিনি বললেন, বসবাস করার জন্য তোমার কি বাসস্থান নেই? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তখন তিনি বললেন, তবে তো তুমি ধনীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর সে বলল, আমার একজন খাদিমও আছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তাহলে তো তুমি বাদশাহ।

আবূ আবদুর রহমান বলেন, একদা তিন ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) এর নিকট এলেন। তখন আমি তার নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এসে তারা বলল, হে আবূ মুহাম্মাদ! আমাদের কোন কিছুই নেই। না ব্যয় করার মত পয়সা আছে, না আছে সাওয়ারী, না আছে কোন আসবাব সামগ্রী। অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা যা চাও আমি তাই করব। তোমাদের মনে চাইলে তোমরা আমার নিকট চলে এসো। আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে যা রেখেছেন আমি তোমাদেরকে তা দান করব। তোমরা চাইলে, বাদশাহর নিকট আমি তোমাদের আলোচনা করব। আর তোমাদের মনে চাইলে তোমরা ধৈর্য ধারণ কর।

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন ফকীর মুহাজির ব্যক্তিগণ ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে পৌছে যাবে। একথা শুনে তারা বললেন, আমরা ধৈর্য ধারন করব, আমরা কিছুই চাই না। (সহীহ মুসলিম:৭১৯৩)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে নবীজী এবং তার পরিবারের দুনিয়া বিমুখতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি দুই জাহানের মালিকের হাবিব হওয়া সত্ত্বেও কখনো পরিতৃপ্তি সহকারে খাবার খাননি। অথচ মানুষ কেবল দুনিয়া নিয়ে হাহাকার করে এবং এমনভাবে জীবন অতিবাহিত করে যেন এই দুনিয়া থেকে সে কখনও বিদায় নিবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া বিমুখতার ব্যাপারে আরো কিছু হাদিস এবং বর্ণনা পেশ করা হলো:

যুহুদ ১ : মসজিদে যাওয়ার গুরুত্ব।

১. আবূ হুরায়রা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.

অর্থ: ‘যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে আসা-যাওয়া করে, তার প্রত্যেকবার আসা-যাওয়ার সময় আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতে একটি করে আবাস প্রস্তুত করে দেন’। (সহীহ বুখারী:৬৬২)

যুহুদ ২ : সারা রাত ঘুমে কাটিয়ে দেয়ার নিন্দা।

২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ أُذُنَيْهِ أَوْ قَالَ فِيْ أُذُنِهِ.

অর্থ: ‘নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল- যে সারা রাত ঘুমিয়ে সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে তো এমন লোক যার এক কানে অথবা দুই কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে’। (সহীহ বুখারী:৩২৭০)

যুহুদ ৩ : সালাতের ধরন।

৩. ‘আলক্বামা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

.سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً

অর্থ: ‘আমি আয়েশা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা্হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতের ধরন কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ন্যায় সালাত আদায় করতে সক্ষম? তাঁর আমল ছিল সার্বক্ষণিক ও নিয়মিত’। (মুসনাদে আহমদ:২৪২০৮)

যুহুদ ৪ : রুকূ‘ ও সাজদায় পঠিত তাসবীহ।

৪. আয়েশা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ

অর্থ: ‘নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ‘ ও সাজদায় অধিক পরিমাণে বলতেন, সُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى

‘হে আল্লাহ! আমাদের রব! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা বর্ণনা করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। এটি ছিল কুরআনে (সূরা আন-নাছর-এ) বর্ণিত নির্দেশের অনুসরণ’। (সহীহ বুখারী:৮১৭)

যুহুদ ৫ : বর্ম বন্ধক রেখে ইহুদীর নিকট থেকে খাবার ক্রয়।

৫. আয়েশা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

.اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا

অর্থ: ‘রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক ইহুদীর নিকট থেকে বাকীতে খাবার ক্রয় করেন এবং নিজের লৌহ বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন’। (সহীহ বুখারী:২০৯৬)

যুহুদ ৬ : উত্তম আচরণ।

৬. আবূ আব্দুল্লাহ আল-জাদালি (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

.سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا صَخَّابًا فِى الأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِى بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ

অর্থ: ‘আমি আয়েশা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, পরিবারের লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আচরণ কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন, আচরণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তিনি কখনো কাউকে অশ্লীল কথা বলতেন না, গালমন্দ করতেন না, বাজারে গিয়ে হৈচৈ করতেন না, মন্দ আচরণের বিপরীতে মন্দ আচরণ করতেন না, বরং ক্ষমার নীতি অবলম্বন করতেন’। (তিরমিযী শরীফ:২০১৬)

যুহুদ ৭ : ঘরোয়া কাজ।

৭. হিশাম ইবনু উরওয়া জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন,

سَأَلْتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَرْقَعُ الثَّوْبَ وَيَخْصِفُ النَّعْلَ وَنَحْوَ هَذَا

অর্থ: 'আমি আয়েশা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের ঘরে কী কাজ করতেন? জবাবে তিনি বলেন, তিনি ছেঁড়া জামা তালি দেয়া, জুতা মেরামত করা ও এ ধরনের অন্যান্য কাজ করতেন'। (মুসনাদে আহমদ:২৬০৯০)

৮. আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِىْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ فَصَلَّى

অর্থ: 'আমি আয়েশা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললাম, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে প্রবেশ করে কী কাজ করতেন? তিনি বলেন, ঘরের লোকদের কাজে সহযোগিতা করতেন। অতঃপর যখন সালাতের সময় হয়ে যেত, তখন ঘর থেকে বেরিয়ে সালাত আদায় করতেন'। (সহীহ বুখারী:৬৭৬)

যুহুদ ৮ : ইন্তেকালের সময় রেখে যাওয়া সম্পদ।

৯. আয়েশা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيْرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ

অর্থ: ‘রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দীনার, দিরহাম, ভেড়া, উট এসবের কোন কিছুই রেখে যাননি এবং তিনি কোন কিছুর অছিয়তও করে যাননি’। (সহীহ মুসলিম:১৬৩৫)

১০. ইবনু আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَرَكَ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا وَلِيْدَةً وَتَرَكَ دِرْعَهُ رَهْنًا عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ.

অর্থ: ‘রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকালের সময় দীনার, দিরহাম, দাস, দাসী কোন কিছুই রেখে যাননি। তিনি রেখে গিয়েছিলেন একটি বর্ম, যা ত্রিশ ছা‘ খাদ্যদ্রব্যের জামানত হিসাবে এক ইহুদীর নিকট সংরক্ষিত ছিল’। (মুসনাদে আহমদ:২৭৪৩)

যুহুদ ৯ : কখনও খাবারের দোষ অন্বেষণ করতেন না।

১১. আবূ হুরায়রা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ تَرَكَهُ.

অর্থ: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোন খাবারের দোষ অন্বেষণ করতেন না। যখন পছন্দ হত, তখন খেতেন আর যখন পছন্দ হত না, তখন খেতেন না’। (মুসনাদে আহমদ:১০১৪৬)

যুহুদ ১০ : দানশীলতা।

১২. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لاَ

অর্থ: 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো না বলেননি'। (সহীহ মুসলিম:২৩১১)

যুহুদ ১১ : দারিদ্র।

১৩. আনাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذَاتَ يَوْمٍ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَمْسٰى فِيْ الِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ مِّنْ حَبٍّ وَلَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ لِتِسْعَةِ أَبْيَاتٍ لَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَة.ٍ

অর্থ: 'একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তাঁর শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রাণ! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের উপর এমন কোন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়নি, যখন তাদের নিকট এক ছা' পরিমাণ শস্য কিংবা খেজুর ছিল। অথচ তখন তার ছিল নয়জন স্ত্রী ও নয়টি ঘর'। (মুসনাদে আহমাদ:১৩১৯২)

যুহুদ ১২ : ইহুদীর নিমন্ত্রণে সাড়া দেয়া।

১৪. আনাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ يَهُوْدِيًّا دَعَى النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى خُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَجَابَه.ُ

অর্থ: ‘এক ইহুদী নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যবের রুটি ও বাসি গন্ধযুক্ত চর্বি খাওয়ার জন্য ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন’। (মুসনাদে আহমাদ:১৩২২৪)

যুহুদ ১৩ : দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর নিকট কোন খাবার ছিল না।

১৫. মু‘আবিয়া ইবনু কুররা (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন,

لَقَدْ عَمَّرْنَا مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْأَسْوَدَانِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا الْأَسْوَدَانِ؟ قُلْتُ لَا قَالَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ.

অর্থ: ‘আমরা এক দীর্ঘসময় আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অতিক্রম করেছি, যখন আমাদের নিকট দু’টি কালো খাবারের কোনটিই ছিল না। তুমি কি জান, দুই কালো খাবার কী? মু‘আবিয়া ইবনু কুররা (রাহিমাহুল্লাহ) বললেন, না। তিনি বললেন, খেজুর ও পানি’। (মুসনাদে আহমাদ:১৬২৮৯)

যুহুদ ১৪ : কখনো পেট ভরে গমের রুটি খাননি।

১৬. আয়েশা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَبِأَبِيْ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ.

অর্থ: ‘হায় আফসোস! নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন! তিনি তো পেটভরে গমের রুটি খাননি’। (তিরমিযী:২৩৫৮)

যুহুদ ১৫ : ঘরে একমাস যাবৎ রুটি বানানো হয়নি।

১৭. আয়েশা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَاللهِ لَقَدْ كَانَ يَأْتِيْ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ شَهْرٌ مَا نَخْتَبِزُ فِيْهِ قَالَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا كَانَ يَأْكُلُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ جَزَاهُمُ اللهُ خَيْرًا كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ لَبَنٍ يُهْدُوْنَ مِنْهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم.َ

অর্থ: 'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের উপর কখনো কখনো একমাস অতিক্রান্ত হত, অথচ কোন রুটি বানানো হত না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন (রদ্বিয়াল্লাহু আনহা)! তাহলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কী খেয়ে থাকতেন? তিনি জবাব দিলেন, আমাদের প্রতিবেশী ছিল কতিপয় আনসার- আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন- তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কিছু দুধ উপহার দিতেন'। (মুসনাদে আহমাদ:২৬১১৯)

যুহুদ ১৬ : খাবার গ্রহণে বিনয়।

১৮. 'আত্বা ইবনু আবী রাবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ طَبَقٌ عَلَيْهِ رَغِيفٌ قَالَ فَوَضَعَ الرَّغِيفَ عَلَى الْأَرْضِ وَنَحَّى الْوِسَادَةَ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ

অর্থ: 'এক ব্যক্তি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গৃহে প্রবেশ করল, তখন তিনি একটি বালিশে হেলান দেয়া, আর সামনে একটি ট্রের উপর কিছু রুটি রাখা। তিনি রুটিগুলো নীচে নামিয়ে রেখে বালিশটি সরিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন, আমি তো নিছক

একজন দাস। দাস যেভাবে খায় আমিও সেভাবে খাই; দাস যেভাবে বসে আমিও সেভাবে বসি’। (বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২)

যুহুদ ১৭ : দীর্ঘদিন পেটভরে উষ্ণ খাবার খাননি।

১৯. আবু ছালিহ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دُعِيَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ فَلَمَّا فَرَغَ وَقَالَ مَرَّةً فَلَمَّا أَكَلَ حَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ مَا مَلَأْتُ بَطْنِيْ بِطَعَامٍ سَخِنٍ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا.

অর্থ: ‘নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একবার খানা খাওয়ার জন্য ডাকা হল। খানা শেষে তিনি আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করে বললেন, ‘অমুক দিন থেকে আমি পেটভরে উষ্ণ খাবার খাইনি’। (ইবনু মাজাহ:৪১৫০)

তাহক্বীক্ব : ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, শাহেদ হাদীস থাকার কারণে হাদীসটির সনদ হাসান।[ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী (বৈরূত : দারুল মা‘আরিফাহ, ১৩৭৯ হি.), ১১তম খণ্ড, পৃ. ২৯৩] ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সনদ জাইয়েদ।[ফায়যুল ক্বাদির, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০৯] আবুল ফযল ইরাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসটি সহীহ।[আবুল ফযল ইরাক্বী, আল-মুগনী ‘আন হামালিল আসফার (রিয়ায : মাকতাবাতু ত্বারবিয়্যাহ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৫] তবে আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যঈফ।[যঈফ ইবনু মাজাহ, হা/৪১৫০]

২০. হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَمَرَ بِهِ فَأُلْقِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَقَالَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ.

অর্থ: 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কোন খাবার আনা হলে তিনি তা মাটিতে নামিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়ে বলতেন, আমি তো নিছক একজন দাস। দাস যেভাবে খায় আমিও সেভাবে খাই; দাস যেভাবে বসে আমিও সেভাবে বসি'। (সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৫৪৪)

যুহুদ ১৮ : বিলাসী পানীয় পরিহার।

২১. ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু কুসাইত্ব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِسَوِيْقٍ مِنْ سَوِيْقِ اللَّوْزِ فَلَمَّا خِيْضَ قَالَ مَا هَذَا قَالُوْا سَوِيْقُ اللَّوْزِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَخِّرُوْهُ عَنِّيْ هَذَا شَرَابُ الْمُتْرَفِيْن.

অর্থ: 'যব, চিনি, খেজুর ও কাঠবাদামের মিশ্রণে তৈরি এক বিশেষ খাবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে আনা হল। তখন পানি মেশানোর সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী? তারা বললেন, যব, চিনি, খেজুর ও কাঠবাদাম মিশ্রিত খাবার। তিনি বললেন, 'এটি আমার কাছ থেকে সরাও; এটি বিলাসী মানুষের পানীয়'। (ত্বাবাকাতু ইবনি সা'দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৫)

তাহক্বীক্ব : হাদীসটি যঈফ। [মাওসূ'আতুল হাদীছিশ শরীফ 'আলা শুবকাতি ইসলাম]

যুহুদ ১৯ : বিলাসিতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ।

২২. মু'আয ইবনু জাবাল (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَهُ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ.

অর্থ: 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ইয়ামানে (গভর্নর হিসাবে) পাঠানোর সময় বলেন, বিলাসিতা থেকে দূরে থেকো। কারণ আল্লাহর বান্দারা বিলাসী হয় না'। (মুসনাদে আহমাদ:২২১৫৯, ২২১৭১; মিশকাত:৫২৬২)

যুহুদ ২০ : জামার আস্তিনের দৈর্ঘ্য।

২৩. বুদাইল আল-উক্বাইলী (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ كُمُّ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ

অর্থ: 'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামার আস্তিন কব্জি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল'। (তিরমিযী:১৭৬৫)

তাহক্বীক্ব : যঈফ। আলবানী বলেন, উক্ত হাদীসের সনদে শাহর ইবনু হাওশাব মুখস্থ শক্তিতে দুর্বল। [সিলসিলা আহাদীছুয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৪]

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ ছাড়াও নবীজীর জীবনে যুহুদের এমন অসংখ্য অগণিত বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবন দুনিয়া বিমুখতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

নবীদের চোখে দুনিয়া বিমুখতা

আদম আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা

যুহুদ ১ : বান্দাদের মাঝে মর্যাদাগত পার্থক্যের কারণ হল আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা

১) বাকর (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আদম (আলাইহিস সালাম) -এর সামনে তার সন্তানদের হাজির করা হলে তিনি দেখতে পান যে, তাদের কেউ কেউ অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তিনি জিজ্ঞেস করেন,

يَا رَبِّ فَهَلَّا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ يَا آدَمُ إِنِّيْ أَحْبَبْتُ أَنْ أُشْكَرَ

অর্থ: 'হে আমার রব! আপনি তাদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করলেন না কেন?'

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'আদম! আমি চেয়েছি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক।' (ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, কিতাবুয যুহদ, হা/২৫৪।)

যুহুদ ২ : ইবলীসের অহংকার

২). আনাস ইবনু মালিক (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

لَمَّا صَوَّرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَرَكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيْسُ يَطُوْفُ بِهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ قَالَ ظَفِرْتُ بِهِ خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكُ

অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম) -কে আকৃতি দেয়ার পর রেখে দেন। অতঃপর ইবলীস তাকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে। সে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। তাকে শূন্য-গহ্বর দেখে ইবলীস বলল, আমি ওর তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও এমন এক সৃষ্টি যে তার নিজেকে

নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না’। (আল-মুস্তাদরাক হাকিম, হা/৩৯৯২; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/২১৫৮।)

যুহুদ ৩ : জান্নাতে থাকার সময়কাল

৩). সাঈদ ইবনু জুবাইর (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

مَا كَانَ آدَمُ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا مِقْدَارَ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ِ

অর্থ: ‘আদম (আলাইহিস সালাম) জান্নাতে যোহর ও ‘আছর সালাতের মধ্যবর্তী সময়কাল অবস্থান করেন’। (আদ-দুররুল মানছূর, ১ম খ-, পৃ. ১২৭।)

যুহুদ ৪ : ইস্তিগফার ও তাওবাই হলো পাপ থেকে উত্তরণের উপায়

৪). উবাই ইবনু কা‘ব (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَجُلًا طُوَالًا كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوْقٌ كَثِيْرَ شَعْرِ الرَّأْسِ فَلَمَّا وَقَعَ بِمَا وَقَعَ بِهِ بَدَتْ لَهُ عَوْرَتُهُ وَكَانَ لَا يَرَاهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا فَأَخَذَتْ بِرَأْسِهِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهَا أَرْسِلِيْنِيْ قَالَتْ لَسْتُ مُرْسِلَتَكَ قَالَ فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمِنِّيْ تَفِرُّ قَالَ أَيْ رَبِّ لَا أَسْتَحْيِيْكَ قَالَ فَنَادَاهُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحْيِيْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا وَقَعَ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بِحَمْدِ اللهِ أَيْنَ الْمَخْرَجُ يَعْلَمُ أَنَّ الْمَخْرَجَ فِي الاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَ

অর্থ: ‘আদম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন ঘনকেশী ও দীর্ঘদেহী এক পুরুষ। অনেকটা সুউচ্চ খেজুর গাছের ন্যায়। তার জীবনে যা ঘটার তা যখন ঘটে গেল অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘিত হল। তখন তার গোপনীয় অংশ তার সামনে প্রকাশিত হয়ে গেল, যা এর আগে তার নজরে পড়েনি। ফলে তিনি পালাতে শুরু করলেন। আর অমনি বাগানের একটি বৃক্ষ তার মাথা ধরে ফেলে। তিনি বৃক্ষটিকে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। বৃক্ষ বলল, আমি তোমাকে ছাড়ব না। এ সময় তার মহান রব তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি আমার কাছ

থেকে পালাচ্ছ? আদম (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে আমার রব! না (আমি পালাচ্ছি না); বরং আপনাকে লজ্জা পাচ্ছি। আল্লাহ তাকে ডেকে বললেন, কোন পাপ সংঘটিত হওয়ার পর মুমিন তার রবকে লজ্জা পেলে, সে পাপ থেকে উত্তরণের উপায় জেনে যাবে। সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর! সে জানবে যে, ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে আসা-ই হল পাপ থেকে উত্তরণের উপায়'। (আল-মুসতাদরাক হাকিম, হা/৩০৩৮, সনদ ছহীহ)

যুহুদ ৫ : আদম (আলাইহিস সালাম) -এর বয়স

৫. ইবনু আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ঋণচুক্তির আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সর্বপ্রথম অস্বীকারকারী ব্যক্তি হলেন আদম (আলাইহিস সালাম) । কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ আদম (আলাইহিস সালাম) -কে সৃষ্টি করার পর তার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে তার সন্তানদেরকে বের করে আনেন, যারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় আসবে। আল্লাহ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর সামনে তার সন্তানদেরকে তুলে ধরলে তিনি তাদের মধ্যে একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিকে দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার রব! এটি কে? আল্লাহ বললেন, এটি তোমার ছেলে দাঊদ। তিনি জানতে চাইলেন, হে আমার রব! তার আয়ুষ্কাল কত? আল্লাহ বললেন, ষাট বছর। তিনি বললেন, হে আমরা রব! তার আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ বললেন, না। তবে তোমার আয়ুষ্কাল থেকে নিয়ে তাকে বাড়িয়ে দিতে পারি। আদমের আয়ুষ্কাল ছিল এক হাজার বছর। আল্লাহ দাঊদের আয়ুষ্কাল চল্লিশ বছর বাড়িয়ে দিয়ে বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেন এবং এর উপর ফেরেশতাদের সাক্ষী রাখেন। অতঃপর আদম (আলাইহিস সালাম) মৃত্যুর উপকণ্ঠে উপনীত হলে ফেরেশতারা তার প্রাণ নিতে আসেন। তিনি বলেন, আমার আয়ুষ্কাল এখনো চল্লিশ বছর অবশিষ্ট আছে। তাকে বলা হল, আপনি তো আপনার ছেলে (দাঊদ)-কে তা দিয়ে দিয়েছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার সামনে লিখিত প্রমাণ তুলে ধরেন আর ফেরেশতারা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে। (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৭১৩, সনদ হাসান লি গাইরিহি)

নূহ আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা

যুহুদ ১ : একাধারে তিনশ’ বছর কান্না

১. ওয়াহহাব ইবনুল ওয়ারদ আল-হাযরামী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

لَمَّا عَاتَبَ اللهُ تَعَالَى نُوْحًا فِي ابْنِهِ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ { اِنِّیٓ اَعِظُکَ اَنۡ تَکُوۡنَ مِنَ الۡجٰہِلِیۡنَ } بَكَى ثَلَاثَمِائَةِ عَامٍ حَتَّى صَارَ تَحْتَ عَيْنَيْهِ مِثْلُ الْجَدْوَلِ مِنَ الْبُكَاءِ.

অর্থ: ‘আল্লাহ তা‘আলা নূহ (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর পুত্রের ব্যাপারে তিরস্কার করে অহী নাযিল করে বললেন, ‘আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হও’ (সূরা হূদ : ৪৬)। (এই কারণে) নূহ (আলাইহিস সালাম) তিনশ’ বছর কেঁদেছিলেন। আর এ কান্নার ফলে তার দু’চোখে পানির নালার ন্যায় দাগ পড়ে যায়। (হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪; সনদ ছহীহ, মারবিয়্যাতুল ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ফিত তাফসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯।)

যুহুদ ২ : অত্যাচারিত হওয়ার পরেও জাতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

২. উবাইদ ইবনু উমাইর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির লোকেরা তাঁকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলত। জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি বলতেন,

كَانَ قَوْمُ نُوْحُ يَضْرِبُوْنَهُ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَفَاقَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থ: ‘নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির লোকেরা তাঁকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলত। অতঃপর যখন জ্ঞান ফিরে আসত, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন। কেননা তারা অজ্ঞ’। (ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ (বৈরূত : দারুল নাহযাতিল আরাবিয়্যাহ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৯১।)

যুহুদ ৩ : সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া আদায় করা

৩. মুহাম্মাদ ইবনু কা‘ব আল-কুরাযী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

كَانَ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أَكَلَ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ وَإِذَا شَرِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ وَإِذَا لَبِسَ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ وَإِذَا رَكِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ فَسَمَّاهُ اللهُ عَبْدًا شَكُوْرًا

অর্থ: ‘নূহ (আলাইহিস সালাম) খাওয়া শেষে বলতেন, ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য), পান শেষে বলতেন ‘আল-হামদুলিল্লাহ’, পোশাক পরিধান করে বলতেন ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ এবং বাহনে আরোহণ করে বলতেন ‘আল-হামদুলিল্লাহ’। তাই আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে عَبْدًا شَكُوْرًا ‘কৃতজ্ঞ বান্দা’ নামে অভিহিত করেছেন’। (বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান, হা/৪৪৭৩)

যুহুদ ৪ : সন্তানের প্রতি পিতার উপদেশ

৪. মূসা ইবনু আলী ইবনু রবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর পুত্র সাম-কে বলেছেন,

يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُنَّ الْقَبْرَ وَفِيْ قَلْبِكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الشِّرْكِ بِاللهِ فَإِنَّهُ مِنْ يَأْتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُشْرِكًا فَلَا حُجَّةَ لَهُ. وَيَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُ الْقَبْرَ وَفِيْ قَلْبِكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْكِبْرِ فَإِنَّ الْكِبْرَ رِدَاءُ اللهِ فَمَن يُّنَازِعُ اللهَ

رِدَاءَهُ يَغْضَبُ اللهِ عَلَيْهِ وَيَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلَنَّ الْقَبْرَ وَفِيْ قَلْبِكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْقُنُوْطِ فَإِنَّهُ لَا يَقْنُطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِلَّا ضَال ّ

অর্থ: 'হে প্রিয় বৎস! অন্তরে বিন্দুমাত্র আল্লাহর সাথে শিরক করে কবরে যেও না। কেননা যে মুশরিক অবস্থায় আল্লাহর নিকট আসবে তার কোন দলীল থাকবে না। হে প্রিয় বৎস! অন্তরে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নিয়ে কবরে যেও না; কারণ অহঙ্কার হল আল্লাহর চাদর। আর যে আল্লাহর চাদর নিয়ে টানাটানি করে, আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। হে আমার প্রিয় ছেলে! অন্তরে বিন্দুমাত্র হতাশা নিয়েও কবরে যেও না; কারণ কেবল পথহারা লোকেরাই আল্লাহর করুণা থেকে হতাশ হয়'। (কিতাবুয যুহদ, পৃ. ৯১-৯২)

যুহুদ ৫ : জাতির জন্য বদ দু'আ

৫. হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর জাতির জন্য নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত বদ-দু'আ করেননি।

وَ اُوْحِیَ اِلٰی نُوْحٍ اَنَّہٗ لَنْ یُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا کَانُوْا یَفْعَلُوْنَ

অর্থ: 'আর নূহ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর নিকট এ মর্মে অহী নাযিল করা হল- তোমার জাতির মধ্যে যারা ইতোমধ্যে ঈমান এনেছে তাদের ব্যতীত আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং তাদের কর্মকান্ডের জন্য দুঃখ করো না' (সূরা হূদ : ৩৬)।

তখন তার জাতির (হিদায়াতের) ব্যাপারে তার আশা কেটে যায় এবং তিনি তাদের জন্য বদ দু'আ করেন'। (আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১/১০৯; বাহরুল উলূম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮।)

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা

যুহুদ ১: জাহান্নামের কথা স্মরণ হলেই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন।

১. মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ١١٤

অর্থ: নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলো ধৈর্য্যশীল, অনুশোচনাকারী এবং রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা তাওবাহ:১১৪)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জাহান্নামের কথা স্মরণ হলেই বলতেন, 'হায় জাহান্নাম! হায় জাহান্নাম!' (কুরতুবি, আল জামি লি আহকামিল কুরআন, ৮/২৫৬)

যুহুদ ২: ক্ষুধার্ত সিংহের সালাম।

২. আবু উসমান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট দুইটি ক্ষুধার্ত সিংহ পাঠানো হয়েছিল। সিংহ দুটি এসে তাকে লেহন করে ও তার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়।

যুহুদ ৩: আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েও তিনি কোনো সৃষ্টিজীবের কাছে সাহায্য চাননি।

৩. আবু বকর সিদ্দিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলে সৃষ্টিকুল তাদের রবকে বললো, " হে আমার রব! তোমার একান্ত বন্ধুকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে; আমাদেরকে অনুমতি দাও। আমরা তার আগুন নিভিয়ে দিবো।" আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

" সে আমার একান্ত বন্ধু; পৃথিবীতে সে ব্যতীত আমার একান্ত কোনো বন্ধু নেই। আমি তার রব; আমি ব্যতীত তার কোনো রব নেই। সে তোমাদের নিকট সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করো; অন্যথায় তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও।"

তখন বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা এসে বললেন, " হে আমার রব! তোমার একান্ত বন্ধুকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে; আমাকে অনুমতি দাও। আমি তার আগুন নিভিয়ে দিবো।" তার জবাবে আল্লাহ্ তাআলা বললেন,

" সে আমার একান্ত বন্ধু; পৃথিবীতে সে ব্যতীত আমার একান্ত কোনো বন্ধু নেই। আমি তার রব; আমি ব্যতীত তার কোনো রব নেই। সে তোমাদের নিকট সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করো; অন্যথায় তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও।"

অতঃপর আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার রবের নিকট একটি দুআ করলেন যা বর্ণনাকারী আবু হিলাল ভুলে গিয়েছিলেন। দুআর জবাবে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ٦٩

অর্থ: "হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য ঠান্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও।" (সুরা আম্বিয়া:৬৯)

ফলে সেদিন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আগুন এতটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল যে তা দিয়ে ভেড়ার পায়ের নলিও সিদ্ধ করা যায়নি। (সহীহ বুখারী:৪৫৬৩)

যুহুদ ৪: আল্লাহর হুকুমে নিজ সন্তানকে কুরবানী করার জন্য নিয়ে যাওয়া।

৪. মহান আল্লাহ বলেন,

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ۝

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ۝ۚ

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۝ۙ

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ

وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ۝

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝ۖ

سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۝

كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ؕ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ۝۝

অর্থ:'হে আমার রব, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন'।অতঃপর তাকে আমি পরম ধৈর্যশীল একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম।অতঃপর যখন সে তার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন সে বলল, 'হে প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, অতএব দেখ তোমার কী অভিমত'; সে বলল, 'হে আমার পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন। আমাকে ইনশাআল্লাহ আপনি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন'। অতঃপর তারা উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাকে* কাত করে শুইয়ে দিল {* ইসমাঈলকে} তখন আমি তাকে আহবান করে বললাম, 'হে ইবরাহীম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। নিশ্চয় আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি'। 'নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা'। আর আমি এক মহান যবেহের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করলাম। আর তার জন্য আমি পরবর্তীদের মধ্যে সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি। ইবরাহীমের প্রতি সালাম। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় সে আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম, সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবী হিসেবে, আর আমি তাকে ও ইসহাককে বরকত দান করেছিলাম, আর তাদের বংশধরদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল সৎকর্মশীল এবং কেউ নিজের প্রতি স্পষ্ট যালিম। (সূরা আস সাফফাত:১০০-১১৩)।

যুহুদ ৫: সৃষ্টিকুলের সর্বোত্তম ব্যক্তি।

৫. আনাস ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টিকুলের সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে সম্বোধন করলেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, " এই গুনে গুণান্বিত ব্যক্তি তো আমার পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম।" (আল ফাতহুর রব্বানী, ২০-৪৭/৪৮)।

ইউনূস আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা

যুহুদ **১**: আল্লাহর নিকট নিজেকে দুর্দশাকারী রূপে উপস্থাপন।

১. মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ৭০ জন নবি বাইতুল্লাহর হজ্জ করেছেন। তার মধ্যে একজন হলেন মুসা ইবনু ইমরান আলাইহিস সালাম; তার পরনে ছিল দুটি কাতাওয়ানি বস্ত্র। অপরজন ছিলেন ইউনূস আলাইহিস সালাম। হজ্জের সময় তিনি বলেছিলেন,

لَبَّيْكَ كاَشِفَ الْكَرْبِي لَبَّيْكَ

অর্থ: আমি হাজির। হে দুর্দশা দূরকারী! আমি হাজির। (তুলনীয়: হাদীস নং **৩১৩**)

যুহুদ ২: তিমির পেটে যাওয়াকে নিজের কর্মফল মনে করা এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া।

২. শাবি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, " এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলেন, ইউনূস আলাইহিস সালাম তিমির পেটে চল্লিশ দিন ছিলেন। এই কথার প্রেক্ষিতে শাবি বলেন, তিনিতো ছিলেন একদিনের ও কম সময়। দুপুরের আগে তিমি তাকে গলাধঃকরণ করে আর সূর্যাস্তের আগে হাই তুলে; তখন ইউনূস আলাইহিস সালাম সূর্যের আলো দেখতে পেয়ে বলে ওঠেন,

لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

অর্থ: আপনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয়ই আমি ছিলাম যালিম। (সূরা আম্বিয়া:৮৭)

এরপর তিমি তাকে তীরে নিক্ষেপ করে। (আল বিদায়া;১/২৩৩)

মুসা আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা

যুহুদ ১: পার্থিব চাকচিক্যের তাৎপর্য।

১. ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা মুসা এবং হারুন আলাইহিস সালামকে ফেরাউনের নিকট প্রেরণের সময় বলেছিলেন,

لا تتعجبوا من الملابس التي ألبسته. لأن جبهته في يدي. لا يستطيع الكلام، ولا يستطيع حتى أن يرف له جفن دون إذني. ولا يغرنك جمال وروعة العالم الذي أعطي له. ولو شئت لجيّنتكما ببريق الدنيا حتى يفهم فرعون أنه لا يملك مثل هذا البريق. عدم إعطاء هذه النظرات لا يعني أنكما غير مهمين بالنسبة لي؛ بل لقد أعطيتك الاحترام الذي تستحقه بحيث لا تنقص متع الدنيا من حقك في الآخرة. سأطرد أصدقائي من متع الدنيا، كما يطرد الراعي الجمل ليستريح في مكان مليء بالقمامة؛ كما يمنع الراعي جماله من القفر، كذلك سأحفظ أصدقائي من بريق العالم. ومن خلال هذا أريد أن أسلط الضوء على موقفهم؛ أريد أن أبقي قلوبهم نقية. هذه هي علامتهم - التي يمكن من خلالها التعرف عليهم وهذا هو مجدهم. اعلم أن من يرعب صديقي فهو في عداوة صريحة معي. سأنتقم لأصدقائي يوم القيامة.

অর্থ: ‘‘আমি তাকে যে পোশাক পরিয়ে রেখেছি তা দেখে তোমরা যেন ধাঁধায় না পড়ো; কারণ তার কপাল আমার হাতে; আমার অনুমতি ছাড়া সে কোন কথা বলতে পারে না, চোখের পাতাও ফেলতে পারে না। দুনিয়ার সৌন্দর্য ও চাকচিক্যের যেসব উপকরণ তাকে দেওয়া হয়েছে- তা দেখে তোমরা যেন বিভ্রান্ত না হও। আমি চাইলে দুনিয়ার চাকচিক্য দিয়ে তোমাদের দুজনকে এমন ভাবে সৌন্দর্যমন্ডিত করতাম- যা দেখে ফিরআউন বুঝতো যে এমন চাকচিক্য লাভের ক্ষমতা তার নেই। তোমাদের এসব চাকচিক্য না দেওয়ার অর্থ এই নয় যে তোমরা দুজন আমার নিকট তুচ্ছ; বরং আমি তোমাদেরকে প্রাপ্য সম্মান এমন ভাবে দিয়েছি যাতে দুনিয়ার ভোগ বিলাস তোমাদের পরকালীন পাওনাকে কমিয়ে দিতে না পারে। আবর্জনায় ভরপুর কোন জায়গায় উট বিশ্রাম নিতে চাইলে রাখাল যেভাবে তাকে তাড়িয়ে অন্যদিকে নিয়ে যায়, তেমনিভাবে আমি আমার বন্ধুদেরকে দুনিয়ার ভোগবিলাস থেকে তাড়িয়ে দিব; রাখাল যেভাবে তার উটকে ধ্বংসাত্মক ভূমি থেকে দূরে রাখে, আমিও সেভাবে আমার বন্ধুদেরকে দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে দূরে রাখবো। এর মাধ্যমে আমি তাদের অবস্থানকে

উজ্জ্বল করতে চাই; তাদের অন্তঃকরণসমূহ কে পবিত্র রাখতে চাই। এটি তাদের চিহ্ন- যা দিয়ে তাদেরকে শনাক্ত করা যাবে এবং এটিই তাদের গৌরবের ব্যাপার। জেনে রাখো- যে ব্যক্তি আমার বন্ধুকে ভীত সন্ত্রস্ত করে, সে যেন আমার সাথে প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত হলো; কিয়ামতের দিন আমি আমার বন্ধুদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিবো।"

যুহুদ ২: যিকরের পদ্ধতি।

২. আবুল জালদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি ওহী নাযিল করে বলেন,

أبق أطرافك مستيقظة أثناء ذكري؛ سوف يتذكرني براحة البال والتواضع. اجعل لسانك خلف قلبك عندما تذكرني؛ العبد المتواضع يقف أمامي. توبيخ غرائزك. لأن الغريزة هي الوعاء المناسب للتوبيخ. وعندما تتحدث معي بهدوء، سوف تتحدث بقلب مضطرب ووجه صادق۔

অর্থ: "আমাকে স্মরণ করার সময় তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহকে জাগ্রত রেখে স্মরণ করবে; সুস্থির-চিত্ত ও বিনয়াবনত হয়ে আমাকে স্মরণ করবে; আমাকে স্মরণ করার সময় তোমার জিহ্বাকে অন্তঃকরণের পশ্চাতে রাখবে; আমার সামনে দাঁড়ানোর সময় নগণ্য দাসের নেয় দাঁড়াবে; তোমার প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করবে। কেননা প্রবৃত্তিই হলো তিরস্কারের যথার্থ পাত্র। আর আমার সাথে চুপিসারে কথা বলার সময় ত্রস্ত মন ও সত্য মুখ নিয়ে কথা বলবে।"

যুহুদ ৩: আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করাও আরেক নিয়ামত।

৩. আবু জালদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসা আলাইহিস সালাম বলেন,

الهي كيف اشكرك واصغر نعمه وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بعملك وكله.

অর্থ: "ইলাহ আমার! আমি কিভাবে তোমার শুকরিয়া আদায় করব? তোমার অনুগ্রহরাজির মধ্য থেকে সবথেকে ছোট যে অনুগ্রহ তুমি আমাকে দিয়েছো, আমার সকল আমল জড়ো করলেও তো তার সমান হবে না।"

যুহুদ ৪: আল্লাহ্ যেটুকু দিয়েছেন, সেটুকুতে সন্তুষ্ট ব্যক্তিই সবচেয়ে ধনী।

৪. ইবনু আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মূসা আলাইহিস সালাম বললেন,

" হে আমার রব! তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে?"

আল্লাহ্ বললেন, " তাদের মধ্যে যে আমাকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে।"

মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, " রব! তাহলে তোমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী কে?"

আল্লাহ্ বললেন, "আমি যেটুকু দিয়েছি, সেটুকুতে যে সন্তুষ্ট থাকে।"

মুসা আলাইহিস সালাম জানতে চাইলেন, "হে আমার রব! তোমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বিচারক কে?"

আল্লাহ্ বললেন, "যে ব্যক্তি নিজের জন্য সেই ফয়সালা দেয়-যা সে অন্যের জন্য দিয়ে থাকে।"

যুহুদ ৫: গরীব মানুষকে অসন্তুষ্ট করলে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন।

৫. ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা মূসা আলাইহিস সালামের উপর ওহী নাযিল করে বললেন,

إن أهل أمتك يبنون لي بيوتاً كثيرة، أي مساجد ويذبحون. أنا لا أعيش في المنزل. ولا تأكل اللحوم. ولكن بيني وبينهم عهد واحد وهو إقامة العدل بين الغني والفقير. وعهد آخر بيني وبينهم أنهم إذا أشبعوا المسكين أرضيت عنهم؛ وإذا أغضبوا الفقراء أسخط أنا عليهم.

অর্থ:"তোমার জাতির লোকেরা আমার জন্য অনেক গৃহ অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণ করছে এবং কোরবানি পেশ করছে। আমিতো গৃহে বসবাস করি না; এবং গোশত ও খাই না। তবে তাদের এবং আমার মধ্যে একটি অঙ্গীকার রয়েছে এবং সেটি হল- তারা যেন ধনী ও গরিবের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। এবং তাদের ও আমার মাঝে আরেকটি অঙ্গীকার হলো- তারা যখন নিঃস্ব লোকদের সন্তুষ্ট রাখবে, তখন আমিও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকব; আর তারা যখন নিঃস্ব লোকদের অসন্তুষ্ট রাখবে, তখন আমিও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো।"

দাউদ আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা

যুহুদ ১: আল্লাহর ভয়ে অধিক কান্নাকাটি।

১. ইসমাঈল ইবনে আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, দাউদ আলাইহিস সালামকে তার অধিক কান্নাকাটির জন্য তিরস্কার করা হলে তিনি বলতেন, "আমাকে কাদতেঁ দাও, সেদিন আসার পূর্বে- যেদিন মানুষ কাদবে, অস্থি মজ্জাগুলোকে পোড়ানো হবে, দাড়িতে আগুন লেগে যাবে; সেদিন আসার পূর্বে- যেদিন আমার ব্যাপারে রুক্ষ ও কর্কশ ফেরেশতাদের নির্দেশ দেওয়া হবে, যারা আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হয় না, বরং তাই করে যা করার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।" (তুলনীয়; হাদীস নং ৩৩৩,৩৩৪)

যুহুদ ২: সারাজীবন শুকরিয়া করে একটি নেয়ামতেরও শুকরিয়া করে শেষ করা যায় না।

২. হাসান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম বলেন,

يا الله! لو كان لكل شعرة لسانين، ولو استطاعوا أن يسبحوك إلى الأبد، لما انتهى ذلك من بركة وشكر.

অর্থ: " ইয়া আল্লাহ! আমার প্রতিটি চুলের যদি দুটি জিহ্বা থাকতো এবং সেগুলো যদি যুগ যুগান্তর তোমার প্রশংসা করতে থাকতো, তাতে একটি নেয়ামতেরও শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যেতো না।"

যুহুদ ৩: সবকিছুর চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভালোবাসা।

৩. মালিক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, দাউদ আলাইহিস সালাম এভাবে দুয়া করতেন,

يا الله! واجعل حبك أحب إلي من نفسي وسمعي وبصري وأهلي وماءي البارد.

অর্থ: " হে আল্লাহ! আমার নিকট তোমার ভালোবাসাকে আমার নিজস্ব সত্তা, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, পরিবার পরিজন ও শীতল পানির চেয়ে অধিক প্রিয় করে তোলো।"

যুহুদ ৪: অধিক কান্নাকাটির ফলে চোখের পানি খাবারে মিশে যেতো।

৪. ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, দাউদ আলাইহিস সালামের দ্বারা একটি নিন্দনীয় কাজ হয়ে যাওয়ায় তিনি এত বেশি কেঁদেছিলেন যে, তিনি যে খাবার বা পানীয় পান করতেন, তাতে তার অশ্রু মিশে যেতো।

যুহুদ ৫: মধ্যম অবস্থা কামনা।

৫. উমর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে দারবা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, দাউদ আলাইহিস সালামের দুয়াসমূহের মধ্যে একটি ছিল,

يا الله! لا تجعلني أعيش في مثل هذا الفقر. ونتيجة لذلك سوف أنساك. مرة أخرى، لا تعطي الكثير من الوفرة؛ ونتيجة لذلك سوف أتجاوز.

অর্থ: " হে আল্লাহ! আমাকে এতটা দারিদ্র্যে নিপতিত করো না; যার ফলে আমি তোমাকে ভুলে যাবো। আবার এতটা প্রাচুর্য্যও দিও না; যার ফলে আমি সীমালংঘন করবো।"

সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা

যুহুদ ১: বেঁচে থাকার জন্য স্বল্পতম জীবন উপকরণই যথেষ্ট।

১. খাইসামা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ আলাইহিস সালাম বলেন,

لقد اختبرنا نعومة الحياة وخشونتها. جوهر التجربة هو أن ضروريات الحياة تكفي للبقاء على قيد الحياة

অর্থ: "জীবনের কোমলতা ও রুক্ষতা- উভয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমাদের। অভিজ্ঞতার সারকথা হলো- বেঁচে থাকার জন্য স্বল্পতম জীবন উপকরণই যথেষ্ট।"

যুহুদ ২: নারীর ফিতনা।

২. মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ আলাইহিস সালাম তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

امشي وراء الاسد والاسودي؛ ولا تمشي وراء امراة.

অর্থ: "সিংহ ও কালো সাপের পিছু নিও; কিন্তু নারীর পিছু নিও না।"

যুহুদ ৩: দুনিয়া থেকে সবচেয়ে নিকটে হলো আখিরাত।

৩. বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, দাউদ আলাইহিস সালাম সুলাইমান আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করেন,

أي كائن هو أروع؟ أي كائن هو أحلى؟ أي كائن هو الأقرب؟ أي كائن هو الأبعد؟ أي كائن لديه أقل كمية؟ أي كائن لديه أكبر كمية؟ أي كائن هو الأكثر أحب؟ ولا يوجد كائن أكثر وعورة

অর্থ:"কোন বস্তু সবচেয়ে শীতল? কোন বস্তু সবচেয়ে মিষ্টি? কোন বস্তু সবচেয়ে নিকটে? কোন বস্তু সবচেয়ে দূরে? কোন বস্তু পরিমাণে সবচেয়ে কম? কোন বস্তু পরিমাণে সবচেয়ে বেশি? কোন বস্তু সবচেয়ে বেশি প্রিয়? আর কোন বস্তু সবচেয়ে বেশি রুক্ষ?"

জবাবে তিনি বলেন,

أحلى العباد روح الله. أروع ما في الأمر هو عفو الله عن الناس وتسامح الناس مع بعضهم البعض. أعز ما في الجسد هو الروح؛ وأقسى شيء هو إخراج الروح من الجسد. وأقلها كميةً هي القناعة؛ والشك هو الأكثر كمية. أقرب ما يكون من الدنيا الآخرة؛ والدنيا أبعد من الآخرة.

অর্থ: "সবচেয়ে মিষ্টি হল বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ'র রুহ। সবচেয়ে শীতল হলো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং মানুষের একে অপরকে ক্ষমা করে দেওয়া। সবচেয়ে প্রিয় হলো দেহের মধ্যে রুহ্; আর সবচেয়ে রুক্ষ হলো দেহ থেকে রুহ টেনে-হিঁচড়ে বের করে নেওয়া। পরিমাণে সবচেয়ে কম হল দৃঢ় বিশ্বাস; আর পরিমাণে সবচেয়ে বেশি হলো সংশয়। দুনিয়া থেকে সবচেয়ে নিকটে হলো আখিরাত; আর সবচেয়ে দূরে হলো আখিরাত থেকে দুনিয়া।"

যুহুদ ৪: আল্লাহর ভয় সবকিছুকে পরাজিত করে।

৪. ইয়াহইয়া রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ আলাইহিস সালাম তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন,

ابني! من أسوأ جوانب الحياة هو الانتقال من مكان إلى آخر.

অর্থ: "ছেলে আমার! জীবনের একটি খারাপ দিক হল- এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া।"

তারপর তিনি বলেন,

المشي في خوف من الله تعالى. لأن الخوف من الله غالب على كل شيء.

অর্থ: "আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলো। কারণ আল্লাহর ভয় সবকিছুকে পরাজিত করে।"

যুহুদ ৫: জীবিকা।

৫. ইবনু আতা রহিমাহুল্লাহ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, সুলাইমান আলাইহিস সালাম নিজ হাতে তালপাতার কাজ করতেন। খেজুর গুড়া করে জবের রুটির সাথে খেতেন এবং বনি ইসরাইলের লোকেদের খাওয়াতেন। (তুলনীয় হাদীস ৩৪৮)

ঈসা আলাইহিস সালাম এর দুনিয়া বিমুখতা

যুহুদ ১: যাদের সাথে ওঠাবসা করা উচিত।

১. জাফর আবু গালিব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম এর একটি উপদেশ,

تحبّبوا إلى الله ولو غضب المذنبون. تقربوا إلى الله على بغضهم، واطلبوا رضوان الله في سخطهم.

অর্থ: "পাপিষ্ঠরা ক্রোধান্বিত হলেও তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর নিকট প্রিয় করে তোলো; তাদের ঘৃণা সত্বেও তোমরা আল্লাহর নিকটবর্তী হও এবং তাদের অসন্তুষ্টির মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টি খুঁজে বেড়াও।"

তারা বললেন, "হে আল্লাহর নবী! তাহলে আমরা কার সাথে ওঠাবসা করব?"

তিনি বললেন,

تحركوا مع من يوسع تأثيره نطاق أعمالكم؛ ومن ترى ستذكر الله. وإذا رأيت أفعاله ستصاب بخيبة أمل من العالم.

অর্থ: "তার সাথে ওঠাবসা করো যার প্রভাবে তোমার আমলের পরিধি সম্প্রসারিত হবে; যাকে দেখলে তোমার আল্লাহ'র কথা স্মরণ হবে; এবং যার কর্মকাণ্ড দেখলে দুনিয়ার প্রতি তোমাদের মোহ কাটবে।"

যুহুদ ২: কবরের নিঃসঙ্গতা।

২. ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম এবং তার কতিপয় সাথী একটি কবরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। লাশ কবরে নামানো হলে সাহাবীগণ কবরের অন্ধকার, নিঃসঙ্গতা ও সংকীর্ণতা নিয়ে কথা বলেন। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন,

لقد كنت في مكان أضيق في بطن أمك؛ فلما أراد الله أن يوسع فيكم وسعه.

অর্থ: "তোমরা মায়ের পেটে এরচেয়েও সংকীর্ণ জায়গায় ছিলে; অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাদের জায়গা সম্প্রসারণ করতে চাইলেন, সম্প্রসারণ করে দিলেন।"

যুহুদ ৩: ডান হাতে দান করলে বাম হাত যেন জানতে না পারে।

৩. হিলাল ইবনে ইয়াসার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন,

إذا تصدق أحدكم بيمينه، فليخفيها عن شماله، وليسدل ستر بابه في الصلاة؛ لأن الله يقسم الحمد كما يقسم أسباب الحياة.

অর্থ: "তোমাদের কেউ ডান হাতে দান করলে সে যেন তা বাম হাত থেকে গোপন রাখে, আর সালাতের সময় সে যেন তার দরজার পর্দা টেনে নেয়; কারণ আল্লাহ প্রশংসাও সেভাবে বন্টন করেন যেভাবে তিনি জীবন উপকরণ বন্টন করে থাকেন।"

যুহুদ ৪: দুনিয়া বিরাগ

৪. সাবিত রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে বলা হলো, ‘ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রয়োজনের সময় আরোহন করার জন্য একটি গাধা নিন।’ তিনি বললেন,

سيشغلني الله بشيء واحد، ومنزلتي عند الله أعلى من ذلك الشيء بكثير.

অর্থ: “আল্লাহ আমাকে একটি বস্তু দিয়ে ব্যস্ত রাখবেন-ওই বস্তুর চেয়ে আল্লাহর নিকট আমার মর্যাদা আরো অনেক বেশি।”

যুহুদ ৫: সম্পদ ও মন।

৫. ইব্রাহিম তাইমি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন,

اكنزوا كنوزكم في السماء. لأن عقل الرجل متعلق بثروته.

অর্থ:“তোমাদের ধন-সম্পদ আসমানে জমা রাখো। কারণ মানুষের মন তার ধন-সম্পদের কাছে থাকে।”(আল বিদায়া:২/৯৯)।

যুহুদ ৬: ইবাদত যথাসম্ভব গোপন রাখা।

৬. হিলাল ইবনে ইয়াসার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন,

إذا صام أحدكم فليدهن بالزيت لحيته ويمسح شفتيه. وحتى عندما يخرج يرى الناس حالته ويقولون إنه غير صائم.

অর্থ: “তোমাদের কেউ সাওম বা রোজা রাখলে সে যেন তার দাড়িতে তেল মাখে এবং ঠোঁট যুগল মুছে রাখে; এমনকি সে বাহিরে গেলে লোকেরা যেন তার অবস্থা দেখে বলে- সে সাওম পালন করছে না।”

যুহুদ ৭: কিয়ামতের কথা স্মরণ।

৭. সুফইয়ান রহিমাহুল্লাহ বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম কেয়ামতের কথা স্মরণ করলেই মহিলাদের ন্যায় চিৎকার করে কাঁদতেন। (আল বিদায়া:২/৯৬)

যুহুদ ৮: সম্পদের সামনে মাথা নত না করার নির্দেশ।

৮. আবুল হুজাইল রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম বলেন, 'রাগ করো না।' ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন, 'আমি তো রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।' তখন ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম বলেন, 'সম্পদের সামনে মাথা নত করো না।' ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন, 'তবে এটি সম্ভবত আমি মেনে চলতে পারব।'

যুহুদ ৯: পার্থিব সম্পদের ক্ষণস্থায়িত্বের উদাহরণ।

৯. মাকহুল রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম বললেন,

يا هواريجون! من منكم يستطيع بناء منزل على البحر؟

অর্থ: "ওহে হাওয়ারিগন! তোমাদের মধ্যে কে সমুদ্রের উপর একটি গৃহ নির্মাণ করতে পারবে?"

তারা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এ কাজ আবার কে করতে পারে?"

ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন,

فاحذروا الدنيا؛ فلا تجعل الدنيا مسكنك الدائم .

অর্থ: " সুতরাং দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও; দুনিয়াকে স্থায়ী নিবাস বানিও না।" (আল বিদায়া:২/৯৭)

যুহুদ ১০: দুনিয়া প্রীতি ও মুসিবত।

১০. ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম তার হাওয়ারিগণ বা সাহাবীগণদের বলেন,

الحق أقول لكم: من يحب العالم منكم أكثر، يقلق أكثر من الخطر والمتاعب.

অর্থ: "আমি তোমাদের সত্যি বলছি- তোমাদের মধ্যে যার দুনিয়া প্রীতি বেশি, বিপদ মুসিবত নিয়ে তার দুশ্চিন্তাই বেশি।"

সাহাবাদের চোখে দুনিয়া বিমুখতা

সাহাবা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমগণ হলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরসূরী। তারা নবীজিকে সচক্ষে দেখেছেন, তার প্রতিটি কথা নিজ কানে শুনেছেন এবং তার প্রতিটি কর্ম নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমৃত্যু যে পথে হেঁটেছেন, সাহাবা আজমাঈন রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমগণ ও আমৃত্যু সেই পথে হেঁটেছেন। নবীজীর প্রতিটি কাজ কর্ম এবং উপদেশ তারা মৃত্যু পর্যন্ত অনুসরণ করে চলেছেন। তাই সাহাবা আজমাঈনদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা কতটা দুনিয়া বিমুখ ছিলেন এবং আখিরাতমুখী ছিলেন। নিচে সাহাবা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমগনের বিভিন্ন কথা, উক্তি, উপদেশ, মন্তব্য পেশ করা হলো যা তাদের দুনিয়া বিমুখতার সাক্ষী হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের মাঝে বিরাজমান থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

আবু বকর সিদ্দীক রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দুনিয়া বিমুখতা

১. সেই ব্যক্তিই অভিশপ্ত যে মরে যায় অথচ তার খারাপ কাজগুলো পৃথিবীতে রয়ে যায়।

২. অপরের কষ্ট দূর করার জন্য কষ্ট করার মাঝে রয়েছে মহত্বের প্রকৃত নির্যাস।

৩. মৃত্যুকে খুঁজো (অর্থাৎ, সাহসী হও) তাহলে তোমাদেরকে জীবন দান করা হবে।

৪. পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে সবর করার চেয়ে পরীক্ষা থেকে সুরক্ষিত থেকে কৃতজ্ঞ হওয়া আমার কাছে বেশি পছন্দের।

উমর ইবনুল খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দুনিয়া বিমুখতা

১. এসো আমরা আমাদের ঈমানকে বাড়াই, আর তাই চলো আমরা আল্লাহকে স্মরণ করি।

২. যিনি ছাড়া কোন রব নেই সেই আল্লাহর কসম, যদি আমার কাছে দুনিয়ার সকল স্বর্ণ এবং রৌপ্য থাকতো, আমি সেগুলোর বিনিময়ে হলেও মৃত্যুর পরে যে ভয়াবহতা রয়েছে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতাম।

৩. যারা সবসময় ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে তাদের সাথে উঠাবসা করুন, কেননা তাদের হৃদয় সবচেয়ে কোমল।

৪. নিজেকে নিয়মিত জাহান্নামের (আগুণের) কথা স্মরণ করিয়ে দিন, কেননা নিশ্চিতভাবেই জাহান্নামের উত্তাপ অত্যন্ত বেশি, গভীরতা অত্যাধিক এবং তার অস্ত্র হলো লোহা।

৫. আমরা তো মর্যাদাহীন লোক ছিলাম, আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন ইসলামের মাধ্যমে। সুতরাং, আমরা যদি আল্লাহ আমাদেরকে যা দ্বারা সম্মানিত করেছেন তা থেকে দূরে সরে গিয়ে অন্য কোথাও সম্মান খুঁজি তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে পুনরায় অপমানিত করবেন।

৬. আল্লাহকে ভয় করো, কেননা যে তাকে ভয় করে সে কখনো একাকীত্ব অনুভব করে না।

৭. কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখে বোকা হয়ে যেয়ো না কারণ তখন আমরা কেবল শব্দগুলো উচ্চারণ করি। বরং, তার দিকে লক্ষ্য করো যে কুরআন অনুযায়ী আমল করলো।

৮. আবু আল-আশহাব বলেন:

একদিন উমার (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) একটি ময়লা-আবর্জনার স্তূপ অতিক্রম করার সময় থমকে দাঁড়ালেন, দেখে মনে হচ্ছিলো তার সঙ্গীগণ এতে (দুর্গন্ধে) কষ্ট পাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, “এটা তোমাদের সেই পৃথিবী যার জন্য তোমাদের এত আগ্রহ এবং যার জন্য তোমরা কান্নাকাটি করো।”

৯. উমার ইবনুল খাত্তাব (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তার খিলাফতকালে গভর্নরদের প্রতি তার লেখা চিঠিতে বলেছিলেন:

“আপনাদের ব্যাপারে যে বিষয়টি আমার চোখে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো নামাজ; যে নিয়মিত নামাজ আদায় করে সে তার ঈমানকে সুরক্ষিত করে, কিন্তু যে নামাজকে অবহেলা করে, সে ঈমানের অন্যান্য বিষয়গুলোতে অবহেলা করতে বাধ্য হয়।”

১০. একাকী হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো তুমি খারাপ সঙ্গ পরিত্যাগ করেছ। কিন্তু একজন ভালো বন্ধু থাকা একাকীত্বের চাইতে উত্তম।

১১. তোমাদের মধ্যে যারা ফাতওয়া দেয়ার ব্যাপারে দুঃসাহসী, তারা দুঃসাহসী (পাপ করে) জাহান্নামে যাওয়ার ব্যাপারেও।

১২. আল্লাহর আনুগত্য করা ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে আল্লাহর সাথে একজন ব্যক্তির কোন সম্পর্ক থাকে না।

১৩. যারা অন্যদের মন কাড়তে এমন কিছু বিষয় দাবী করে যা তাদের মাঝে নেই, আল্লাহ তাদেরকে অপমানিত করবেন।

১৪. আমাদের জীবনের সবচাইতে স্বাস্থ্যকর উপাদান হচ্ছে সবর (ধৈর্য)।

১৫. উতবান ইবনে মুসলিম (রা) বলেন যে, একবার তিনি ৩০ মাস উমার বিন খাত্তাবের (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সঙ্গী ছিলেন। সে সময় উমারকে (রা) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তিনি প্রায়ই বলতেন যে, তিনি জানেন না।

উসমান ইবনে আফফান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দুনিয়া বিমুখতা

১. দুনিয়া নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করা অন্তর হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন, আখিরাত নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করা অন্তর হলো আলোকিত।

২. অন্তরসমূহ যদি পরিশুদ্ধ হয় তাহলে আল্লাহর গ্রন্থ কুরআনুল কারীমে তাদের তৃষ্ণা কখনো সম্পূর্ণ মিটবে না।

আলী ইবনে আবু তালিব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দুনিয়া বিমুখতা

১. হযরত আলী (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তার ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলেন,

"হে আমার সন্তান! আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করো যে সমগ্র মানবজাতির ভালো কাজের সমতূল্য সওয়াব নিয়েও যদি তুমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করো তবু তিনি তা কবুল করবেন না; এবং আল্লাহর ব্যাপারে এমন আশাবাদী হও যে সকল মানুষের করা পাপকাজের সমপরিমাণ পাপ নিয়েও যদি তুমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করো তবু তিনি তোমায় ক্ষমা করে দিবেন।"

২. যেসব পাপকাজ তোমরা গোপনে করে থাকো সেগুলোকে ভয় করো, কেননা সেসব পাপের সাক্ষী বিচারক স্বয়ং নিজেই।

৩. কারো অধঃপতনে আনন্দ প্রকাশ করো না, কেননা ভবিষ্যত তোমার জন্য কী প্রস্তুত করে রেখেছে সে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞানই নেই।

৪. আপনার গর্বকে ছুঁড়ে ফেলুন, দাম্ভিকতাকে দমিয়ে দিন আর আপনার কবরকে স্মরণ করুন।

৫. আপনার দ্বারা নেক কাজ সাধিত হলে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করুন, এবং যখন অসফল হবেন তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

৬. কল্যাণপ্রাপ্ত তো সেই ব্যক্তি যার নিজের পাপসমূহ তাকে অন্যদের পাপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ থেকে বিরত রাখে।

৭. জ্ঞানের মত সম্পদ আর নেই, অজ্ঞতার মতন দারিদ্র্য আর নেই।

৮. জ্ঞানের জন্য যথেষ্ট সম্মানজনক একটি বিষয় হলো, যারা তেমন একটা জ্ঞানার্জন করেননি, তারাও তা দাবী করেন এবং তাদেরকে যখন জ্ঞানী বলে সম্বোধন করা হয়, তারা আনন্দিত হন। অন্যদিকে অজ্ঞতার জন্য এটাই যথেষ্ট লজ্জাজনক যে, একজন অজ্ঞ লোকও তাকে অজ্ঞ বলে সম্বোধন করাকে ঘৃণা করে।

৯. ফুলের মতন হও, যে তাকে দলিত করে তাকেও সে সুগন্ধ বিলায়।

১০. হে লেখক! তুমি যা লিখছ তার সবই একজন ফেরেশতা নজরদারী করছেন।তোমার লেখালেখিকে অর্থপূর্ণ করো কেননা অবশেষে একদিন সব লেখাই তোমার কাছে ফেরত আসবে এবং তুমি যা লিখেছ তার জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আয়শা সিদ্দিকা রদ্বিয়াল্লাহু আনহার দুনিয়া বিমুখতা

১. এক ব্যক্তি আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো,

"আমি কখন জানতে পারবো যে আমি দ্বীনদার?"

তিনি উত্তর দিলেন,

"যখন আপনি উপলব্ধি করবেন যে আপনি একজন গুনাহগার।"

সে জিজ্ঞাসা করলো,

"আর আমি কখন বুঝবো যে আমি একজন গুনাহগার?"

আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন,

"যখন আপনি মনে করবেন আপনি একজন দ্বীনদার।"

২. আসমা বিনতু আবু বকরের (রদ্বিয়াল্লাহু আনহা) মধ্যে সততা, দানশীলতা, মহত্ব ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার মত এমন সব সুষম চারিত্রিক গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছিল যা ছিল বিরল। তার দানশীলতা তো একটি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তার ছেলে আবদুল্লাহ বলেন:

"আমি আমার মা আসমা ও খালা আয়িশা থেকে অধিক দানশীলা কোন নারী দেখিনি। তবে তাঁদের দু'জনের দান প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ ছিল। আমার খালার স্বভাব ছিল, প্রথমতঃ তিনি বিভিন্ন জিনিস একত্র করতেন। যখন দেখতেন, যে যথেষ্ট পরিমাণ জমা হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ করে একদিন তা সবই গরীব মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মা'র স্বভাব ছিল ভিন্নরূপ। তিনি আগামীকাল পর্যন্ত কোন জিনিস নিজের কাছে জমা করে রাখতেন না।"

আবদুল্লাহ ইবনে উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দুনিয়া বিমুখতা

১. মৃত্যুশয্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেনঃ

"গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনগুলোতে সাওম পালন করা এবং রাতের বেলা সলাতে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া এই পৃথিবীর আর কোন কিছুকে ছেড়ে যেতে আমি দুঃখবোধ করি না।"

২. আল্লাহর শপথ! যদি আমি না খেয়ে সারাদিন রোযা রাখি, সারারাত না ঘুমিয়ে সলাতে দাঁড়িয়ে থাকি, আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করি; এরপর যদি যারা আল্লাহকে মেনে চলেন এমন মানুষদের প্রতি অন্তরে ভালোবাসা না রেখে এবং যারা আল্লাহর অবাধ্য তাদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা না রেখে মারা যাই ; সেই কাজগুলো আমাকে একটুও উপকৃত করবে না।

৩. হযরত উমারের যুগে যখন সকল সাহাবীর ভাতা নির্ধারিত হয়, তখন ইবনে উমারের ভাতা নির্ধারিত হয় আড়াই হাজার দিরহাম। পক্ষান্তরে উসামা ইবন যায়িদের ভাতা নির্ধারিত হয় তিন হাজার দিরহাম। ইবন উমার পিতা উমার (রা) -এর নিকট এ বৈষম্যের প্রতিবাদ করে বলেন, কোন ক্ষেত্রেই যখন আমি তার থেকে এবং আপনি তার পিতা থেকে পিছিয়ে নেই, তখন এই বৈষম্যের কারণ কি? উমার (রা) বলেন, সত্যই বলেছ। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিতাকে তোমার পিতা থেকে এবং তাঁকে তোমার থেকে বেশি ভালোবাসতেন। জবাব শুনে ইবন উমার (রা) চুপ হয়ে যান।

৪. সত্য কথা বলতে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কখনো ভয় পেতেন না।

৫. ইবনে উমারের জীবনীতে আমরা দেখতে পাই, তাঁর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল ছিল। হাজার হাজার দিরহাম একই বৈঠকে ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। কিন্ত তার নিজের ঘরের আসবাবপত্রের মোট মূল্য একশ দিরহামের বেশি ছিলনা। মায়মূন ইবন মাহরান বলেন, "আমি ইবন উমারের ঘরে প্রবেশ করে লেপ, তোষক, বিছানাপত্র ইত্যাদির দাম হিসাব করলাম। সব মিলিয়ে একশ দিরহামের বেশি হলনা।" তিনি এমনই সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। নিজের কাজ তিনি নিজ হাতে করতেন। নিজের কাজে অন্য কারো সাহায্য গ্রহণ তাঁর মনঃপুত হতো না। তারা এমনিভাবে দুনিয়া বিমুখ হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দুনিয়া বিমুখতা

১. জঘন্য পাপগুলোর একটি হলো যখন একজন মানুষ তার অপর ভাইকে বলে, "আল্লাহকে ভয় করো" এবং সে তার জবাবে বলে, "তোমার নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো।

২. জ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার আগেই তা অর্জন করো, আর জ্ঞান হারিয়ে যায় যখন আলেমগণ ইন্তেকাল করেন। তোমরা জানো না যে কখন তা তোমাদের কাজে লাগবে।

৩. আল্লাহ যা আগে থেকেই নির্ধারিত রেখেছেন সে ব্যাপারে 'যদি এমনটি না হতো' বলার চেয়ে উত্তপ্ত লাল কয়লা ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত কামড়ে ধরে থাকাও আমার কাছে অনেক প্রিয়।

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জীবিত ছিলেন উসমান (রা) এর খিলাফতকাল পর্যন্ত । তিনি যখন অন্তিম রোগ শয্যায়, তখন উসমান (রা) একদিন তাকে দেখতে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ

– আপনার অভিযোগ কীসের বিরুদ্ধে?

— আমার পাপের বিরুদ্ধে।

– আপনার চাওয়ার কিছু আছে কি?

— আমার রবের রহমত বা করুণা।

– বহুবছর যাবত আপনার ভাতা নিচ্ছেন না, তা কি আবার দেয়ার নির্দেশ দেব?

— আমার কোন প্রয়োজন নেই।

দিনশেষে রাত্রি নেমে এলো, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ তার রফীকে আলা-শ্রেষ্ঠতম বন্ধুর সাথে মিলিত হলেন। খলীফা উসমান তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং হযরত উসমান ইবন মাজউনের (রা) পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

৫. আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কাজ করে যদি আপনি লোকজনকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবেন না।

৬. ভালো কাজকে যিনি বীজ হিসেবে বুনেছেন সম্ভবত তার ফসল হবে আশা, খারাপ কাজকে যে বীজ হিসেবে বুনেছে সম্ভবত তার ফসল হবে অনুতাপ।

৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদকে (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলা হয়েছিলো,

"আমরা কিয়াম আল-লাইল আদায় করতে পারছি না।"

তিনি উত্তর দিলেন, "তোমাদের নিজেদের পাপকাজগুলো থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখ।"

৮. নিশ্চয়ই একজন লোকের কোন কাজ ছাড়া অযথা বসে থাকা দেখতে আমি ঘৃণা করি, যখন সে দুনিয়ার জীবনের জন্য কোন কাজ করছে না, এমনকি আখিরাতের জন্যও কিছু করছে না।

আবু দারদা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দুনিয়া বিমুখতা

১. আমি এমন তিনটি জিনিস ভালোবাসি লোকে যা ঘৃণা করে : দারিদ্র, অসুস্থতা এবং মৃত্যু। আমি এদের ভালোবাসি কেননা দারিদ্র হচ্ছে বিনয়, অসুস্থতা হলো গুনাহের মোচন এবং মৃত্যুর ফলাফল হলো আল্লাহর সাথে সাক্ষাত লাভ করা।

২. শরীরের সম্পদ হচ্ছে সুস্বাস্থ্য।

৩. আপনি ততদিন পর্যন্ত 'আলিম (স্কলার) হতে পারবেন না যতদিন পর্যন্ত আপনি মুতা'আল্লিম (ছাত্র) হতে না পারছেন এবং আপনি ততদিন পর্যন্ত মুতা'আল্লিম (ছাত্র) হতে পারবেন না যতদিন আপনার যেটুকু 'ইলম (জ্ঞান) আছে তদনুযায়ী 'আমল (কাজ) না করছেন।

৪. আমি সিজদারত অবস্থায় আমার ৭০ জন দ্বীনী ভাইয়ের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করি, আমি তাদের সবার নাম এবং তাদের পিতার নাম উল্লেখ করি।

তাবেয়ীদের চোখে দুনিয়া বিমুখতা

আল হাসান আল-বাসরী রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা

১. আল হাসান আল-বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"মন্দের মূল তিনটি এবং শাখা ছয়টি।

মূল তিনটি হলো –

১) হিংসা-বিদ্বেষ,

২) লোভ-লালসা এবং

৩) দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা।

আর শাখা ছয়টি হলো –

১) নিদ্রা,

২) পেট ভরে খাওয়া,

৩) আরাম-আয়েশ,

৪) নেতৃত্ব,

৫) প্রশংসা পাওয়া ও

৬) গর্ব-অহংকারের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা।

২. এই দুনিয়াতে কল্যাণময় হচ্ছে জ্ঞানার্জন ও আল্লাহর ইবাদাত করা এবং আখিরাতে কল্যাণময় হচ্ছে জান্নাত।

৩. আল্লাহর যিকরে, সলাতে এবং কুরআন তিলাওয়াতে যে ব্যক্তি সুখ খুঁজে পায় না, সে অন্য কোথাও তা খুঁজে পাবে না।

৪. ইমাম আল-হাসান আল-বাসরী বলেছিলেন:

“পৃথিবীর জীবনটা তিনটি দিনের–

গতকালের দিনটিতে যা করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে সেটি চলে গেছে;

আগামীকালের দিনটিতে হয়ত আপনি না-ও পৌছতে পারেন;

কিন্তু আজকের দিনটি আপনার জন্য সুতরাং যা করার আজই করে নিন।

৫. আমি এমন মানুষ দেখেছি, যাদের জন্যে এই দুনিয়া তাদের পায়ের নিচের ধুলো থেকেও তুচ্ছ। আমি এমন মানুষ দেখেছি যারা দিনশেষে শুধুমাত্র তাদের নিজের অংশের খাবারটুকু জোগাড় করতে পারতেন, তবুও তারা বলতেন, “আমি এর সবটুকু দিয়ে নিজের উদরপূর্তি করব না। আমি অবশ্যই এর কিছু অংশ আল্লাহর ওয়াস্তে দান করব।” এরপর তারা তাদের খাবারের কিছু অংশ দান করে দিতেন যদিও গ্রহণকারীর চেয়ে ওই খাবারটুকু তাদেরই বেশি প্রয়োজন ছিল।

৬. “হায় আদম সন্তান! তোমরা কি আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করতে সক্ষম? যে আল্লাহকে অমান্য করে সে তো তাঁর সাথেই যুদ্ধ ঘোষণা করল! আল্লাহর শপথ! বদরের ৭০ জন যোদ্ধার সাথে আমার দেখা হয়েছে। তাদের বেশিরভাগেরই পোষাক ছিল পশমের।”

তোমরা যদি তাদের দেখতে তাহলে তাদের উন্মাদ বলতে, আর তারা যদি তোমাদের মধ্যে উত্তমদের দেখতেন তাহলে বলতেন, “আখিরাতে তাদের জন্যে কিছু নেই।” তারা যদি তোমাদের মধ্যে অধমদের দেখতেন তাহলে তারা বলতেন, “তারা শেষ বিচারের দিন’-এ বিশ্বাস করে না।”

৭. অন্তরের মাঝে যেসব কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয় এবং দূর হয়ে যায় তা সব শয়তানের পক্ষ থেকে। এসব কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য আল্লাহর যিকর ও কুরআন তিলাওয়াতের সাহায্য নেয়া উচিত।

আর যেসব কুমন্ত্রণা স্থায়ী হয়ে যায়, বুঝতে হবে তা নফসের পক্ষ থেকে। আর তা দূর করার জন্য সলাত, সাওম এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাহায্য নেয়া উচিত।

৮. দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের জন্য বিক্রি করলে আপনি দুই জীবনেই জয়ী হবেন।

আখিরাতের জীবনকে দুনিয়ার জন্য বিক্রি করলে আপনি দুই জীবনেই পরাজিত হবেন।

৯. হাসান আল-বাসরীকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো,

“বান্দার কি লজ্জা পাওয়া উচিত না যে পাপ করার পর সে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তারপর আবার পাপ করে এবং আবারো অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করে?”

তিনি বললেন, “শয়তান ঠিক সেটাই চায়, কখনো অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করা (ইস্তিগফার) থামিয়ে দিয়ো না।”

১০. আমি সেসব মানুষদের (সালাফদের) দেখেছিলাম তারা তাদের দিরহাম ও দিনারের (অর্থাৎ, তাদের টাকার) চেয়ে সময়ের প্রতি অনেক বেশি যত্নবান ছিলেন।

১১. নিকৃষ্ট তো সেই মৃতব্যক্তির পরিবারের মানুষগুলো, যারা মৃত মানুষটির জন্য কান্নাকাটি করে অথচ তার রেখে যাওয়া ঋণ পরিশোধ করে না।

১২. ”হে আদমের সন্তানেরা! পৃথিবীর মাটির উপরে যতক্ষণ ইচ্ছা করে হেঁটে নাও কেননা খুব শীঘ্রই সেটা তোমার কবরে পরিণত হয়ে যাবে। মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে তো তোমার জীবনের আয়ু কমে যাওয়াকে তুমি ঠেকিয়ে রাখতে পারোনি।”

১৩. এক ব্যক্তি ইমাম আল-হাসান আল-বাসরি (রাহিমাহুল্লাহ) এর কাছে এসে বললোঃ

– ‘আপনার আশেপাশে কিছু মানুষ এসে বসে যেন তারা আপনার দোষ-ত্রুটি খুঁজে পায়।’

তিনি উত্তর দিলেন,

– “আমি আমার অন্তরকে জান্নাত চাইতে অনুপ্রাণিত করেছিলাম এবং তা জান্নাতের জন্য আকাঙ্খিত হয়েছে। এরপর আমি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইতে অনুপ্রাণিত করেছি এবং তা সেই মুক্তির আকাঙ্খা করেছে। অতঃপর আমি চেয়েছি আমার অন্তর যেন মানুষের কাছ থেকে মুক্তি পায়, কিন্তু তার জন্য কোন উপায় খুঁজে পাইনি।

যেসব মানুষ তাদের সবকিছুর দাতা আল্লাহর উপরে সন্তুষ্ট হয়নি তারা কীভাবে তাদেরই মত অন্য একজন সৃষ্টির উপরে সন্তুষ্ট হতে পারে?”

১৪. আমরা হাসি-ঠাট্টা করি, কিন্তু কে জানে– হয়তো আল্লাহ আমাদের কিছু কাজকর্ম দেখে বলছেন: “আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো আমলই গ্রহণ করব না।

১৫. আল-হাসান আল-বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

“তোমাদর আগে পৃথিবীতে যারা ছিলেন তারা মনে করতেন মৃত্যু তাদের সন্নিকটে। তাদের একেকজন পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি সংগ্রহ করে নিতেন, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেন এবং তারপর ওযু করতেন আল্লাহর নির্দেশের (মৃত্যু) ভয়ে যেন তা এমন অবস্থায় না আসে যখন তিনি পবিত্র অবস্থায় নেই।

১৬. ইমাম আল-হাসান আল-বাসরি (রাহিমাহুল্লাহ) একদিন এক ব্যক্তির দাফনের সময় উপস্থিত হয়ে বলেছিলেনঃ

“আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক সেসব মানুষদের উপরে যারা আজকের দিনটির মতন দিনের জন্য পরিশ্রম করে; কেননা আজকে তোমরা এমন সব কাজ করতে পারছ যা কবরের বাসিন্দা তোমাদের এই ভাইয়েরা করতে পারছে না। তাই, হিসাব-নিকাশ শুরু হবার ভয়াবহ দিনটি আসার পূর্বেই তোমাদের স্বাস্থ্য এবং অবসর সময়ের পূর্ণ ব্যবহার করো।”

১৭. আমি এমন মানুষদের (সাহাবা) সান্নিধ্য অর্জন করেছিলাম যারা তাদের কোন সৎকাজকে ছেড়ে দেয়া যতটা ভয় করতেন তা তোমরা তোমাদের পাপকাজের পরিণামকে যতটুকু ভয় কর তার চাইতেও বেশি।

১৮. দুনিয়ার জীবনের তুচ্ছ আর ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাস ও আনন্দগুলো যেন আপনাকে মোহগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত করতে না পারে এবং সবসময় আগামীকালের কথা বলতে থাকবেন না, কেননা আপনি জানেন না যে কখন আপনাকে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যেতে হবে।

১৯. আপনি আসলে কতগুলো দিনের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই না। যখন একটি দিন পার হয়ে যায়, আপনার একটি অংশ ক্ষয় হয়ে যায়।

২০. সালাফগণ রাতে সলাতে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং দিনের বেলা কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করতেন।

উমার বিন আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা

১. তুমি যদি পারো তো একজন আলেম হও। যদি তা না পারো তবে দ্বীনের জ্ঞানের একজন ছাত্র হও। যদি তা না পারো, তাহলে তাদের প্রতি ভালোবাসা দেখাও। যদি তুমি তা-ও না পারো, তাহলে (অন্ততপক্ষে) তাদের ঘৃণা করো না।

২. উমার বিন আব্দুল আযীযের (রহিমাহুল্লাহ) কাছে খবর পৌঁছল যে তাঁর ছেলে ১০০০ দিরহাম দিয়ে একটি আংটি কিনেছে। খলিফা উমার বিন আব্দুল আযীয সাথে সাথে ছেলের কাছে চিঠি লিখলেন–

“আমার কাছে খবর এসেছে তুমি ১০০০ দিরহাম দিয়ে একটি পাথরের টুকরা কিনেছ। তুমি যখনই আমার চিঠি পাবে, তখনই আংটিটি বিক্রি করে দিবে। বিক্রয়কৃত টাকা দিয়ে তুমি ১০০০ অভুক্ত মানুষকে পেট ভরে খাওয়াবে এবং তারপর ২ দিরহামের একটি লোহার আংটি কিনবে যাতে লিখবে–

“আল্লাহ যেন ঐ বান্দার প্রতি রহম করেন, যে তার নিজের মূল্যের ব্যাপারে খেয়াল রাখে”।

৩. কোন গাইর-মাহরাম নারীর সাথে কখনো একাকী অবস্থান করবেন না, আপনি যদি তাকে কেবল কুরআন শেখাতে যান, তবুও না।

৪. উমার বিন আবদুল আজীজ (রাহিমাহুল্লাহ) একবার উপদেশ পেয়েছিলেনঃ

“হে উমার! জনসম্মুখে আল্লাহর বন্ধু এবং লোকচক্ষুর আড়ালে আল্লাহর শত্রু হওয়া থেকে সাবধান হও। যদি কারো স্বভাব-চরিত্র প্রকাশ্যে এবং গোপনে সমান না হয়ে থাকে তাহলে সে একজন ধোঁকাবাজ (মুনাফিক) এবং মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।”

৫. খলীফা উমার বিন আবদুল আযীযের (রাহিমাহুল্লাহ) সময়ে যখন ভূমিকম্প হয়েছিল তখন বিভিন্ন দেশে তার প্রতিনিধিদের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন মুসলিমদের বলে দিতে যেন তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তাওবা করে, তার কাছে বিনীত হয়ে নিজেদের সোপর্দ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য তার কাছে ইস্তিগফার করে।

ইমামে আজম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা

একবার ইমাম আবু হানিফার সাথে একটি ব্যবসার অংশীদার ছিলেন বসরার জনৈক লোক । একবার ইমাম আবু হানিফা তাকে ৭০টি মূল্যবান কাপড় পাঠিয়েছিলেন এবং সেগুলোর সাথে আলাদা করে লিখে দিয়েছিলেন, "এই কাপড়গুলোর একটিতে খুঁত আছে, সেটি হলো অমুক কাপড়টি । সুতরাং, আপনি যখন কাপড়গুলো বিক্রি করবেন তখন ভালো করে খেয়াল রাখবেন যেন কাপড়ের সমস্যাটি ক্রেতাকে উল্লেখ করে দেয়া হয়।"

ইমাম আবু হানিফার ব্যবসার অংশীদার সেই লোকটি কাপড়গুলো ৩০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেন এবং যখন তিনি টাকাসহ আবু হানিফার কাছে এলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনি কি কাপড়ের খুঁতগুলো বলে দিয়েছিলেন?" বসরার লোকটি উত্তর দিলেন,"আমি ভুলে গিয়েছিলাম।" আবু হানিফা সেই কাপড় বিক্রির মুনাফা থেকে কিছুই গ্রহণ করেননি বরং তার সবটুকুই সাদাকাহ করে দিয়েছিলেন।"

ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা

১. তাহাজ্জুদের সময়ে করা দু'আ হলো এমন একটি তীরের মতন যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

২. দায়িত্ব বেড়ে যাবার আগেই তোমার ইবাদাতের পরিমাণ বাড়িয়ে দাও। কেননা একদিন এমন সময় আসবে যখন যথেষ্ট ইবাদাত করার মতন সময় পাবে না।

৩. আল্লাহকে যারা ভালোবাসেনা, তাদেরকে ভালোবাসবেন না।

তারা যদি আল্লাহকে ছেড়ে থাকতে পারে, তাহলে তারা আপনাকেও ছেড়ে চলে যাবে।

৪. যেকথা ভেবে আমার অন্তর প্রশান্ত হয় তা হলো আমার জন্য যা নির্ধারিত আছে তা কখনো আমাকে ছেড়ে যাবে না এবং যা কিছু আমার পাওয়া হয়না তা কখনো আমার জন্য নির্ধারিত ছিলো না।

৫. কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞানী হয় তাহলে নিজের পাপগুলোর ব্যাপারে উদ্বেগ তাকে অন্যদের দোষ-ত্রুটি ধরা থেকে বিরত রাখবে।

৬. কিছু মানুষ পৃথিবী থেকে চলে গেছেন কিন্তু তাদের চরিত্র তাদের আজো বাঁচিয়ে রেখেছে, আর কিছু মানুষ বেঁচে আছে কিন্তু তাদের চরিত্র তাদেরকে মেরে ফেলেছে।

৭. ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

"... আমি পিতৃহীন ছিলাম, আমার মায়ের পক্ষে আমাকে কাগজ কিনে দেয়ার সামর্থ্য ছিলো না। আমি যখন হাড় পেতাম, তাতে লিখতাম।"

"তিনিই জ্ঞানবান যার মন তাকে সকল বেইজ্জতি থেকে নিয়ন্ত্রিত রাখে।"

৮. যে ব্যক্তি দাবী করে যে, সে এই দুনিয়া ও তার স্রষ্টাকে একই সাথে ভালবাসে সে আসলে মিথ্যা কথা বলে।

৯. একজন একনিষ্ঠ বন্ধু এবং নির্ভুল ঔষধ খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়। খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করো না।

১০. যাকে আল্লাহভীতি দান করে সম্মানিত করা হয়নি, তার আর কোনো সম্মানই নেই।

১১. সবচেয়ে জ্ঞানী ওই ব্যক্তি যে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে দুনিয়া তাকে পরিত্যাগ করার আগেই, স্বীয় প্রভুকে সন্তুষ্ট করে তার সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই, জামাতে নামাজ আদায় করে তার ওপরে জামাতে নামাজ তথা জানাজা পড়ার আগেই, নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করে, হিসাব দিবসে তার হিসাব গ্রহণ করার আগেই।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা

১. ইলম (জ্ঞান) আপনার কাছে এগিয়ে আসার কথা নয়, বরং আপনারই 'ইলমের (জ্ঞানের) দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। এবং প্রচুর পরিমাণে আলোচনার মাঝে জ্ঞান নির্ভর করে না, বরং জ্ঞান হলো এমন আলো যা আল্লাহ অন্তরের মাঝে স্থাপন করে দেন।

২. ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

"নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ, আমি ভুলও করতে পারি এবং সঠিকও হতে পারি। সুতরাং, আমার মতামতের মধ্যে যা কিছু কুরআন এবং সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তা গ্রহণ করুন এবং যা কিছু কুরআন এবং সুন্নাহর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় তা এড়িয়ে যান।"

৩. সুন্নাহ নূহ আলাইহিস সালামের জাহাজের মতন, যে এতে পা রাখল সে মাগফিরাত লাভ করলো, যে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো সে ডুবে গেলো।

৪. ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) ফাতওয়া প্রদানের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন। তিনি বলেন:

"কাউকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তার জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত এবং জবাব দেয়ার আগে তার আখিরাতের মুক্তি সম্পর্কে ভাবা উচিত। যে কাজটি আল্লাহর জন্য (আন্তরিকতার সাথে) করা হয় সেটিই রয়ে যায়।"

৫. ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) আবু জাফরকে (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীরা বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, প্রত্যেকের কাছে জ্ঞান সঞ্চিত ছিলো। তুমি যদি একটি মত অনুসরণে জবরদস্তি করো তাহলে ফিতনা সৃষ্টি করবে।"

৬. ইবনে আল কাসিম ইমাম মালিককে (রাহিমাহুল্লাহ) বলতে শুনেছেন, "আমি একটা বিষয়ে দশ বছর ধরে গবেষণা করছি কিন্তু এখনো মনস্থির করতে পরিনি।"

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা

হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহঃ শ্রেষ্ঠ চার ইমামের একজন। দুনিয়ার প্রতি তাদের কোন আসক্তি ছিল না। দুনিয়া তার পিছে পিছে চলতো। কিন্তু তিনি দুনিয়ার দিকে ফিরেও তাকাননি। শেষ পর্যন্ত দুনিয়া ব্যর্থ হয়ে তাকে আখেরাতের পথে ছেড়ে দিয়েছে। একদিন হারুন আল মোস্তামালী ইমাম সাহেবের সাক্ষাতে এলেন এবং বললেন জনাব আমার নিকট কোন অর্থ কড়ি নেই। ইমাম সাহেব তাকে পাঁচ দিরহাম হাদিয়া দিলেন আর বললেন আমার নিকট এছাড়া আর কিছু নেই। একদিন ইমাম সাহেব কোথাও বসা ছিলেন। এমন সময় এক লোক এসে খবর দিল, আপনার ছেলে অসুস্থ, সে মাখন খেতে চাচ্ছে। তিনি মাখন আনতে অর্থ দিলেন। লোকটি কাগজে করে মাখন নিয়ে এল। ইমাম হাম্বল রাহঃ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যে এই অতিরিক্ত কাগজ এনেছ তা কি দোকানদারের অনুমতি নিয়ে এনেছ? লোকটি জবাব দিল, না। ইমাম হাম্বল বললেন, যাও কাগজটি ফেরত দিয়ে আসো।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহঃ কোন কারণে একটি পাত্র ব্যবসায়ীর নিকট বন্ধক রেখেছিলেন। বন্ধক ছুটাতে এসে পাত্র দেখে তার সন্দেহ হল এটি তার কি না। এ জন্য তিনি পাত্রটি আর ফেরত নেন নি। ব্যবসায়ীকে তিনি বললেন, ভাই এটি তোমার। তুমি এটি রেখে দাও এবং ব্যবহার করো।

হযরত আব্দুর রাজ্জাক রাহঃ সাথীদের নিয়ে বসা ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাঃ কে নিয়ে আলোচনা করলেন। আলোচনা করতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন। তার গাল বেয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি বলেন, একবার কারো কাছে জানতে পারলাম, ইমাম সাহেবের হাতে অর্থ কড়ি নেই। আমি দশ দিনার নিয়ে তার দরবারে হাজির হলাম এবং তাকে দিতে চাইলাম। ইমাম সাহেব মুচকি হাসলেন আর বললেন, হে আব্দুর রাজ্জাক কারো নিকট থেকে কিছু নিলে তোমার কাছ থেকেও নিতাম।

হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বল বলতেন, জমিন দুই ধরনের লোকের কর্মকান্ড দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে। প্রথমত ঐ ব্যক্তিকে দেখে, যে ঘুমানোর উদ্দেশ্যে আরামের বিছানা করার জন্য সাধ্যাতীত চেষ্টা করে যায়। জমিন তখন তাকে ডেকে বলে, হে আহাম্মক কিছুক্ষণ আরামে শোয়ার জন্য, একটু নরম বিছানা করার জন্য, সাধ্যের বাইরে কত চেষ্টা তুমি করে যাচ্ছ। অথচ চিন্তা করে দেখো না যে, মৃত্যু তোমাকে ধাওয়া করছে। অতিশীঘ্রই তোমার মৃত্যু হবে। বিছানা ছাড়াই তোমাকে অনেক অনেক বছর পড়ে থাকতে হবে। তোমার এই শরীর কঙ্কালে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত ওই ব্যক্তিকে দেখে জমিন আশ্চর্যান্বিত হয় যে একটুকরো জমির জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তপাত ঘটায়। সে একটুও চিন্তা করে দেখে না যে সামান্য কিছুকাল আগে এই ভূমির মালিকানা তার ছিল না। আবার অল্প কিছুকাল পরেও তার এই মালিকানা থাকবে না। দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে এই জমির মালিকানা কত লোকের হাত বদল হয়েছে, আরো কত লোকের হাত বদল হবে সে কি একটু চিন্তা করে দেখে না?

হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলতেন, গোনাহের যদি দুর্গন্ধ থাকত তাহলে তোমরা কেউ আমার নিকট বসতে না। তিনি আমল করার জন্য যতটুকু আহার প্রয়োজন ততটুকু আহার করতেন। এই পরিমাণ না পেলেও আনন্দিত হতেন। তার ছেলে সালেহ বর্ণনা করেন। একদিন বাবা একটি রুটির টুকরো নিয়ে বসলেন। এর থেকে ফুঁ দিয়ে ধুলো বালি পরিষ্কার করলেন। একটি পাত্রের মধ্যে পানিতে ভিজিয়ে সামান্য লবন দিয়ে খেয়ে নিলেন। তিনি বলতেন আমার কাছে কিছুই না থাকলে ভাল লাগে।

তাকে কোন দিন আনার, পেয়ারা বা অন্য কোন ফল কিনতে দেখা যায় নি। তবে মাঝে মাঝে তিনি তরমুজ কিনে রুটির সাথে খেতেন। জেলে গিয়েও তিনি অল্প আহার করতেন। হযরত দাউদ আস সিখতিয়ানী বলেন, তার মজলিস ছিল আখেরাতের মজলিস। সেখানে দুনিয়ার বিষয়ে আলোচনা হত না। সব আলোচনা থাকতো আখেরাতকে উপলক্ষ্য করে। মৃত্যুর কথা স্মরণ হলে তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসত। তিনি বলতেন, মৃত্যুর ভয়ে আমি পানাহার করতে পারি না। মৃত্যুর কথা মনে হলে এই দুনিয়ার সব আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতার আর কিছু নজরানা পেশ করা হলো:

১. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যুহদের স্তর হচ্ছে তিনটা। মানে, আল্লাহকে ভয় করে, কিংবা আল্লাহকে ভালোবেসে একজন মানুষ তিনভাবে জীবনযাপন করে থাকে।

প্রথম স্তরের মানুষেরা কেবল যাবতীয় হারাম থেকে বেঁচে থাকে।

দ্বিতীয় স্তরের মানুষ হারাম থেকে তো বাঁচেই, হালালের মধ্যে যা অতিরিক্ত, তা থেকেও বিরত রাখে নিজেদের।

তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তরের মানুষ হালালের মধ্যেও এমন সব জিনিস এড়িয়ে চলে, যা সাধারণত আল্লাহর ভাবনা থেকে গাফেল করে দেয়।

২. সমস্ত কিছুতেই একটি রহমত থাকে। অন্তরের উপর রহমত হলো সর্বশক্তিমান, সকল ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর উপরে খুশী থাকা।

৩. খাবার এবং পানির চাইতেও মানুষের জন্য জ্ঞান বেশি দরকার, কেননা খাবার এবং পানি তাদের দিনে একবার বা দুইবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু জ্ঞান প্রয়োজন তাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসেই।

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে একবার বলা হয়েছিলো, “আপনি ইসলামের জন্য যে ভালো কাজগুলো করেছেন তার উত্তম প্রতিদান আল্লাহ আপনাকে দান করুন।”

তিনি বললেন, “বরং আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমার কল্যাণ করেছেন। আমি আবার কে? আমি আবার কী?”

৫. ”জ্ঞানের ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর প্রতি ভয় (তাকওয়া)।

আমার সেরা দিনটি হলো যেদিন জেগে উঠে খাবারের তাকগুলোকে শূণ্য পাই,

সেই দিনটির জন্য আল্লাহর উপর আমার নির্ভরতা (তাওয়াক্কুল) পরিপূর্ণ থাকে।”

৬. কোন মানুষ যদি নিজের সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, তাহলে অন্যদের প্রশংসা তার কোন উপকারে আসবে না।

৭. একদিন ইমাম আহমাদকে তার ছেলে প্রশ্ন করলেন, “বাবা, আমরা কবে শান্তি পাবো?”

তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) উত্তর দিলেন, “জান্নাতে আমাদের প্রথম পদচিহ্নটি রাখার মূহুর্তটি থেকেই।”

৮. আপনি যদি চান যে আপনি যা ভালবাসেন তা থেকে যেন আল্লাহ আপনাকে কখনো বঞ্চিত না করেন,তাহলে সবসময় সেগুলোর উপর কায়েম থাকুন যেগুলো আল্লাহ ভালবাসেন।

৯. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন:

আশ-শাফিঈ একদিন আমাকে তার মজলিশে দেখতে পেলেন, আমার জামায় কালির দাগ ছিলো যা আমি তার কাছ থেকে লুকাতে চাইছিলাম।

তিনি বললেন, “যুবক, তুমি কী লুকাতে চাইছো? জামায় কালির দাগ তো একটি মহৎ ব্যাপার: সাধারণ দৃষ্টিতে এটি কালো, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে তা হলো সাদা (জ্ঞানের আলোময়)।”

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা

মুহাম্মাদ বিন আবু হাতিম ইমাম আল-বুখারীর ব্যাপারে বর্ণনা করেন এভাবেঃ

“মুহাম্মাদ বিন ইসমা’ঈলের (আল-বুখারী) অনেক প্রশংসনীয় গুণ ছিলো, কিন্তু তাদের মধ্যে তিনটি তার চরিত্রকে বিশেষায়িত করেছিলো : তিনি খুব কম কথা বলতেন; অন্যদের যা ছিলো তার প্রতি তিনি লোভ করতেন না; এবং তিনি অন্যদের বিষয়সমূহে নিজেকে জড়াতে দিতেন না, বরং তিনি তার সমস্ত সময় জ্ঞানার্জনের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।”

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা

১. কোন কিছুকে সংশোধন করতে আমার এত বেশি সংগ্রাম করতে হয়নি, আমার আত্মাকে বশ করতে আমার যত বেশি কঠিন লেগেছে ; কখনো আমি জয়ী হই, কখনো হই পরাজিত।

২. তোমরা কি আমাকে দারিদ্রতার কথা ভাবিয়ে ভয় দেখাতে চেষ্টা করছ, যখন যে একমাত্র বিষয় সুফিয়ান ভয় করে তা হলো এই দুনিয়ার সম্পদ তার উপরে ঢেলে দেয়া হবে!

৩. জ্ঞানের সৌন্দর্য্য ও গুরুত্ব কেবলমাত্র এই কারণে যে, এটা একজন ব্যক্তিকে আল্লাহকে ভয় ও তাঁর আনুগত্য করতে শেখায়। তা না হলে এটা অন্যান্য স্বাভাবিক বিষয়ের মত।

৪. নিয়্যাতের চেয়ে অন্য কোন কিছুর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা আমার কাছে বেশি কঠিন মনে হয়নি, কেননা নিয়্যাত তো সবসময় পরিবর্তন হতে থাকে।

৫. তাঁকে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) অনুসরণ করাই হলো তাকে ভালোবাসা।

৬. নেতৃত্বের পদটি ছেড়ে দেয়া এই দুনিয়াকে (এবং তার আনন্দগুলোকে) ছেড়ে দেয়ার চেয়েও বেশি কঠিন।

৭. ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরি (রাহিমাহুল্লাহ) একটি চিঠিতে লিখেছিলেন:

“তোমার ব্যক্তিগত ও গোপন জীবনকে উন্নত করো, আল্লাহ তোমার সামাজিক ও প্রকাশ্য জীবনে উন্নতি দান করবেন। তোমার এবং আল্লাহর মধ্যকার বিষয়গুলোকে ভালো করো,

আল্লাহ তোমার সাথে মানুষের মধ্যকার বিষয়গুলোকে ভালো করবেন। আখিরাতের জন্য পরিশ্রম করো, আল্লাহ তোমার পার্থিব বিষয়গুলোর জন্য যথেষ্ট হবেন।”

৮. মানুষকে তার করা (ভালো) কাজগুলোর অনুপাতে ভালোবাসো। যখন তোমাকে কোন ভালো কাজ করার জন্য আহবান করা হয় তখন বিনয়ী এবং নমনীয় হও এবং যখন কোন পাপকাজ করতে ডাকা হয় তখন কঠোর এবং বেপরোয়া হও।

৯. ভরপেট খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হোন কেননা এটা অন্তরকে কঠিন করে দেয়। সেই সাথে রাগকে সংযত রাখুন এবং অতিরিক্ত হাসাহাসি করবেন না, কেননা মাত্রাতিরিক্ত হাসাহাসিতে অন্তর মরে যায়।

১০. সেই ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে থাকুন যে ভালোবাসে তার মতামত সবাই অনুসরণ করুক, যে পছন্দ করে তার অভিমত সবাই জানুক এবং তা ছড়িয়ে যাক।

১১. জ্ঞান অর্জন করো। যখন তুমি জ্ঞানার্জন করবে, তখন তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ এবং তাকে পালাতে দিয়ো না। হাসিঠাট্টা আর খেলার সাথে জ্ঞানকে মিশ্রিত করো না; নইলে তোমার হৃদয় তার ভেতর থেকে তোমার অর্জিত জ্ঞানকে উগড়ে ফেলে দেবে।

১২. তারা তো এই পৃথিবীতে যেসব দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার মুখোমুখি হয় তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তাদের সমস্ত কষ্টের প্রতিদান হিসেবে দিবেন জান্নাত।

১৩. আমাদের দৃষ্টিতে একজন মানুষের ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বীন-ইসলামের গভীর জ্ঞান অর্জিত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন সময়গুলোকে রহমত হিসেবে মনে না করে এবং আরাম-আয়েশ ও আভিজাত্যকে পরীক্ষা হিসেবে মনে না করে।

১৪. কখনো কখনো কোন মানুষ আমার কাছে এসে এমন হাদিস বর্ণনা করে যা আমি তার মা তাকে জন্ম দেওয়ার আগে থেকে জানি। তবুও উত্তম আচরণ হিসেবে সে যা বলে তা আমি শুনি (যেন আমি আগে তা শুনিনি)।

১৫. যে ব্যক্তি ভালোবাসে লোকে তার মতামত জানার জন্য তাকে প্রশ্ন করুক, সে মতামত জানতে চাওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি নয়।

ইমাম আল গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা

১. দুনিয়াতে সবচেয়ে বোকা ও নির্বোধ সে, যে নিজের পবিত্রতা দাবী করে এবং নিজেই নিজের প্রশংসা করে।

২. যখন কোনো শিশুকে দেখ, তখন বলবে–এই শিশু আল্লাহর কোন নাফরমানী করে নাই; কিন্তু আমি করেছি, অতএব, সে আমার চেয়ে ভাল। কোন বয়ঃবৃদ্ধ লোককে দেখে বলবে–এই ব্যক্তি আমার আগে থেকেই আল্লাহর বন্দেগী করে আসছে, অতএব, সে অবশ্যই আমার চেয়ে ভাল। যদি কোনো আলেম ব্যক্তিকে দেখ, তাহলে বলবে–সে যা কিছু পেয়েছে, আমি তা পাই নাই; সে যে মর্যাদায় পৌঁছেছে, আমি সেখানে পৌঁছাতে পারি নাই; সে বিদ্বান, আমি মূর্খ; তাহলে কি করে আমি তাঁর সমকক্ষ হতে পারি? যদি সে মূর্খ হয়, তাহলে বলবে–এই লোকটি না-ফরমানী করে থাকলে অজ্ঞতাবশতঃ করেছে, আর আমি আল্লাহর না-ফরমানী করেছি জেনে শুনে, সুতরাং আল্লাহর শাস্তি আমার ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য; আমি জানিনা, শেষ পরিণতি কার ভাল হয়; আমারই না তার। যদি তুমি কোন কাফির ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহলে বল; আমি জানিনা, হয়তো বা সে মুসলমান হয়ে যাবে এবং তার জীবনাবসান নেক আমলের মধ্য দিয়ে হবে এবং ইসলাম গ্রহণের ওসীলায় তার সকল পূর্ব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে... আর আমি–খোদা না করুন–গোমরাহ হয়ে যেতে পারি, যার ফলে কুফর-শিরক ও পাপে লিপ্ত হয়ে আমার মৃত্যু হতে পারে; সুতরাং পরিণামে সে হয়তঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে আর আমি শাস্তি ভোগকারীদের দলভুক্ত হয়ে যাব।

৩. লোকের প্রশংসায় আনন্দিত হতে এবং লোকের নিন্দায় দুঃখিত হতে আপনার অন্তরকে প্রশ্রয় দিবেন না।

৪. জেনে রাখো — যে কোন ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর কোন মাখলুকের তুলনায় উত্তম মনে করবে, সে-ই দাম্ভিক; অহংকারী। বস্তুতঃ তোমার এ কথা মনে রাখা উচিত, যে ব্যক্তি আখিরাতের জীবনে আল্লাহর কাছে ভালো, সে-ই প্রকৃত ভালো। আর এটা এমন এক বিষয়, যা অদৃশ্য এবং জীবনের শেষ মূহুর্তের উপর নির্ভরশীল। অতএব, তোমার নিজেকে অন্যের তুলনায় উত্তম মনে করা নিতান্ত মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়।

৫. দ্বীনি ইলমই হচ্ছে একমাত্র বিদ্যা যা তোমার অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি করবে, নিজের দোষ-ক্রটি উপলব্ধি করার জ্ঞান বাড়াবে, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার পরিচয় করিয়ে দিবে। দুনিয়ার

মোহান্ধতা হ্রাস করে আখিরাতের প্রতি শওক ও আগ্রহ বৃদ্ধি করবে, পাপকার্যের কুফল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবে। ফলে, পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার মন-মানসিকতা গড়ে উঠবে, শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা সম্পর্কে সতর্ক করবে।

৬. ইলম ও জ্ঞানচর্চার দ্বারা যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আত্মগৌরব ও বড়াই-অহংকার করা, সমকালীন লোকদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা, আপন প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা, বিশ্ববাসীর নিকট প্রিয়পাত্র অথবা ভক্তিভাজন হওয়া, পার্থিব গৌরব অর্জন করা এবং রকমারী ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করা, তাহলে জেনে রাখো– এই জ্ঞান অর্জনের দ্বারা তুমি তোমার দ্বীন ও ঈমান ধ্বংস করছো, স্বীয় মূল্যবান জীবন বিনষ্ট করছো। নশ্বর এই পৃথিবীর বিনিময়ে আখিরাতের অনন্ত জীবনকে বিক্রয় করে দিচ্ছ। নিঃসন্দেহে এটা অত্যন্ত গর্হিত ও ক্ষতিকর কাজ। এই ব্যবসায় তোমার বৃহৎ লোকসান ছাড়া লাভের কিছু অবশিষ্ট থাকছে না।

৭. উপকারী জ্ঞান তো সেটাই যা আপনার মাঝে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করবে, আপনার সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে আপনাকে সচেতন করবে, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমিয়ে দিবে, আখিরাতের প্রতি আকাঙ্খা বাড়াবে এবং আপনার কাজের ক্রটিগুলোর ব্যাপারে আপনার চোখকে উন্মুক্ত করে দিবে যেন আপনি সেগুলো সংশোধন করতে পারেন।

৮. যে ব্যক্তি অন্যের খারাপ চরিত্র নিয়ে অভিযোগ করলো,সে নিজের চরিত্রের খারাপ দিকটি প্রকাশ করে দিলো।

৯. আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা যেন সেই শিশুটির মতন যে খুব ভালো করে জানে সে যদি মাকে না-ও ডাকে তবু মা তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন এবং সঠিকভাবেই তার দেখাশোনা করছেন।

১০. আপনার অবশ্যই নিজেকে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে হবে এই বলে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটাই আপনার জন্য সবচাইতে সঠিক এবং সর্বাধিক কল্যাণকর।

আব্দুল কাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা

১. নিজের কল্যাণের স্বার্থে এবং আযাব থেকে রেহাই পেতে যথাসম্ভব কম কথা বল। তুমি তোমার আমলনামার পাতাগুলো আড্ডাবাজি দিয়ে পূর্ণ করো না। কেননা, চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের দিনে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে তা হল তোমার জীবনে আল্লাহকে স্মরণ করার মুহূর্তগুলো।

২. আপনার বলা কথাগুলোই প্রকাশ দিবে আপনার অন্তরের গভীরে কী আছে।

৩. যখন কোন বান্দা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সেটা আসলে কেবল মুখে উচ্চারিত কোন বিষয় থাকে না, বরং আল্লাহর করুণা ও রহমত প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা স্বীকার অন্তর থেকেও করা হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা

১. পৃথিবীর মানুষের যত পথভ্রষ্টতা তার মূল নিহিত এই দুইটি জিনিসে: হয় আল্লাহ অনুমোদন দেননি এমন কিছুকে ধর্ম হিসেবে নেয়া, অথবা আল্লাহ নিষেধ করেননি এমন কিছুকে নিষিদ্ধ করা।

২. পাপকাজগুলো মানুষের চেহারাকে কুৎসিত করে দেয়।

৩. একজন মানুষের অন্তর যদি রোগগ্রস্ত না হয় তাহলে সে কোনদিন, কোন অবস্থাতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় পাবে না।

৪. তাঁর (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার) পক্ষ থেকে আসা প্রতিটি শাস্তিই সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বিচার এবং তাঁর পক্ষ থেকে আসা প্রতিটি কল্যাণ পরিপূর্ণভাবে তার দয়া (রহমত)।

৫. ঈমানদারদের জীবন ক্রমাগত বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করানো হয় তাদের ঈমানকে বিশুদ্ধ এবং তাদের পাপকে মোচন করানোর জন্য। কারণ, ঈমানদারগণ তাদের জীবনের প্রতিটি কাজ করেন কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; আর তাই জীবনে সহ্য করা এই দুঃখ-কষ্টগুলোর জন্য তাদের পুরষ্কার দেয়া আল্লাহর জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়।

৬. আমার শত্রুরা আমার কীইবা করতে পারবে? আমার জান্নাত তো আমার অন্তরে। আমি যেখানেই যাই সেটা আমার সাথে সাথেই থাকে, আমার থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়না। কারাগার আমার ইবাদতের জন্য নির্জন আশ্রয়স্থল, মৃত্যুদন্ড আমার জন্য শাহাদাতের সুযোগ, আর দেশ থেকে নির্বাসন হচ্ছে আমার জন্য এক আধ্যাত্মিক ভ্রমণ।

৭. ঈমানদার কখনো আগ বাড়িয়ে ঝগড়া করতে যায়না বা প্রতিশোধ নিতে যায়না, এমনকি অন্যের খুঁত ধরতে এবং তাদের নিন্দা করতেও যায় না।

৮. মাছের জন্য পানি যেমন, বান্দার অন্তরের জন্যে আল্লাহর স্মরণও (যিকির) ঠিক তেমন।

আর মাছকে যখন পানি থেকে আলাদা করা হয় তখন মাছের অবস্থা কেমন হয়?

৯. যে বিপদ-আপদ ও মুসিবত আপনাকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়, তা সেই রহমতের চাইতে উত্তম যা আপনাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে দেয়।

১০. আপনি যদি লোকের অলক্ষ্যে ভালো কাজ করেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রকাশ্যে আপনার উপরে তার রহমত বর্ষণ করবেন।

১১. ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেনঃ

"ইবনে তাইমিয়া অত্যন্ত দরিদ্র জীবনযাপন করতেন। তাকে কারাগারে অন্তরীণ রাখা হয়েছিল এবং তিনি অনেক হুমকির মুখে ছিলেন। কিন্তু তার মতন এত সুখী মানুষ আর কখনো কাউকে আমি দেখিনি।"

হযরত আব্দুস সামাদ ইবনে ওমর রহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা

হযরত আব্দুস সামাদ ইবনে ওমর রাহঃ নির্মোহ মানুষ ছিলেন কারো নিকট কোন কিছু চাইতেন না। কেউ কোন কিছু দান করলে গ্রহণ করতেন না। এরপরও কেউ ঝোর করে কোন কিছু দিলে সাথে সাথে দান করে দিতেন। একদিন তিনি সাথীদের নিয়ে বসে দুনিয়ার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় এক লোক এসে তাকে ১০০ দিনার হাদিয়া নিয়ে এল এবং তাকে দিতে চাইল। তিনি বললেন, আমার এগুলোর প্রয়োজন নেই। লোকটি বলল, আপনার সাথীদের দিয়ে দিন। তিনি বললেন ঠিক আছে নিচে রেখে দাও। লোকটি সকলের মাঝখানে দিনারগুলো রেখে দিল। আব্দুস সামাদ ইবনে ওমর রাহঃ সাথীদের

বললেন, যার যা প্রয়োজন এখান থেকে নিয়ে যাও। সাথীরা যার যার প্রয়োজন মত দিনারগুলো নিচ্ছেন। এমন সময় তার ছেলে এসে তার নিকট খেজুর কিনার জন্য অর্থ চাইল। তখন তার নিকট কোন অর্থ ছিল না। তিনি ছেলেকে আদর করে বললেন যাও, দোকান থেকে এক পোয়া খেজুর বাকি নিয়ে যাও। আমি দোকানীকে পরিশোধ করব। তিনি দোকান থেকে বাকিতে খেজুর কিনেছেন। কিন্তু হাদিয়ার এক দিনারও গ্রহণ করেন নি। দেখতে দেখতে এক ঈদ এসে গেল আব্দুস সামাদ ইবনে ওমর রাহঃ ঘরে কোন খাবার ছিল না। একলোক কিছু দিনার নিয়ে হাজির হল। তাকে হাদিয়া দেওয়ার জন্য বলল জনাব এগুলো গ্রহণ করুন। তিনি হাসিমুখে জবাব দিলেন, আল্লাহর শপথ আজ আমাকে দরিদ্রতার স্বাদ অনুভব করতে দাও। যেমনি ভাবে আজ ধনীরা তাদের সম্পদের স্বাদ অনুভব করে। তিনি সাথীদের বলতেন, তোমরা দুনিয়া হারিয়েছ। আখেরাতকে দুনিয়ার মত হারিয়ে বসনা।

হযরত আস সারী সাকতী রহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়া বিমুখতা

হযরত আস সারী সাকতী রহিমাহুল্লাহ বাগদাদের ইমাম ও শাইখ ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার ভয়ে সদা কম্পমান থাকতেন। নির্জনতা পছন্দ করতেন। জুনাইদ রাহঃ বলেন, আস সারী সাকতী রাহঃ বলতে শুনেছি যে ৩০ বৎসর যাবৎ মন চায় খেজুর ভিজানো পানিতে গাজর ভিজিয়ে খেতে । কিন্তু তা খাওয়াতো উচিত হবে না। এক ব্যক্তি নিজ ছেলেকে দিয়ে হযরত আস সারী সাকতী রাহঃ এর নিকট হাদিয়া পাঠাল। আস সারী সাকতী রাহঃ ছেলেটিকে বললেন তোমার বাবা কি এর দাম বলেছে। ছেলেটি জবাব দিল, না বাবা দাম বলেননি। তিনি হাদিয়া ফেরত দিলেন। আর ছেলেটিকে বললেন, তুমি এগুলো ফেরত নিয়ে যাও আর তোমার বাবাকে বলো যে, গত পঞ্চাশ বৎসব ধরে আমি মানুষকে শিক্ষা দিয়ে এসেছি যে, তোমরা দ্বীনের বিনিময়ে কোন কিছু গ্রহণ করবে না। আজ দেখছি আমরাই দ্বীন বিক্রয় করে খাওয়া শুরু করেছি।

বর্তমান যামানার আলেমদের চোখে দুনিয়া বিমুখতা

১. আপনি যদি ন্যায় বিচারে বিশ্বাসী হোন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই আখিরাতকে বিশ্বাস করতে হবে। কারণ, কেবলমাত্র এই দুনিয়াটা ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।
— উস্তাদ নোমান আলী খান

২. "কুরআন আমাকে কী শেখায় জানেন? কুরআন আমাকে শেখায়, বিপুল ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি (ফেরাউন) জীবনে চরমভাবে ব্যর্থ হতে পারে এবং একজন গৃহহীন ব্যক্তি (ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম) পেতে পারেন মহাসাফল্য। কুরআন আমাকে শেখায় সাফল্যের সাথে ধন-সম্পদের এবং ব্যর্থতার সাথে দারিদ্রের কোনই সম্পর্ক নেই"।
— উস্তাদ নোমান আলী খান

৩. "আপনি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন কিছুকে ত্যাগ করেন, তাহলে আল্লাহ তার পরিবর্তে আপনাকে এমন কিছু দান করবেন যা পাওয়ার কথা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।"
— ড. বিলাল ফিলিপস

৪. "আল্লাহর আনুগত্য আর ইবাদাত করা জীবনের কঠিন সময়ে বেশ সহজ হয়, কিন্তু ভালো সময়ে তা খুব কঠিন। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের শ্রেষ্ঠ সময়গুলোতে বিশেষভাবে আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে হবে এবং তার ইবাদাত করতে হবে।"
— ড. বিলাল ফিলিপস

৫. "একজন মানুষ যখন বুঝতে পারেন তার জীবনে আল্লাহর রহমতের সংখ্যা এতই বেশি যে তা গুণে শেষ করা সম্ভব নয়, তখন তার কাছে দুনিয়ার জীবনের পরীক্ষাগুলোকে আল্লাহর নি'আমাতের সমুদ্রের তুলনায় বৃষ্টির ফোঁটার মতন মনে হয় এবং ধৈর্যধারণ (সবর) করা তখন তার জন্য সহজ হয়ে যায়।"
— ড. বিলাল ফিলিপস

৬. "কোন সৃষ্টির প্রতি মানুষের ভালোবাসা, বিশ্বাস ও ভয় যখন আল্লাহর চাইতে বেশি হয়, তখন তা শিরক।"
— ড. বিলাল ফিলিপস

৭. “কোন মানুষের জীবনে বস্তুগত প্রয়োজন যতটা কম, তার জীবন ততটাই উত্তম।”
— ড. বিলাল ফিলিপস

৮. “আপনি যদি খুব ভালো একটা জীবন পেতে চান, কখনো ভুলবেন না যে আপনি একদিন মৃত্যুবরণ করবেন।”
— তারিক রমাদান

৯. “ঘুমের চেয়ে নামাজ উত্তম। সুতরাং, জেগে উঠুন এবং নামাজে দাঁড়িয়ে যান। এর মাধ্যমে আপনি আপনার অহংকার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন।”
– তারিক রমাদান

১০. “তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো যাদের দ্বীনদারী তোমার চাইতে বেশি এবং দুনিয়াদারী তোমার চাইতে কম।”
— উসমান ইবনে হাকিম

দুনিয়া বিমুখতা পরীক্ষার উপায়

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। আমাদের সবাইকে একদিন দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতের গন্তব্যে পারি জমাতে হবে। মৃত্যুই আমাদের দুনিয়ার জীবনের শেষ ঠিকানা। কিন্তু তবুও আমরা দুনিয়ার মোহে পড়ে সর্বদা এই দুনিয়া নিয়েই ব্যাস্ত থাকি। নিম্নে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরা হলো যা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা দুনিয়ার প্রতি অধিকতর হারে আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছি। যথা:

১) দুনিয়াবি ব্যস্ততায় সালাতের জন্য সময় না হওয়া।

২)পুরো একটা দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাবে অথচ একটি বারের জন্য ও কুর'আন খুলে বের করে পড়া হবে না।

৩) লোকজন আমার সম্পর্কে কি ভাবছে, কি ভাববে এই ব্যাপারে আমার উদ্বিগ্নতা।

৪) আমাদের উদ্দেশ্যই থাকবে কিভাবে আরো থেকে আরো ধন সম্পদ অর্জন করতে পারবো।

৫) অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে অযথা তর্ক করে সময় কাটাতে পছন্দ করা।

৬) ভালো কাজ করতে বিলম্ব করা। অর্থাৎ আগামীকাল, আগামী সপ্তাহ, আগামী মাস কিংবা আগামী বছরের জন্য ভালো কাজ রেখে দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে এই আগামীকাল কখনোই আমাদের জীবনে আসবে না।

৭) দুনিয়ার সেলিব্রিটিদের লাইফ স্টাইল আমাদের আকৃষ্ট করবে।

৮) ধনীদের জীবনযাপনে আকৃষ্ট হওয়া এবং মনে প্রাণে নিজের জন্য সে জীবন কামনা করা।

৯) সব সময় অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ এর আশা রাখা। সবাই আমাকে বাহবা দিক, ফলো করুক এটা থাকবে আমার মূল উদ্দেশ্য।

১০) দুনিয়াবী জিনিস নিয়ে এক চরম প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হওয়া।

১১) অর্থ সম্পদ আর ক্ষমতা অর্জনের তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

১২) অধিকাংশ সময় ডিপ্রেশনে বা হতাশায় ভোগা যখন আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জন করতে ব্যর্থ হবো কিংবা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে প্রায়ই হতাশ হয়ে পড়া।

১৩) পাপ নিজের কাছে পাপ মনে না হওয়া।

১৪) তাওবাহ করতে চাইলেও অদৃশ্য কারণে তাওবাহ করতে না পারা। পাপ কাজ ছেড়ে বের হয়ে আসা নিজের জন্য কঠিন হয়ে পড়া।

১৫) আল্লাহকে খুশি করতে এবং মানুষকে অখুশি করতে প্রস্তুত না থাকা। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির চাইতেও মানুষের সন্তুষ্টিকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া।

১৬) দুনিয়াবি অর্জনের ব্যাপারে খুব সচেতন থাকা অথচ পরকালের পাথেয় যোগাড় করার ব্যাপারে বেখেয়াল থাকা।

১৭) পুরো একটি দিন আপনার অতিক্রান্ত হয়ে যাবে অথচ একবারের জন্যেও মৃত্যুর কথা স্মরণ না হওয়া।

১৮) আল্লাহর ইবাদত করা আমাদের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়বে।

১৯) কুফফারদের ভূমিতে গমন করার জন্য পেরেশান হয়ে পড়া। কাফিরদের লাইফ স্টাইল আমাকে মুগ্ধ করবে।

২০) নিজের বাহ্যিক, শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করা আর আত্মার যত্নের ব্যাপারে উদাসীন থাকা।

২১) মনে প্রাণে বিশ্বাস করা যে শেষ সময় অর্থাৎ কিয়ামত এখনো অনেক দূরে।

২২) আমরা মৃতদেহ কবর দিবো কিন্তু নিজেরও একই পরিণতি হবে সে কথা ভুলে যাবো। এর থেকে কোন শিক্ষা গ্রহন করবো না।

২৩) আমরা কখনো ভাবি না আজকেই আমার শেষ দিন হতে পারে।

২৪) সালাত শেষ করতে তাড়াহুড়ো করা।

২৫) মুসলিম উম্মাহর ব্যাপারে কোন উদ্বিগ্নতা না থাকা। মাজলুম মুসলিমদের পক্ষে আমরা দাঁড়াতে চাইব না। অন্তরে জিহাদের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। সর্বোপরি দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা অন্তরে গেঁথে বসা।

২৬) দুনিয়াবি বিলাসীতায় অন্তরে প্রশান্তি লাভ করার ব্যর্থ চেষ্টা অথচ আল্লাহর স্মরণেই একমাত্র অন্তর প্রশান্ত হয়।

২৭) গুনাহের পর অনুতপ্ততা না আসা।

২৮) আমি হারাম কাজে অভ্যস্ত কিন্তু কেউ তা ছাড়ার কথা বললে আমি বিনা প্রয়োজনেই তার সাথে তর্ক জুড়ে দেই এবং বাহানা খুজি।

২৯) বন্ধুমহলে দুনিয়া নিয়ে মত্ত মানুষের সংখ্যা অধিক থাকা।

৩০) আল্লাহর কাছে কখনো সেভাবে জান্নাত কামনা না করা, যেভাবে আল্লাহর কাছে দুনিয়াবি ব্যাপারে কামনা করা হয়।

বর্তমান যামানায় দুনিয়া বিমুখতা অবলম্বনের পদ্ধতি

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰتِنَا غَـٰفِلُونَ ٧أُوْلَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٨

অর্থ: ‘নিশ্চয়ই যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট, তাতেই পরিতৃপ্ত এবং যারা আমার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে উদাসীন তাদেরই আবাস জাহান্নাম তাদের কৃতকর্মের জন্য।’ (সুরা ইউনুস: আয়াত ৭-৮)

আলোচ্য আয়াতে সেসব মানুষের নিন্দা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার বিশ্বাস করে না। যদিও মুমিন আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার বিশ্বাস রাখে, তবে এতে নিশ্চিন্ত হওয়ার সুযোগ নেই। অবিশ্বাসের দোষ না থাকলে শাস্তি কিছুটা কমবে ঠিক; কিন্তু অন্য দোষগুলো থাকলে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আয়াতে মোট চারটি দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর দোষগুলোর শাস্তিস্বরূপ বলা হয়েছে, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সুতরাং বোঝা গেল প্রতিটি দোষই জঘন্য ও নিন্দনীয়। এর প্রত্যেকটি থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

চারটি দোষের মধ্যে প্রথমটি থেকে মুমিনরা মুক্ত আর শেষটির ব্যাপারে সন্দিহান। কেননা আল্লাহর বিধান ও নির্দেশনাবলির ব্যাপারে অমনোযোগিতা দুই প্রকার :

১. বিশ্বাসের অভাবে অমনোযোগী হওয়া এবং তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। মুমিন এই প্রকারের অমনোযোগিতা থেকে মুক্ত।

২. সাধারণ অমনোযোগিতা।

এতে মুমিনরাও লিপ্ত থাকে।

মধ্যবর্তী দুটি দোষে মুমিনরাও আক্রান্ত। বাহ্যত দোষ দুটি এক, তবে উভয়টির মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। সন্তুষ্টি জ্ঞানপ্রসূত আর নিশ্চিন্ততা স্বভাব-উদগত। অনেক সময় একটি বিষয় জ্ঞানের অনুকূল হয়; কিন্তু স্বভাব তা পছন্দ করে না।

যেমন তিক্ত ওষুধ রোগ নিরাময়ের জন্য কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় শহীদ হওয়া জ্ঞানের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য, তবে স্বভাব তা পছন্দ করে না। আবার কোনো কোনো বিষয় স্বভাবের কাছে লোভনীয়; কিন্তু জ্ঞান তা সমর্থন করে না। যেমন ব্যভিচার। মোটকথা কোনো ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি একত্রে পাওয়া দুষ্কর হয়ে যায়। তাই কোনো কিছুর ব্যাপারে সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তি একত্র হওয়ার অর্থ তা গুরুতর। পার্থিব জীবন নিয়ে অবিশ্বাসীরা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত; বরং বেশির ভাগ মুমিনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। যে ক্ষেত্রে দ্বীন ও দুনিয়ার স্বার্থে বিরোধ দেখা দেয়, যেমন মিথ্যা মামলা, ঘুষ গ্রহণ, অন্যের ভূমি জবর দখল ইত্যাদি। এসব বিষয়কে সবাই পাপ বলে স্বীকার করে। তার পরও মনে মনে তা পছন্দ করে এবং তাতে লিপ্ত হতে কুণ্ঠা করে না।

একইভাবে প্রাথমিক স্তরের শিশুকে আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করলে দ্বীনি জ্ঞান সম্পর্কে শিশুরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থেকে যায়। অথচ জেনে-শুনে তা গ্রহণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে—প্রাথমিক স্তরে শিশুকে আধুনিক শিক্ষা না দিলে তারা জীবনে উন্নতি করবে কিভাবে? এটাকেই বলে পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট হওয়া। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই মনোভাব এখন আলেম-দরবেশদের ভেতরও দেখা যায়। অথচ তাদেরই বেশি সতর্ক হওয়ার কথা ছিল। দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্টির ক্ষতিগুলো থেকে খুব কম মানুষই মুক্ত।

দুনিয়াদার পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং দুনিয়াও তাদের অন্তরে ঢুকে পড়েছে। এ অনুরাগ তাদের অন্তর থেকে বের করা কঠিন। মূলত পার্থিব জীবনের প্রতি সামান্য আকর্ষণ টের পেলেই প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণ আঁতকে ওঠা উচিত। এখন হিসাব করে দেখুন,

আপনার প্রাণ দৈনিক কয়বার আঁতকে উঠেছে? এ জন্য মনে কোনো ভয়ের উদয় হয়েছে কি না? অথচ দুনিয়ার সঙ্গে মুমিনের সম্পর্ক হওয়া উচিত ছিল মুসাফিরখানার (যেখানে পথিক বিশ্রাম নেয়) সঙ্গে মুসাফিরের সম্পর্কের মতো। মুসাফির এখানে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে বটে; কিন্তু তার মন পড়ে থাকে বাড়িতে। মুসাফিরখানা যত আরামদায়কই হোক না কেন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এখানে থেকে যাওয়ার চিন্তা করে না। কেউ যদি এমনটি করে তবে তাঁকে সবাই নির্বোধ ছাড়া কিছুই বলবে না।

কোনো এক কবি বলেছেন, 'সেদিন কতই না আনন্দের হবে, যেদিন আমি এই অস্থায়ী বাসঘর পরিত্যাগ করে যাব এবং প্রিয়জনের কাছে গিয়ে আত্মার শান্তি কামনা করব। আমি মানত করছি যে যেদিন এ চিন্তার অবসান ঘটবে (দুনিয়া থেকে বিদায়), সেদিন আনন্দচিত্তে গান গাইতে গাইতে শরাবখানার দ্বারদেশ পর্যন্ত চলে যাব।'

যারা দুনিয়াতে স্বরূপে চেনে, তারা মানত করে এখান থেকে বিদায়ের পর জীবন উপভোগ করব। দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচতে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা যেতে পারে। তা হলো :

১. প্রতিদিন নির্ধারিত সময় মৃত্যুকে স্মরণ করা।

২. কবরের অবস্থা স্মরণ করা।

৩. হাশরের কথা স্মরণ করা।

৪. হাশরের ময়দানের যাবতীয় ভয়াবহ অবস্থা ও কষ্টের কথা স্মরণ করা।

৫. এটাও চিন্তা করা যে আমাকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে।

৬. আমার যাবতীয় কাজের হিসাব-নিকাশ করা হবে।

৭. এক-এক করে সমস্ত হক আদায় করা হবে।

৮. এরপর কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে আমাকে।

কেউ যদি প্রতি রাতে শোয়ার সময় এই চিন্তাগুলো করে আল্লাহর দরবারে, আশা করা যায়, দুই সপ্তাহের মধ্যে তার অবস্থার পরিবর্তন হবে। দুনিয়ার প্রতি যে নিশ্চিন্ত মনোভাব, অনুরাগ ও আকর্ষণ বিদ্যমান আছে, তা লোপ পাবে ইনশাআল্লাহ্।

[মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ; মাওয়ায়েজে আশরাফী থেকে সংগৃহীত]

দুনিয়া বিমুখতা আত্মশুদ্ধির অন্যতম উপায়

আত্মশুদ্ধির পথে প্রয়োজন দুনিয়াবিমুখতা। কেননা দুনিয়া সসীম আর আখেরাত অসীম। অসীমের বিপরীতে সসীমের কোনো তুলনাই হতে পারে না।

কিন্তু মানুষ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুঃখকে প্রাধান্য দেয়। অথচ দুনিয়ার এইসব সম্পদের ব্যাপারেই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

وَ مَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الۡغُرُوۡرِ ۝

অর্থ: আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা বাকারাহ)

আলোচ্য আয়াতের শুরু ও শেষ অংশে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সম্পূর্ণ জীবনের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছেন। মানুষ জন্মের পর তার শিশু ও শৈশবকাল অতিবাহিত করে খেল-তামাশায়, তারপর যৌবনকাল পোশাক-পরিচ্ছেদ, খাবার-দাবার ইত্যাদিতে চাকচিক্য পছন্দ করে, তারপর বৈবাহিক জীবনে সন্তান ও সম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করে, এভাবেই তো মানুষ তাদের মূল্যবান জীবন অতিবাহিত করে।

যারা এভাবে দুনিয়ার মোহে মোহিত হয়ে দ্বীন-ধর্মের তোয়াক্কা না করে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করে, তাদের উদাহরণ হল সে বৃষ্টির মত যা নাযিল হয়ে কৃষকের ফসল খুব সবুজ শ্যামল ও তরতাজা করে তুলে যা দেখে কৃষকের মন জুড়িয়ে যায়। তারপর তা হঠাৎ শুকিয়ে গিয়ে পীতবর্ণ ধারণ করে, অতঃপর তা টুকরো টুকরো হয়ে খড় কুটোয় পরিণত হয়। কৃষকের আশা যেমন নিরাশায় পরিণত হয়ে যায় তেমনি দুনিয়াকে নিয়ে যারা সন্তুষ্ট তাদের অবস্থাও ঠিক তা-ই।

আবার দুনিয়ার প্রতি আসক্তির কারণেই মানুষ ইবাদত থেকে গাফেল হয়ে যায় আর বঞ্চিত হয় প্রভূত কল্যাণ থেকে। তাদের তো দূর্ভাগ্য যে তারা দুনিয়া আর আখেরাত উভয়ই বরবাদ করে ফেলছে। কারণ দুনিয়া আমাদের রবের দেওয়া উপহার। যেন আমরা ইবাদতের মাধ্যমে,

তাঁর নৈকট্য লাভের মাধ্যমে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি। কিন্তু যখন আমরা আল্লাহর পথ থেকে সরে আসব, তখন বিচ্যুত হয়ে যাব জান্নাতের সোজা রাস্তা থেকেও। দুনিয়ার মালিকের দুয়ারে হাজিরা না দেওয়ায় দুনিয়া আমাদের হয়েও হবে না। আর আখেরাত?

শুনুন আল্লাহ কী বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْد

অর্থাৎ 'যারা দ্বীন-ধর্ম উপেক্ষা করে দুনিয়ার ক্রীড়া ও কৌতুকেই মগ্ন থাকে তাদের জন্য আখিরাতেও রয়েছে মহা শাস্তি। পক্ষান্তরে মু'মিনদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি।'

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, দুনিয়া অতি তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তু, তাই দুনিয়ার ধোঁকা থেকে সতর্ক থাকা উচিত। দুনিয়ার এই ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকার জন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখেরাতের সুখ-শান্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি আল্লাহ পাকের নিকটে কামনা করেছেন,

"اللّٰهم لاعيش الا عيش الاخرة"

অর্থ: 'হে আল্লাহ! প্রকৃত জীবন তো আখেরাতেরই জীবন। দুনিয়ার আরাম-আয়েশ থেকে আখেরাতের সুখ-শান্তিই আমার কাছে বেশি কাম্য। (দুনিয়ার হাকীকত)

ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়। পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এই,

(১) ক্রীড়া,

(২) কৌতুক,

(৩) এরপর সাজ-সজ্জা,

(৪) এরপর পারস্পরিক অহমিকা,

(৫) এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

উল্লেখ্য لعب শব্দের অর্থ এমন খেলা, لهوٌ এমন খেলাধুলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন زينة বা অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজনবিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لعب এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لهوٌ শুরু হয়। এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে (فَاخُرٌفِي الْأَمْوَالِ وَالْأَدِ) বা প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। উল্লেখিত ধারাবাহিকতায় প্রতিটি অর্থেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু কুরআন পাক বলে যে, এই সবই হচ্ছে সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। (তাবারী)

দুনিয়ায় মানুষের কর্মকাণ্ড বর্ণনার পর পবিত্র কুরআন বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে,

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا

এখানে غيث শব্দের অর্থ বৃষ্টি। الكفار শব্দটি মুমিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টি দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোন কোন তাফসীরবিদ الكفار শব্দটিকে প্রচলিত অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফেররা আনন্দিত হয়। (কুরতুবী)

এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ, শ্যামল ফসল দেখে কাফেররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসলিমরাও হয়। জওয়াব এই যে, মুমিনের আনন্দ ও কাফেরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধন-রত্ন পেয়েও মুমিন কাফেরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে কাফের আনন্দিত হয় বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সারসংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফেররা খুবই আনন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে পীতবর্ণ হয়, এরপরে সম্পূর্ণ খড়-কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়।

দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য- আখেরাতের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আখেরাতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে,

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ

অর্থাৎ আখেরাতে মানুষ এ দু'টি অবস্থার মধ্যে যে কোনো একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্যে কঠোর আযাব রয়েছে। অপরটি মুমিনদের অবস্থা; অর্থাৎ তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, যেটা ছিল আমাদের মূল আলোচনা যে,

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

অর্থাৎ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ, প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর আখেরাতের আযাব ও সওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে আখেরাতের চিন্তা বেশী করবে। [ইবনে কাসীর]

বলা হয়ে থাকে, 'পৃথিবীটা লবণাক্ত পানির মত। যতই তা পান করবে পিপাসা ততই বাড়বে।' এই প্রসঙ্গে হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ রাযি. বলেন, 'আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর কসম! দুনিয়া আখেরাতের তুলনায় এরূপ যেমন কেউ

সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবিয়েছে। অতঃপর লক্ষ্য করে দেখা উচিত ছিল যে, তার আঙ্গুল কতটুকু পানি ধারণ করেছে।' (সহীহ মুসলিম)

আমাদের উচিত হচ্ছে আত্মশুদ্ধির জন্য দুনিয়ার প্রতি অনীহা ও অনাগ্রহ সৃষ্টি করা আর আখেরাতের প্রতি আগ্রহ জন্মানো। দুনিয়ার মুহাব্বত সমস্ত গোনাহের মূল। আর দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা সব ইবাদতের মূল। দুনিয়াদার ব্যক্তি দুনিয়ার পাগল, দ্বীনের কাজে লাগলেও তার উদ্দেশ্যে গরমিল থাকে। আর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ব্যক্তি দুনিয়ার কাজে লাগলেও তার উদ্দেশ্য হয় আখেরাত। এই প্রসঙ্গেই হযরত ইবনে উমরের থেকে অন্য এক হাদিসে উল্লেখ আছে, নবীজী বলেছেন, 'তোমরা দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেমন কোনো মুসাফির কিংবা পথিক থাকে।' (মেশকাত)

আবার হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে অপর একটি হাদিসে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা স্বরূপ আর কাফেরদের জন্য বেহেশত স্বরূপ।' (সহীহ মুসলিম)

বস্তুতঃ মু'মিন দুনিয়া থেকে আখেরাতের মহা জীবনে প্রবেশ করতে আগ্রহী থাকে, আর কাফের দুনিয়াতেই সব সময় থাকতে আশা করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উপরে উল্লেখ্য আয়াতের সাথে আমরা মিল দেখতে পাই।

মূল কথা হচ্ছে, মু'মিনের কাছে দুনিয়ার সম্পদের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু যখনই মানুষ দুনিয়ার ভালোবাসায় আবদ্ধ হবে তখনই ভোগ বিলাস সহ আয়াতের ব্যাখ্যা অনুসারে যাবতীয় উপকরণ নিয়ে মত্ত হবে। ভুলে যাবে আখেরাতের কথা। যত পাবে ততই চাইতে থাকবে। দুনিয়া যে আখেরাতের শস্যক্ষেত এটা ভুলে যাবে। ভোগ-বিলাসিতা বেড়ে গেলে আল্লাহর থেকে তো গাফেল হবেই!

এই প্রসঙ্গে দার্শনিক কবি আল্লামা রুমি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'লোভীদের পাত্র কোনোদিন ভরে না। ঝিনুক যতক্ষণ লোভ সামলে মুখ বন্ধ না করে ততক্ষণ তার পেটে মুক্তার জন্ম নেয় না।'

কথা সোজা, মর্মও স্পষ্ট। মানুষের মূল লক্ষ্য হবে আখেরাতের পুঁজি হাসিল করা। কিন্তু লক্ষ্যের থেকে সরে এসে মানুষ ছুটে বেড়ায় দুনিয়ার পিছনে। চব্বিশ ঘন্টা মেহনত করে শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য আর ভুলে যায় অনন্ত অসীম আখেরাত, জান্নাতের কথা। তার কারণ, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা। দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত মুহাব্বতই মানুষের মাঝে আর আখেরাতের জন্য আমলের মাঝে পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ ছুটে ছুটে বেড়ায় শান্তির খোঁজে কিন্তু মেলে না তা কোথাও!

হযরত হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'দুনিয়া তার প্রেমিককে সারাক্ষণ বিভিন্ন শাস্তিতে নিয়োজিত রাখে। তার অন্তর রাখে বিমর্ষ এবং অসুস্থ। তুমি যদি দুনিয়ার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো, তাহলেই শুধু দুনিয়ার হাত থেকে নিস্কৃতি পাবে। পক্ষান্তরে যদি দুনিয়ার প্রেমে মজে যাও, তাহলে নানান বিপদাপদে ফেঁসে যাবে'।

বিখ্যাত বুজুর্গ সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'আমি হতভাগ্য লোকদের প্রতি খেয়াল করে দেখেছি যে, তারা দুনিয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট, বিরাগ বা বিমর্ষ হয় না। অথচ তারা কিন্তু দুনিয়ায় না খেয়ে, না পরেই থাকে! অন্যদিকে আমি দুনিয়াকে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে, মানুষের প্রতি তার গভীর ভালোবাসার দাবী সত্ত্বেও সে গ্রীষ্মের বাদলের মতো দ্রুত শেষ হয়ে যায়। অনেকটা সেই মুসাফিরের মতো, যে তার প্রয়োজন পূর্ণ হতেই, গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। '

প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক সাকাফী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, 'এক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, দুনিয়াতে বাস করে সেই ব্যক্তি কীভাবে খুশি হতে পারে যার একটি দিন একটি মাসকে, একটি মাস একটি বছরকে, একটি বছর তার সমগ্র জীবনকে বরবাদ করে দেয়? তদ্রূপ সেই ব্যক্তি কীভাবে দুনিয়াতে প্রফুল্ল থাকতে পারে, যার জীবন তাকে প্রতিদিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবং তার বয়সও তাকে সারাক্ষণ মৃত্যুর দিকে ধাবিত করছে?'

এ পর্যায়ে এসে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সাকাফী রাযিআল্লাহু আনহু আমাকে বলেন, 'একটি করে তীর তোমার শরীরে নিক্ষেপ করে প্রতিনিয়ত কাবু করে চলছে। এভাবে তীর নিক্ষেপ করে করে তোমার দেহ জর্জরিত করে একদিন তোমাকেই আহত করে দেবে। এই অবস্থায় দিবারাত্রি কীভাবে তুমি দুনিয়াতে ভালো ও নিরাপদ থাকার দাবি করতে পারো? যদি তুমি জানতে যে প্রতিটি দিন তোমাকে কীভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে আর অচিরেই তোমায় ধরাশায়ী করে ফেলবে তাহলে এক একটি দিন তোমার কাছে কতই না দুর্বিষহ মনে হত! অথচ আল্লাহ পাকের কুদরতি পরিচালনা সকলের ধারণার বাইরে। দুনিয়ার এই ভয়ানক পরিণতি ও অবস্থার কথা যারা ভুলে যেতে পারে তারাই কেবল দুনিয়ায় থেকে খুশি হতে পারে। দুনিয়া তাদের কাছেই তৃপ্তিকর ও স্বাদের মনে হতে পারে। অথচ দুনিয়া ডাক্তারের তিক্ত ওষুধের চেয়েও মারাত্মক তিক্তকর।'

দুনিয়াদারদের নগদ প্রাপ্তি হলো মনের বিষণ্ণতা, হৃদয়ের অস্থিরতা ও শারীরিক পরিশ্রম উপরন্ত পরকালের কঠিন হিসাব দানের ভয়। অতঃপর দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ইহকাল ও পরকালে মানুষের কষ্টের কারণ হয়। দুনিয়ায় তো সুখের পিছনে ছুটেও সুখ পায় না, সেই সাথে উপরে উল্লেখিত আয়াতের মতো কিয়ামত দিবসে কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয়।

দুনিয়া একটা সুস্বাদু সুমিষ্ট ফলের মতো। কিন্তু এর মিষ্টতা ক্ষণস্থায়ী। এর স্বাদে মজে গিয়ে দুনিয়ার মায়ার পিছে ছোটা হচ্ছে মরীচিকার পিছে ছোটার মতো। বস্তুত, দুনিয়া বা দুনিয়ার যাবতীয় উপকরণই ধোঁকার সামগ্রী। এজন্যেই বুদ্ধিমান বান্দার গুণ হচ্ছে যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা।

দুনিয়া ও দুনিয়া বিমুখতা প্রসঙ্গে আল্লামা জালালুদ্দিন রুমি (রহ) বলেন, 'শুধুমাত্র স্বর্ণ, রৌপ্য, স্ত্রী ও পুত্রের নামই দুনিয়া নয়, দুনিয়া হলো মানুষের চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি ও কর্মশক্তি পরিপূর্ণভাবে এ সকল জিনিসে আবদ্ধ হওয়া এবং আল্লাহপাক থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া। কাজেই যদি কোনো ব্যক্তি সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও তার সম্পদ তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করতে না পারে, তাহলে তার এই সম্পদকে দুনিয়া বলা হবে না। পক্ষান্তরে, কারো

নিকট যদি চারটি পয়সাই (অতি সামান্য সম্পদ) থাকে এবং এই চার পয়সার মধ্যে তার মন আটকে থাকে, তাহলে এটাকেই দুনিয়া বলা হবে এবং এটাই তিরস্কৃত।'

আল্লামা রুমি (রহ.) মছনবী শরীফে একটি হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দুনিয়া বিমুখতার ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মানুষের দৃষ্টান্ত হলো নৌকার মতো। আর দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো পানির মতো। নৌকার জন্য পানি এতো বেশি প্রয়োজন যে, পানি ব্যতীত নৌকা চলতেই পারে না এবং যতক্ষণ পানি নৌকার নীচে ও তার আশেপাশে থাকবে, ততক্ষণ তা নৌকার জন্য রহমত স্বরূপ। কিন্তু যদি এই পানি নৌকার ভেতরে এসে যায়, তখন এই পানিই নৌকা ডুবির (ধ্বংসের) কারণ হয়। দুনিয়ার অবস্থাও ঠিক এরকম, যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া মানুষের আশেপাশে থাকে, ততক্ষণ তা মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ। কিন্তু যদি এই দুনিয়া মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, তাহলে এই দুনিয়াই মানুষকে ধ্বংস করে ফেলে।'

হিসেব করলে দেখা যাবে, আমরা প্রত্যেকেই দুনিয়ার প্রতি কোনো না কোনো ভাবে আকৃষ্ট। দুনিয়ার মিষ্টতায় মজে গিয়ে আমরা মরুভূমির মরীচিকা সম ক্ষণস্থায়ী জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছি; যা আমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছে। দুনিয়ার বাহ্যিকদিক এতই সৌন্দর্যমণ্ডিত যে কোনো বক্তার পক্ষে তার স্ফুত বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

তাই আসুন আমরা দুনিয়ার সৌন্দর্য ও চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা, তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ মুজতবার পথে পরিচালিত হই। এবং যথাযথভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করি।

আমরা দুনিয়াকে হাতে রাখব, পকেটে রাখব কিন্তু কখনোই অন্তরে রাখব না। আমাদের কলব শুধুমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের মুহাব্বত এবং অনুসৃত পথের জন্য প্রস্তুত হবে।

আসুন এখনই চিন্তা করি, সচেতন হই আর দু'আ করি, "আল্লাহ আমাদের দুনিয়া ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনায় মত্ত হওয়া থেকে হেফাজত করুন।"

[উস্তাজা রুকাইয়া মাবরুরা এর লিখনী থেকে সংগৃহীত]

পরিশিষ্ট ও কিছু নসীহা

জীবনের বাঁকে বাঁকে মানুষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অনেক অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। দুনিয়ার পিছু ছুটতে গিয়ে হারাম-হালালের তোয়াক্কা না করে নানারকম সীমালঙ্ঘন করে থাকে। এসব অপকর্ম আর সীমালঙ্ঘনের মূল কারণ হিসাবে রাসূল (সা.) একটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। তা হচ্ছে, দুনিয়ার মোহ। ইরশাদ হয়েছে,

'দুনিয়ার মোহই সব গুনাহের মূল' (শুআবুল ইমান : ১০৫০১)।

বস্তুত : দুনিয়ার মোহ-মায়া, ধন-সম্পদের অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমাদের ভুলিয়ে রাখে পরম সত্য আখেরাত থেকে, যে আখেরাত আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল, যে আখেরাত আমাদের আসল আবাসস্থল। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٥ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦

অর্থ: 'হে মানব সম্প্রদায়; নিশ্চয়ই আল্লাহপাকের অঙ্গীকার সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের কোনোভাবেই প্রতারিত না করে। আর বড় প্রতারক শয়তান যেন তোমাদের আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণা না করে।' শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামি হয় (সূরা ফাতির : ৫-৬)।

একজন মুমিনের কখনোই এটা মনে করা উচিত নয় যে, সে এই দুনিয়াতে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে, বরং তার তো উচিত একজন মুসাফিরের মতো জীবনযাপন করবে। রাসূল (সা.) বলেছেন,

'দুনিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? দুনিয়া আর আমার সম্পর্ক হলো (এমন যে), আমি তো কেবল একজন আরোহীর মতোই, যে একটি গাছের ছায়ার নিচে বসে, এরপর তা ছেড়ে চলে যায়' (তিরমিজি : ২৩৭৭)।

ইবনে 'উমার (রা.) বলতেন, 'যদি তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাক, তবে সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করো না। যদি তুমি সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাক, তবে সন্ধ্যার প্রত্যাশা করো না।

সুস্থ থাকা অবস্থায় তুমি অসুস্থতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো, আর বেঁচে থাকা অবস্থায় নিজেকে প্রস্তুত করো মৃত্যুর জন্য’ (বুখারি : ৬৪১৬)।

দুনিয়ার মোহ-মায়া ত্যাগ করে নেক ও পুণ্যবানদের দলে নিজেকে শামিল করতে দৈনন্দিন জীবনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মেনে চলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্।

প্রতিদিন মৃত্যুকে স্মরণ করুন

ইরশাদ হয়েছে,

أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ٧٨

অর্থ: ‘তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের গ্রাস করবেই, যদিও সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করো’ (সূরা নিসা : ৭৮)।

রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা বেশি বেশি দুনিয়ার স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে স্মরণ কর। (সহিহ ইবনে হিব্বান : ২৯৯৪)।

অন্ধকার কবরের কথা কল্পনা করা

রাসূল (সা.) বলেন, ‘কবর পরকালের প্রথম ঘাঁটি। কেউ যদি এখান থেকে মুক্তি পায়, তাহলে পরবর্তী ঘাঁটিগুলো তার জন্য সহজ হবে। আর যদি কেউ কবর থেকে মুক্তি না পায়, তাহলে পরবর্তী ঘাঁটিগুলো তার জন্য আরও কঠিন হবে’ (তিরমিজি : ২৩০৮)।

হাশরের কথা চিন্তা করুন

আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ٨٩

অর্থ: সেদিন ধন-সম্পদ, সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না। সেদিন ভাগ্যবান হবে কেবল সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে' (সূরা শুআরা : ৮৮-৮৯)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ٣٤ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ٣٧

অর্থ: 'সেদিন মানুষ নিজের সন্তানকে রেখে পালিয়ে যাবে। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর সেদিন এমন বিপদ নেমে আসবে যে, তখন নিজেকে ছাড়া আর কারও দিকে তাকানোর মতো অবস্থা থাকবে না' (সূরা আবাসা : ৩৪,৩৭)।

জবাবদিহির কথা ভাবুন

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٦٥

অর্থ: 'আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে' (সূরা ইয়াসিন : ৬৫)।

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

'কেয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জবাব না দিয়ে কোনো মানব সন্তান তার প্রতিপালকের সামনে পা বাড়াতে পারবে না।

এক. জীবন কীভাবে অতিবাহিত করেছ? দুই. যৌবন কীভাবে নিঃশেষ করেছ?

তিন. ধন-সম্পদ কীভাবে উপার্জন করেছ? চার. কোন পথে সম্পদ ব্যয় করেছ?

পাঁচ. অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছ?’ (তিরমিজি : ২৪১৬)।’

পরকালীন শাস্তির কথা স্মরণ করা

ইরশাদ হয়েছে,

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ٢٢٧

অর্থ: ‘অচিরেই জালিমরা জানতে পারবে, তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল কোথায় হবে’ (সূরা শুআরা : ২২৭)।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧

অর্থ:‘জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না’ (সূরা কাসাস : ৭৭)।

আল্লাহ্ আমাদের উপরে বর্ণিত সমস্ত উপদেশ মেনে চলার তাওফীক দিন। কুরআনের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দিন। সমস্ত ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে অনন্তকালের সুখের আবাসস্থল জান্নাতের বাসিন্দা হিসেবে কবুল করে নিন আমিন।